

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

দিল্লী ও কাকরাইলের মুকব্বিয়ানে কেরামের এজাজতে লিখিত

তাবলীগী নেছাব নং ৭

ফাজায়েলে দরুদ শরীফ

বা

দরুদ শরীফের ফজিলত

মূল লিখক

শায়খুল হাদীছ হজরত মাওলানা হাফেজ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহাবারামপুরী (রঃ)

কতৃক সরাসরি দোয়া ও এজাজত প্রাপ্ত

বাংলা ইসলামিক একাডেমি

মুচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দরুদ শরীফের ফজীলত ...	৬
সারাংশ ...	৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ বিশেষ দরুদ শরীফের ফজীলতের বর্ণনা ...	৩৩
স্বপ্নে হজুরের জিয়ারত ...	৫২
হজুর (ছ:) কে স্বপ্নে দেখার জন্য হজরত থিজিরের	
বাতলান তদবীর ...	৫৫
তান্বীহ ...	৫৭
চল্লিশ হাদীছ ...	৫৯
হালাম শব্দের সম্বলিত হাদীছ ...	৬৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবীজীর উপর দরুদ শরীফ না পড়া সম্পর্কে সতর্ক বাণী	৬৮
হালাতুল হাজত ...	৭৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবিধ প্রসঙ্গ ...	৭৬
-------------------	----

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দরুদ শরীফ সম্পর্কীয় কতিপয় ঘটনা ...	৮০
মাছনবীয়ে মাওলানা জামী (র:) ...	১১৮
অনুবাদ ...	১২১

কাছীদায়ে হজরত কাছেম নানাতবী (র:)

১২৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ حَامِدًا وَمُصَلِّيًا
وَمُسَلِّمًا - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ. وَلِصَلَاةِ
وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْمَوْجُودَاتِ الَّذِي قَالَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ
وَلَا فَخْرَ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ أَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الْكُشْرِ

পরওয়ারদেগারে আলমের অফুরন্ত দান ও বখ্শিশ এবং তাঁহার
মাহবুব বান্দাদের নেক নজর ও মেহেরবানীর বরকতে এই অধম কতৃক
ফাজায়েল সম্পর্কীয় কয়েকটি কিতাব লিখিত হইয়াছে। এসব কিতাব
তাবলীগী নেছাবের অন্তর্ভুক্ত। বন্ধু-বান্ধবদের অগণিত চিঠিপত্রের
মাধ্যমে জানা যায় যে এসব কিতাব দ্বারা উদ্ভূত খুব বেশী বেশী উপকৃত
হইতেছে। এই অধমের ইহাতে কোন প্রকার কৃতিত্ব নাই যেহেতু উহা
শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের মেহেরবানী এবং হুজুরে আকরাম (ছঃ)-এর কালামে
পাকের বরকত যাহার তরজমা এসব গ্রন্থে করা হইয়াছে। তদুপরি ঐ
সমস্ত আল্লাহ ওয়ালাদের বরকত যাহাদের হুকুমে ঐ গ্রন্থসমূহ রচিত
হইয়াছে ইহা আল্লাহ পাকের বহুত বড় দয়া ও মেহেরবানী যে, এসব
বরকতসমূহে এই নাপাক পাপীর পাপের অপবিত্রতা কোন বাধা সৃষ্টি
করিতে পারে নাই।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِي

ثَنَاءً مِّمَّا لَكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسَكَ

এই অধ্যায়ের প্রথম গ্রন্থ ফাজায়েলে কোরান নামে লিখিত হয়। উহা
কুতুবে আলম হজরত রশীদ আহমদ গংগুহী (রঃ) এর খলীফা হজরত শাহ
মোহাম্মদ ইয়াছীন (রঃ)-এর আদেশ অনুসারেই রচিত হয়। হজরত শাহ
ছাহেব ১৩০০ হিজরী ৩০শে শাওয়াল বৃহস্পতিবার রাতে এন্তেকাল করেন।
হজরত শাহ ছাহেবের এন্তেকালের পূর্বে তাঁহার বৃজুর্গ খলীফা
মাওলানা আবদুল আজীজের মারফত বান্দার নিকট এই অছিয়ত পাঠান
যে, আমার মন চায় ফাজায়েলে দরুদও যেন লেখা হয়। হজরত শাহ

ছাহেবের এন্তেকালের পর মাওলানা মরহুম আমাকে বারবার তাঁহাকে
অছিয়ত স্মরণ করাইয়া দেন এবং স্বীয় অযোগ্যতা সত্ত্বেও এই অধমেরও
আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যেন এই সৌভাগ্য হাছিল হইয়া যায়। শাহ ছাহেব
বাতীত আরও অনেক বৃজুর্গ এই বিষয় তাকীদ করিতে থাকেন কিন্তু ছাই-
ঘোড়ল কাওনাইন ঋণে মোরছালীন হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে
অ-ছাল্লামের বৃজুর্গ শানের এমন প্রভাব আমার উপর পড়িয়াছিল যে,
যখনই আমি লিখিবার ইচ্ছা করিতাম তখনই এই ভয়ে কম্পিত হইয়া
যাইতাম যে, কি জানি হুজুরের বুলন্দ শানের বরখেলাপ কোন কিছু লেখা
হইয়া যায় না কি। এই টালবাহানার ভিতর গত বৎসর প্রিয়তম মাও-
লানা ইউসুফের অনুরোধে তৃতীয় বার হেজাজ শরীফ যাইবার এবং চতুর্থ
বার হজ্ব করিবার সৌভাগ্য নছীব হয়। হজ্বের শেষে মদীনায়ে মোনাও-
য়ারা পৌছার পর মনের মধ্যে বারংবার শুধু এই প্রশ্ন জাগ্রত হইতেছিল
যে ফাজায়েলে দরুদ না লেখার জবাব কি? যদিও বিভিন্ন ওজর আপত্তি
দাঁড় করাইতেছিলাম তবুও এবারে সংকল্প করিলাম যে দেশে ফিরিয়াই
ইনশা'ল্লাহু এই মোবারক কিতাব অবশ্যই রচনা করিব। কিন্তু দেশে
ফিরিয়া আবার আজ কাল করিতে করিতে বিলম্ব হইতেছিল। কারণ “বর্দ
অভ্যাসের শত বাহানা।” অবশেষে রমজানের এই মোবারক মাসে
বহুদিনের আকাংখাকে তাজা করিয়া অদ্য পঁচিশে রমজান জুমার নামাজের
পর আল্লাহ নাম নিয়া শুরু করিয়াই দিলাম। আল্লাহ পাক তাঁহার
খাছ রহমতে এই কাজ সুসম্পন্ন করিবার তওফীক দান করুন। এবং
এই কিতাবে ও তার পূর্বে লিখিত যাবতীয় উছ'আরবী কিতাবের সমস্ত
ভুল ত্রুটিকে স্বীয় দয়া ও করুণার দ্বারা মাফ করিয়া দিন।

এই বইতে কয়েকটি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্ট রহিয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : দরুদ শরীফের ফজীলত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিশেষ বিশেষ দরুদ শরীফের ফজীলত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দরুদ শরীফ না পড়ার শাস্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন উপকারিতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : দরুদ শরীফ সম্পর্কীয় ঘটনাবলী।

আল্লাহ পাক সবাইকে বেশী বেশী করিয়া দরুদ শরীফ পড়ার তওফীক দান করুন। এই কিতাব পাঠ করিলে প্রত্যেকেই অনুভব করিবে যে দরুদ শরীফ কত বড় সম্পদ আর ইহাতে অবহেলাকারী কত বড় দোষী হইতে বঞ্চিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দরুদ শরীফের ফজীলত

দরুদ শরীফের ফজীলত সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্ব প্রথম আল্লাহ পাকের পবিত্র কালামে এরশাদ রহিয়াছে। উহা এই যে—

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُمْسِكُوْنَ عَلٰى اَنْذَبِيْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اَسْأَلُوْا صَلَوٰتِىْ عَلَيْهِ وَسَلٰمًا وَسَلٰمًا

“নিশ্চয় আল্লাহ পাক ও তাঁহার ফেরেশতাগণ নবীয়ে করীম (ছ:) এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ ছালাত ও ছালাম পাঠাইয়া থাকেন) হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁহার উপর দরুদ শরীফ পাঠ কর ও ছালাম পাঠাও।”

ফাযলদা : আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে পাকে নামাজ রোজা হজ ইত্যাদি সম্পর্কীয় বহু হুকুম আহকাম অবতীর্ণ করিয়াছেন। এমনি ভাবে বহু আশ্বিয়ায়ে কেরামের আলোচনা করিয়া তাঁহাদের নানাবিধ প্রশংসাও করিয়াছেন। হজরত আদম (আঃ)-কে পয়দা করিয়া তাঁহাকে ছেজদা করার জন্ত ফেরেশতাগিকে নির্দেশ দেন। কিন্তু কোন হুকুম বা নবীর সম্মানে এই কথা বলেন নাই যে, আমি এই কাজ করিয়া থাকি কাজেই তোমরাও এই কাজ কর। এই মহান মর্যাদা একমাত্র প্রিয়নবী ফখরে দো-জাহান (ছঃ)-এর শানেই ফরমাইয়াছেন যে, আমার নবীর উপর আমি স্বয়ং এবং আমার ফেরেশতারা দরুদ পাঠ করেন সূতরাং হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁহার উপর দরুদ শরীফ পাঠ কর।

ইহার চেয়ে উচ্চতর ফজীলত আর কি হইতে পারে যে আল্লাহ পাক এই আয়াতে দরুদ ও ছালাম প্রেরণের এই মহান কাজে তাঁহার ও ফেরেশ-তাদের সাথে মোমেনদিগকেও শরীক করিয়াছেন, তজ্জুপরি আরবী ভাষায় যাহারা অভিজ্ঞ, তাহারা জানেন যে আয়াতটি “ইন্ন” শব্দ দ্বারা শুরু করা হইয়াছে যাহার অর্থ হইল নিশ্চয়, এমনিভাবে ইউছাল্লুন শব্দের তাৎপর্য হইল আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ সর্বদা পাঠ করিয়া থাকেন। আল্লামা ছাখাবী উল্লেখ করিয়াছেন অর্থ হইল সর্বদা আল্লাহ ও তদীয় ফেরেশতাদের তরফ হইতে অনবরত রহমত বর্ষিত হইতে থাকে।

কহুল বয়ায়ে বর্ণিত আছে আল্লাহ পাকের দরুদ পড়ার অর্থ হইল হজুর আকরাম (ছঃ)-কে মোকামে মাহমুদ অর্থাৎ সুপারিশের মোকামে পৌছান। আর ফেরেশতাদের দরুদের অর্থ হইল হজুরের উচ্চ মর্যাদার জন্ত দোয়া করা এবং উম্মতের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা। এবং মোমেনদের দরুদের অর্থ হইল হজুরের তাবেদারী করা। তাঁহার সহিত মহব্বত রাখা আর তাঁহার মহান গুণাবলীর প্রশংসা করা।

উক্ত গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে হজুরের এই মর্যাদা আদম (আঃ) এর ঐ মর্যাদার চেয়ে উচ্চতর যেখানে হজরত আদমকে ফেরেশতাদের দ্বারা ছেজদা করা হইয়াছেন। কেননা সেখানে সম্মান শুধু ফেরেশতাদের দ্বারা দেখানো হইয়াছে আর এখানে সম্মান প্রদর্শনে স্বয়ং আল্লাহ পাকও শরীক আছেন।

عقل دور اندیش مريد اندك تشریف چندی

هذه دینی پرور ندید و هیچ یغمبر نیافت

হুদদশী বিবেক বুদ্ধির নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, এতবড় মর্যাদার অধিকারী অস্ত কোন ধর্ম প্রচারক বা পয়গাম্বর লাভ করেন নাই।

يُصَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُ جَلْ جَلَالًا - هٰذَا بَدَا لِلْعَالَمِيْنَ كَمَا لَا

“স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রিয় নবীর (ছঃ)-এর উপর রহমত প্রেরণ করেন ইহাতেই সারা বিশ্ববাসীর নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।”

ওলামাগণ লিখিয়াছেন আয়াত শরীফে হজুর (ছঃ) এর নাম উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ কোরানে পাকের মধ্যে অন্যান্য আশ্বিয়ায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতেও প্রিয় নবীর বিশেষ মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে। এমন কি একই আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত

হজুর পাকের আলোচনা 'নবী' শব্দ দ্বারাই করা হইয়াছে। যেমন—

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاَبْرَاهِيْمَ لَدَدَيْنِ اَتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ

তবে যে সমস্ত আয়াতে হজুরের নাম লওয়া হইয়াছে সেখানে বিশেষ হেকমতের কারণেই লওয়া হইয়াছে।

এখানে আর একটি বিষয় জানিয়া রাখা বিশেষ জরুরী। উহা এই যে আনোচ্য আয়াতে 'ছালাত' শব্দ আল্লাহ, ফেরেশতা এবং মোমেন সকলের দিকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। এখানে ভিন্ন ভিন্ন উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক রহমত এবং মেহেরবানীর দ্বারা হজুরের সম্মান এবং প্রশংসা করেন। আবার এই মেহেরবানীও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন পিতার মেহেরবানী পুত্রের জন্য পুত্রের মেহেরবানী পিতার জন্য, ভাইয়ের মেহেরবানী ভাইয়ের জন্য এই সব মেহেরবানীর মধ্যে স্তর হিসাবে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। এই ভাবে আল্লাহ পাকের মেহেরবানী ও ফেরেশতাদের মেহেরবানীর মধ্যে আপন আপন শান অনুসারে পার্থক্য রহিয়াছে। ইমাম বোখারী বর্ণনা করেন আল্লার দরুদ পড়ার অর্থ হইল, ফেরেশতাদের সামনে হজুরের প্রশংসা করা। ফেরেশতাদের দরুদ পড়ার অর্থ হইল হজুরের জন্ত দোয়া করা। এবনে আব্বাছের রেওয়ায়েত মোতাবেক অর্থ হইল বরকতের জন্য দোয়া করা। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে এই আয়াত নাজেল হওয়ার পর ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাছূলল্লাহ! ছালামের তরীকাত আমরা আত্যাহিয়াতুর মধ্যে এইভাবে জানিয়াছি যে, 'আচ্ছালামু আলাইকা আইউহান্নাবিউ অরাহমাতুল্লাহে অ-বারাকা-তুহ' এবার আমাদিগকে 'ছালাত' অর্থাৎ দরুদ পড়ার তরীকাও শিক্ষা দিন। প্রিয়নবী এরশাদ করেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ

আলোচ্য আয়াত শরীফে আল্লাহ পাক মোমেনদিগকে দরুদ পড়িতে নির্দেশ দিয়াছেন, আর হজুর (হঃ) উহার তরীকা এইভাবে শিক্ষা দিয়াছেন: তোমাদের পাঠানো এইভাবে যে তোমরা আল্লার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি যেন বেশী বেশী রহমত অনন্তকালের জন্ত নবীর উপর পাঠাইতে

থাকেন। কারণ তাঁহার রহমত সীমাহীন। ইহাও আল্লাহ পাকের রহমত যে আমাদের দরখাস্তের পর তিনি যে হজুরে পাকের উপর বেশী বেশী রহমত নাজেল করিবেন। উহাকে আমাদের মত দুর্বল এবং দীনহীনদের তরফ হইতে উক্ত হাদিয়া পেশ হইতেছে বলিয়া স্বীকার করেন। যেমন নাকি আমরাই রহমত পাঠাইতেছি, অথচ যে কোন অবস্থায় একমাত্র রহমত পাঠাইবার যোগ্যতা তাঁহারই। বান্দার কি ক্ষমতা আছে যে হজুরের মর্যাদা অনুসারে তাঁহার উপর রহমতের হাদিয়া পেশ করিবে।

হজরত শাহ আব্দুল কাদের লিখিতেছেন যে, আল্লাহর নিকট হজুরের জন্য ও তাঁহার পরিবার পরিজনদের জন্য দোয়া করিলে নিঃসন্দেহে উহা কবুল হয়। হজুরের মর্যাদানুসারে তাঁহার উপর রহমত অবতীর্ণ হয়। একবার দরুদ পড়িলে পড়নেওয়ালার উপর দশটি রহমত নাজেল হয়। অতএব যার যত ইচ্ছা হাছেল করিতে পারে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ পাক আমাদিগকে দরুদ পড়িতে বলেন আর আমরা উহার উত্তরে এইরূপ বলিয়া থাকি যে 'আল্লাহুমা ছাল্লে আলা মোহাম্মদ' হে খোদা! আপনিই নবীজীর উপর ছালাত অর্থাৎ রহমত প্রেরণ করুন। এখানে ব্যাপারটা কেমন হইল, যাহা করিতে আমাদিগকে আদেশ করা হইল উলটা আমরা উহা স্বয়ং আল্লাহকেই করিতে দরখাস্ত করিলাম। তার উত্তর হই প্রকার দেওয়া চলে। প্রথমতঃ হজুর আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর আল্লামা ছাখাবী 'কওলে' বদীয়ে' এবং আমীর মোস্তফা তুর কামানী তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ দিয়াছেন যে, হজুরে পাক হইলেন পাক, পুত-পবিত্র, আমরা হইলাম পাপে-তাপে পরিপূর্ণ। সুতরাং যাহারা আপাদমস্তক দোষ-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ তাহারা কিভাবে হজুরের সেই মহান দরবারে হাদিয়া পেশ করিতে পারে? কাজেই আমরা দরখাস্ত করিয়া থাকি যে হে পরওয়ারদেগার হজুরের শান মোতাবেক আপনিই তাঁহার উপর রহমত বর্ষণ করুন। আল্লামা নিশাপুরীও তাঁহার লাতায়েফে হেকাম গ্রন্থে এইভাবে উত্তর দিয়াছেন। তাছাড়া আমরা হজুরের শান সম্পর্কে অজ্ঞ। কাজেই যিনি শান সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকুফহাল একমাত্র তিনিই শান মোতাবেক ছালাত ও ছালাম পাঠাইতে পারেন। উহার দৃষ্টান্ত; যেমন আল্লাহ পাকের শানে হজুর এরশাদ ফরমাইতেছেন—

لَا أُحْمِي ثَنَاءَ مَلِكِكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَوْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

অর্থঃ : ‘হে খোদা! আপনার যথাযোগ্য প্রশংসা করিতে আমি অক্ষম। আপনি ঠিক সেই রকম, যেই রকম স্বীয় প্রশংসা আপনি করিয়াছেন।’

আল্লামা ছাখাবী বলেন, কাজেই হজুরের শিক্ষা মোতাবেক আমাদেরকে দরুদ পড়িতে হইবে এবং গুরুত্বসহকারে সেই দরুদ পড়াকে অব্যাহত রাখিতে হইবে। কেননা বেশী বেশী দরুদ পড়ার বেশী মহব্বতে পরিচয়। প্রবাদ আছে—

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَمِنْ ذِكْرِهِ

‘যে কোন বস্তুকে ভালবাসে সে বারে বারে তাহাকে স্মরণ করিয়া থাকে।’

ইমাম জয়নুল আবেদীন হইতে বর্ণিত আছে হজুরের উপর বেশী বেশী করিয়া দরুদ পড়া আহলে সুন্নত অল জমাত হওয়ার পরিচয়। অর্থাৎ সে ছুরী বলিয়া পরিচিত। শরহে মাওয়াহেবে আল্লামা জরকানী লিখিতেছেন, দরুদ শরীফের উদ্দেশ্য হইল আল্লাহতায়ালার হুকুম পালন করিয়া তাঁহার নৈবট্য লাভ করা। এবং প্রিয় নবীর হকের সামান্যতম অংশ আদায় করা।

হাফেজ এজ্জদিন এব্নে আবদুহু ছালাম বলেন, আমাদের দরুদ হজুরের জন্য সুপারিশ নয়। কেননা আমাদের মত পাপীরা হজুরের জ্ঞা কি সুপারিশ করিতে পারি? এবং কথা হইল এই যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হজুরের দান ও এহ্‌ছানের বদলা দিতে নির্দেশ দিয়াছেন। যেহেতু হজুরের চেয়ে বড় দাতা আর কেউ নাই। আর আমরা সেই দাতার এহ্‌ছানের বদলা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। মেহেরবান আল্লাহতায়াল। আমাদের এই অক্ষমতাকে দেখিয়াই নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহার উপর দরুদ পাঠ কর। ওদিকে আমরা এই কাজেও অক্ষম, কাজেই মাওলায়ে করীমের দরবারে দরখাস্ত করিতেছি যে, হে খোদা! আমার প্রিয় নবীর শান মোতাবেক আপনিই বদলা দিয়া দিন।

আলোচ্য আয়াতে যেহেতু দরুদ পড়ার হুকুম করা হইয়াছে, তাই

ওলামাগণ দরুদ পড়াকে ওয়াজেব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ পরিচ্ছেদে আদিতোছে।

ইমাম রাজী তাফহীয়ে কবীরে লিখিয়াছেন, এখানে একটি প্রশ্ন জাগে তাহা এই যে, যখন আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ হজুরের উপর দরুদ পাঠ করেন তখন আমাদের দরুদ পড়ার কি প্রয়োজন? উহার উত্তর এই যে আমাদের দরুদ হজুরের প্রয়োজনে নয়। যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ পাকের দরুদের পর ফেরেশতাদের দরুদেরও প্রয়োজন ছিল না। বরং আমাদের দরুদ হজুরের আজমত এবং বুজুর্গী প্রকাশের জন্য। যেমন আল্লাহ পাক তাঁহার পবিত্র জিকির করার জন্য বান্দাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন অথচ আমাদের জিকির করার তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই।

হাফেজ এব্নে হাজার বলেন, এখানে আর একটি প্রশ্ন এই জাগে যে আয়াতে পাকে আল্লাহতায়াল। এবং ফেরেশতাগণ ছালাত পাঠ করেন বলা হইয়াছে ছালাম নয়। তার উত্তর আমি ইহা দিতেছি যে সম্ভবতঃ এইজন্য যে, ছালামের দুই অর্থ হইতে পারে দোয়া এবং তাবেদারী করা। আর আল্লাহ এং ফেরেশতাদের ব্যাপারে তাঁহারা হজুরের তাবেদারী করেন এই কথা ঠিক হয় না। পক্ষান্তরে মোমেনদিগকে বলা হইয়াছে যে তোমরা দরুদ পড় এবং হজুরের তাবেদারী কর।

আল্লামা ছাখাবী এখানে একটি উপদেশ পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আহমদ ইয়ামনী হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন ছনআ শহরে দেখিতে পাইলাম একটি লোকের চতুর্দিকে লোকজনের খুব ভিড় পড়িয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা কি আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, এই লোকটা খুব সুন্দর আওয়াজে কোরান শরীফ পড়িতেছিল। সে যখন এই আয়াত শরীফে পৌছিল তখন **يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ** এর পরিবর্তে **يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ** পড়িল। যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ হজুরত আলীর উপর দরুদ পাঠ করেন। যিনি নবী। (সম্ভবতঃ লোকটা রাফেজী সম্প্রদায়ের ছিল) ইহা পড়া মাত্রই লোকটা বোবা হইয়া যায় এবং শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। তত্পরি অন্ধ ও অবশ হইয়া যায়। আল্লাহ ও রাহুলের শানে বৈ-আদী করার ইহাই হইল পরিণতি। আল্লাহ পাক সকলকে হেফাজত করুন।

قُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى مَہَادِہِ الَّذِیْنِ اَصْطَفٰی

“আপনি বলিয়া দিন যে, একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং আল্লাহ পাকের নির্বাচিত পছন্দনীয় ব্যক্তিদের উপর ছালাম।”

ওলামাগণ লিখিয়াছেন, এই আয়াত শরীফ সামনে বর্ণিত বিষয় বস্তুর ভূমিকা স্বরূপ। এখানে হুজুরে আকরাম (ছঃ)-কে আল্লাহর প্রশংসা এবং তাহার নির্বাচিত বান্দাদের উপর ছালাম প্রেরণ করার হুকুম করা হইয়াছে। তাফহীরে এবনে কাহীয়ে লিখিত আছে নির্বাচিত বান্দা অর্থ আশিয়ায়ে কেরাম। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ مَا يَمْلُؤُونَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ -

ইমাম ছওরী এবং ছুন্দী বর্ণনা করেন যে আয়াতের দ্বারা ছাহাবায়ে কেরামকে বুঝান হইয়াছে। অবশ্য উভয় রেওয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই কেননা পছন্দীদা বান্দা দ্বারা যদি ছাহাবাকে বুঝান হয় তবে আরও পছন্দীদা আশিয়ায়ে কেরামগণ অনায়াসেই উহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন।

(৩) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّی عَلٰی صَلَوَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَشْرًا - (مسلم وابوداؤد)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশবার রহমত পাঠাইয়া থাকেন।

ফায়েদা : আল্লাহ পাকের তরফ হইতে সমস্ত দুনিয়ার জন্য একটি মাত্র রহমতই যথেষ্ট। প্রথম এখানে দশটি রহমত পাঠান হইতেছে। দরুদ শরীফ পড়ার ফজীলত ইহার উপর আর কি হইতে পারে যে স্বয়ং আল্লাহ তরফ হইতে দশটি রহমত অবতীর্ণ হয়। কতবড় সৌভাগ্যবান ঐসব বুজুর্গানে দ্বীন যাহারা দৈনিক সোয়া লক্ষ বার দরুদ শরীফ পড়িয়া থাকেন। আমার বংশের কোন কোন বুজুর্গেরও এইরূপ আমল ছিল বলিয়া আমি

বুনিয়াছি।

আল্লামা ছাথাবী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে পাক (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যেই ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশবার দরুদ পাঠ করেন। আবছল্লাহ এবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রহিয়াছে ফেরেশতাগণও তাহার উপর দশবার দরুদ পড়িয়া থাকেন। আল্লামা ছাথাবী অন্য জায়গায় লিখিতেছেন যে, আল্লাহ পাক যেমন নাকি কালেমায়ে শাহাদাতের মধ্যে আপন পবিত্র নামের সহিত হুজুরের পাক নামকেও শামিল করিয়াছেন এবং নিজের তাবেদারীকে হুজুরের তাবেদারী বলিয়া এবং হুজুরের মহব্বতকে নিজের মহব্বত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন ঠিক তদ্রূপ হুজুরের উপর দরুদ পড়াকে নিজের দরুদের সহিত শরীফ করিয়াছেন। সুতরাং যেমন নাকি বলিয়াছেন “তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব” ঠিক তেমনি বলিয়াছেন, যে আমার নবীর উপর একবার দরুদ পড়িবে আমি তাহার উপর দশবার দরুদ পড়িব।

তারগীর গ্রন্থে আবছল্লাহ বিন আমর হইতে বর্ণিত আছে যেই ব্যক্তি হুজুরের উপর একবার দরুদ পড়িবে আল্লাহ তায়ালা ও তাহার ফেরেশতাগণ সেই ব্যক্তির উপর সত্তর বার দরুদ অর্থাৎ রহমত পাঠাইতে থাকেন।

এখানে একটি কথা বুঝিয়া লইবার বিষয় এই যে, যেখানে কোন আমলের ব্যাপারে ছওয়াব কম বেশী হওয়ার কথা উল্লেখ রহিয়াছে যেমন এখানে এক হাদীছে দশবার ও অন্য হাদীছে সত্তর বারের উল্লেখ রহিয়াছে, ওলামাগণ এই সমস্যার সমাধান এইভাবে করিয়াছেন যে এই উম্মতের উপর আল্লাহ পাকের এইছান ধাপে ধাপে তরক্কী করিবে। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় দশবার রহমতের ওয়াদা ছিল পরে বৃদ্ধিত হইয়া উহা একশত রহমতে পৌছিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন এইরূপ পার্থক্য ব্যক্তি, স্থান ও কাল বিশেষে হইয়া থাকে, মোল্লা আলী কারী বলেন সত্তর রহমত ওয়াদা হাদীছ সম্ভবতঃ জুমার দিনের বিষয় বলা হইয়াছে। কারণ একটি হাদীছে আসিয়াছে, জুমার দিনে যে কোন নেকীর মাত্রা সত্তরগুণ বাড়িয়া যায়।

(৪) وَعَنْ اَنَسٍ رَضِیَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذُكِرَتْ مِنْهُ فَالْیَمْلُ
عَلٰی وَمِنْ صَلَّی عَلٰی مَرَّةٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ مَشْرًا وَذِی رَوَاۓ

مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَواتِ وَاحِدَةٍ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِائَةَ مِائَةِ مِائَةٍ وَحَقَّ
عَذَابُهُ مِائَةَ مِائَةٍ وَرَفَعَهُ بِهَا مِائَةَ رَجَاتٍ - (احمد والنسائي)

হজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যাহার সামনে আমার আলোচনা হইবে সে যেন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে। যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশটি রহমত পাঠাইবেন। এবং দশটি গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তাহার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন। তারগীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে একবার দরুদ পড়া দশটি গোলাম আজাদের সমতুল্য।

তিবরানী শরীফে একটি হাদীছ আছে, হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশটি রহমত পাঠান, আর যে আমার উপর দশবার দরুদ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার উপর একশত রহমত প্রেরণ করেন। আর যে আমার উপর একশত বার দরুদ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার কপালে লিখিয়া দিবেন “বারা-আতুম মিনান্নেফাকে অ-বারা-আতুম মিনান্নারে।” অর্থাৎ এই ব্যক্তি মোনাফেকী হইতেও মুক্ত জাহান্নাম হইতেও আজাদ এবং কেয়ামতের দিন শহীদানের সহিত তাহার হাশর হইবে। হজরত আবু হোরাযরার রেওয়ায়েতে ইহাও বর্ণিত আছে, যে আমার উপর একশত বার দরুদ পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর এক হাজার বার রহমত পাঠাইবেন এবং যে আবেগ ও মহব্বতের সহিত আরও বেশী বেশী পড়িবে কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সাক্ষী হইব ও সুপারিশ করিব।

হজরত আবদুর রহমান এবনে আউফ বলেন আমরা চার পাঁচজন লোকের মধ্যে কেহ না কেহ হজুরের সাথে সব সময় এই জন্ত থাকিতাম যে হজুরের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা যেন উহা সঙ্গে সঙ্গে পূরা করিতে পারি। একদা হজুর একটি বাগানে তাশরীফ নিয়া যান। আমিও হজুরের পিছনে পিছনে গিয়া হাজির হইলাম, হজুর সেখানে গিয়া নামাজে দাঁড়াইলেন এবং এত লম্বা ছেজদা করিলেন যে হজুরের রুহ মোবারক উড়িয়া গেল নাকি এই সন্দেহে আমি প্রিয় নবীজীর নিকট গিয়া কাদিতে

লাগিলাম। হজুর ছেজদা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আবদুর রহমান তুমি কেন কাদিতেছ? আমি আমার সন্দেহের কথা বর্ণনা করিলাম। হজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন, আল্লাহ পাক আমার উম্মতের বিষয় আমার উপর পুরস্কার দান করিয়াছেন তাহার শোকের আমি এতবড় ছেজদা করিয়াছি। পুরস্কার হইল এই যে আল্লাহ পাক বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার আমল নামায় দশটি নেকী লিখিয়া দিবেন এবং দশটি গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। অতঃপর রেওয়ায়েতে আছে হজুর (ছঃ) বলেন, আবদুর রহমান তুমি কি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে না? যে আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন, যে আপনার উপর দরুদ পড়িবে আমি তাহার উপর দরুদ পড়িব আর যে আপনার উপর ছালাম পাঠাইবে আমি তাহার উপর ছালাম পাঠাইব। (তারগীব)

হজরত আবু তালহা আনছারী (রঃ) বলেন, একদিন হজুর (ছঃ)-কে খুব বেশী হাসিখুশী অবস্থায় তাশরীফ আনিলেন এমন কি সন্তুষ্টির তুরানী চমকে হজুরের চেহারা মোবারক জ্বলমল করিতেছিল, ছাহাবারা আরজ করিলেন হজুরের চেহারায় আজকের মত এতবেশী আনন্দের লক্ষণ অতঃপর কোন সময় আমরা দেখিতে পাই নাই। হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তোমরা ঠিকই বলিয়াছ, আমার নিকট আমার প্রভুর তরফ হইতে পয়গাম আসিয়াছে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি তোমার উম্মতের মধ্যে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশবার দরুদ পাঠাইবেন এবং তাহার দশটি গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তাহার জন্ত দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে তাহার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দিবেন, লোকটি যাহা বলিবে ফেরেশতাও তাহাই বলিবে। হজুর বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, জিব্রীল! সে কেমন ফেরেশতা? জিব্রীল বলিল আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দিবেন যে কেয়ামত পর্যন্ত তাহার জন্য এই বলিয়া দোয়া করিতে থাকিবে যে—

وَأَنْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

আল্লামা ছাখাবী এখানে একটা প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন উহা এই যে কোরান পাকে বর্ণিত আছে—

مَنْ جَاءَ بِأَلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرًا مِثْلًا لَهَا

“যে একটি নেকী করিবে উহার বদলে সে দশটি নেকী পাইবে” দরুদ শরীফের বেলায়ও ঐরূপ হইলে উহার বিশেষত্ব কি রহিল? প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লামা ছাখাবী এইভাবে দিতেছেন যে প্রথমতঃ দশবার আল্লাহ পাকের দরুদ পড়া সাধারণ দশগুণ ছওয়ারাবের চেয়ে অনেক বেশী। তদুপরি দশটা মর্যাদা বৃদ্ধি এবং দশটা গোনাহ মাফ হওয়া এবং দশজন গোলাম আজাদ করার ছওয়ারাব পাওয়া ইত্যাদি অতিরিক্ত দান স্বরূপ।

জাহুছ ছাখাবীদ এহে হজরত খানবী (রঃ) ফরমাইরাহেন, যেই ভাবে একবার দরুদ পড়িলে দশটি রহস্যত পাওয়া যায় তদ্রূপ কোরানে পাকের ইশারায় বুঝা যায়, একবার হুজুরের সহিত বেআদবী করিলে ‘নাউজ্ব বিলাহ’ তার উপর আল্লাহর তরফ হইতে দশটি লা’নত অবতীর্ণ হয়। যেমন কুখ্যাত অলীদ এবনে মুগীরার ব্যাপারে আল্লাহ পাক ঠাট্টা করিয়া দশটি জ্বর্গাম সূচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এরশাদ হইতেছে—

وَلَا تُطْعَمُ كُلُّ حَلَاَفٍ مِهْنِيْنِ هَمَّا زِمَّشَاءَ بِنَمِيْمٍ مَّتَاعٍ لِلْخُفْرِ
مُعْتَدٍ آثِهِمْ مُتَلِّ بَعْدَ ذَاكَ زَنِيْمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنٍ
إِذَا تَتَلَّى مَلِيْةً اِيْتْنَا قَالَ أَسَا طِيْرًا وَلِيْنِ

“আপনি এমন লোকের কথা মানিবেন না, যে কথায় কথায় কছম করে। মর্যাদাহীন গালিগালাজ করিতে অভ্যস্ত, চোগলখোর, নেক কাজে বাধা প্রদানকারী সীমা-লংঘনকারী, বদ মেজাজ, তদুপরি হারামজাদাও বটে। এইজন্য যে তাঁর ধন-সম্পদ এবং সম্মান-সম্মতি রহিয়াছে, যখন তাহার সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পড়া যায় তখন সে বলে এইসব ত প্রমাণ বিহীন পুরান জমানার কাহিনী ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

(০) مَنْ أَبِي مُسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ

مَلَى صَلَوةً - (ترمذى)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, নিশ্চয় কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি হইবে যে আমার উপর সবচেয়ে বেশী দরুদ পড়িত।

হযরত আনাছের রেওয়াযেতে আছে কেয়ামতের দিন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি হইবে যে আমার উপর বেশী করিয়া দরুদ পড়িত। অতএব হুজুর বলেন আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরুদ শরীফ পড় কেননা কবরে সর্বপ্রথম আমার বিষয় প্রশ্ন করা হইবে। আর একটি হাদীছ আছে আমার উপর অধিক পরিমাণ দরুদ পড়া কেয়ামতের দিন পুলহেরাভের অঙ্গকারে নূর স্বরূপ। এবং যে মিজানের পাল্লায় আপন আমল নামাকে ভারী করিতে চায় সে যেন আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরুদ পড়ে। হযরত আনাছের হাদীছে বর্ণিত কেয়ামতের ভয়ঙ্কর মহিবাতে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী নাজাতওয়ালা হইবে যে দুনিয়াতে আমার উপর অধিক পরিমাণ দরুদ পড়িত। হুজুর আরও বলেন যে আমার উপর অধিক পরিমাণ দরুদ পড়িলে সে আরশের নীচে ছায়া লাভ করিবে। আল্লামা ছাখাবী হাদীছ বর্ণনা করেন, যেই দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া হইবে না সেই দিন তিন ব্যক্তি আরশের ছায়া তলে আশ্রয় লাভ করিবে।

(১) যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদকে হটাইয়া দিবে।

(২) যে আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরুদ পড়িবে।

(৩) যে আমার ছন্নতকে জিন্দা করিবে।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে আপন মজলিছ সমূহকে দরুদ দ্বারা সজ্জিত রাখ কেননা আমার উপর দরুদ পড়া তোমাদের জন্য কেয়ামতের দিন নূর স্বরূপ হইবে। আল্লামা ছাখাবী কুণ্ডাতুল কুলুব এহের বরাত দিয়া বর্ণনা করিতেছেন যে, অধিক পড়ার নিয়ন্তর হইল কমপক্ষে তিনশত বার পড়া। হজরত গঙ্গুহী (রঃ) মুরীদানদিগকে তিনশত বার করিয়া পড়িবার নির্দেশ দিতেন।

আল্লামা ছাখাবী, এবনে হাক্কান, খতীবে বাগদাদী, আবু ওবায়দা প্রমুখ (রঃ) লিখিতেছেন হুজুরের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী কেয়ামতের দিন মোহাম্মদছানেকে কেয়াম হইবেন। কেননা তাহারা হাদীছ লিখিবার সময়,

পড়াইবার সময় যখনই হজুরের নাম মোবারক আসে তখনই তাঁহাদের দরুদ শরীফ বেশী বেশী পড়িবার বা লিখিবার সুযোগ আসে। এখানে মোহাদ্দেছীন দ্বারা শুধু যে হাদীছ শাস্ত্রের ইমামগণকে বুঝায় তা নয় বরং যাহারা হাদীছের কিতাব আরবী উছ' যে কোন ভাষায় পড়ে বা পড়ায় সকলকেই বুঝায়।

ইমাম তিবরানী জাহুছ ছারীদ এশ্বে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। যেই ব্যক্তি কোন কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখিয়া থাকে, যতদিন পর্যন্ত ঐ কিতাবে আমার নাম থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাঁহার উপর দরুদ পড়িতে থাকিবে। হজুর আরও বলেন, যে ব্যক্তি সকাল এবং সন্ধ্যায় আমার উপর দশ দশ বার করিয়া দরুদ পাঠ করিবে কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্ত সুপারিশ করিব। ইমাম মোস্তাগফেরী হজুরের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিবে তাহার একশত হাজত পূর্ণ হইয়া যাইবে।

তন্মধ্যে তিরিশটা ছনিয়াতে ও বাকী সব আখেরতে।

(৬) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يَدُلُّونَنِي فَنِ أُمَّتِي السَّلَامَ -
(رواه النسائي)

হজুর আকরাম (ছ:) এরশাদ করেন আল্লাহ পাকের কিছু সংখ্যক ফেরেশতা জমীনের উপর বিচরণ করিতে থাকে। তাহারা আমার উম্মতের তরফ হইতে আমার নিকট ছালাম পৌছাইতে থাকে।

হজুরত আলী (র:) হইতেই এইরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। হজুরত হাছান হজুরের হাদীছ বর্ণনা করেন তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদ পাঠাইতে থাক। নিশ্চয় তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌছিয়া থাকে। আমি তাহার উত্তরে দশটি দরুদ পঠাইয়া থাকি। উহা ব্যতীত তাহার জন্ত দশটি নেকী লেখা হয়।

(৭) عَنْ مِمَّا رَوَاهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَلَّيَ بِقَبْرِى مَلَائِكَةً أَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ
وَلَا يُصَلُّنِي مَلِي أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَبْلَغَنِي بِاسْمِهِ
وَأَسْمِ آبُوهُ هَذَا فَلَنْ يَنْفِيَنَّ قَدْ صَلَّيَ عَلَيْكَ

হজুর পাক (ছ:) এরশাদ করেন আল্লারতায়াল্লা আমার কবরের উপর এমন একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার সমস্ত মাথলুকের কথা শুনিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তিই কেয়ামত পর্যন্ত আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিবে সেই ফেরেশতা তাহার এবং তাহার পিতার নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অমুকের বেটা অমুক আপনার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিয়াছে।

আল্লামা ছাখাবী বলেন হজুর (ছ:) করমাইয়াছেন অতঃপর আল্লাহ পাক প্রত্যেক দরুদের পরিবর্তে তাহার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন। অতঃ হাদীছে আছে হজুর (ছ:) বলেন আমি আমার প্রভুর নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম, যে আমার উপর একবার দরুদ পড়ে তিনি যেন দশবার তাহার উপর দরুদ পড়েন আল্লাহ পাক আমার এই দরখাস্ত কবুল করিয়াছেন। হজুরত আনাছের হাদীছে বর্ণিত আছে যেই ব্যক্তি জুমার দিন অথবা জুমার রাতে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার একশত জরুরত পূরা করিবেন এবং আমার কবরের উপর নিয়োজিত ফেরেশতা আমার নিকট এমনভাবে তাহার দরুদ পৌছায়, যেমন তোমাদের নিকট হাদিয়া পৌছান হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন এই জাগে যে, কোন কোন রেওয়াজে আছে একদল ফেরেশতা ঘুরিয়া বেড়ায় যাহারা দরুদ শরীফ হজুরের দরবারে পৌছাইয়া থাকে। এখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন নিয়োজিত ফেরেশতা হজুর পর্যন্ত দরুদ পৌছাইয়া থাকে। তার উত্তর এই যে উভয়ের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। কেননা যে কবর শরীফে নিযুক্ত রহিয়াছে সে শুধু দরুদ পৌছাইয়া থাকে আর যাহারা বিচরণকারী তাহারা জিকিরে হাল্কা তাল্লাশ করে, কোথাও দরুদ শরীফ পড়া হইলে তাহারাও সেই দরুদের সংবাদ হজুরের দরবারে পৌছায়। যেমন সাধারণভাবে দেখিতে

পাওয়া যায় কোন বড় লোকের খেদমতে কোন খবর পৌছাইতে হইলে সকলেই ইচ্ছা করে যে এই খবরটা যেন আমি পৌছাইতে পারি। এখানে ফজ্রে আসিয়া (ছঃ)-এর খেদমতে যত ফেরেশতাই পৌছায় না কেন উহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

(৮) مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْدَقَهْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَأَيْهَا أُبَلِّغْتُهُ - (مشکوٰۃ)

হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট দাঁড়াইয়া আমার উপর দরুদ পাঠ করে আমি তাহা শুনিয়া থাকি আর যে ব্যক্তি দূর হইতে আমার উপর পড়িয়া থাকে তাহা আমার নিকট পৌছান হয়। (মেশকাত, বয়হকী)

এই হাদীছ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে কবরের কাছে দাঁড়াইয়া হুজুরের উপর ছালাম পাঠ করিলে হুজুর উহা স্বয়ং শুনিয়া থাকেন। আর দূরে থাকিয়া দরুদ ছালাম পাঠ করিলে ফেরেশতার মাধ্যমে তাহা হুজুরের খেদমতে পৌছান হয়। আল্লামা ছাখাবী কওলে বাদী-র মধ্যে ছোলায়মান এখানে ছোহায়েম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি হুজুরে পাক (ছঃ) এর স্বপ্নে জিয়ারত লাভ করি। আমি হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর! বাহারা আপনার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া আপনার উপর ছালাম করিয়া থাকে আপনি কি উহা বুঝিতে পারেন? হুজুর এরশাদ করিলেন হাঁ বুঝিয়া থাকি এবং তাহাদের ছালামের উত্তরও দিয়া থাকি। ইব্রাহীম এবনে শায়বান (রঃ) বলেন আমি হুজুর সম্পাদন করিয়া মদীনায়ে মোনাওয়ারা পৌছি। হুজুরের কবর শরীফে যখন ছালাম পাঠ করি তখন হুজুরা শরীফ হইতে অ-আলাইকাছ ছালাম শব্দ শুনিতে পাই।

মোস্তা আলী কারী বলেন কবরে আত হারের নিকট দরুদ শরীফ পড়া দূর হইতে পড়ার চেয়ে উত্তম। কেননা নিকটে থাকিয়া পড়িলে হুজুরে কণব এবং খুশ খুশু যেইরূপ হাছিল হয় দূরে থাকিয়া পড়িলে সেইরূপ হাছিল হয় না। মাজাহেরে হক ওয়ালা লিখিতেছেন ছালাম দূরে থাকিয়া পড়া হউক বা নিকটে উভয় ছুরতে হুজুর (ছঃ) উত্তর দিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা

প্রতীয়মান হয় যে দরুদ এবং ছালাম পড়নেওয়ালার কতবড় বুজুর্গী। যদি সারাজীবনে একটি মাত্র ছালামের উত্তরও আসিয়া যায় তবুও সৌভাগ্য অথচ অবস্থা এই যে হুজুর প্রতিটি ছালামেরই উত্তর দিয়া থাকেন।

আল্লামা ছাখাবী (রঃ) উল্লেখ করেন কোন বান্দার সৌভাগ্যের জ্ঞাত হইয়া যথেষ্ট যে হুজুরের দরবারে তাহার নাম সুনামের সহিত আসিয়া যায়। সেই প্রসঙ্গে এই বস্তুটি বলা হইয়াছে।

ومن غطرت منه بهالك خطر

حقيق بان يسموا ان يتقدما

আপনার অন্তরে যেই ভাগ্যবানের খেয়ালই আসিয়া যায় সে যত্নে গর্বই করুক না কেন তাহার জ্ঞাত শোভা পায়। কবি বলেন

ذكر ميراج سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

এই রেওয়ায়েত অনুসারে হুজুরে পাক (ছঃ)-এর স্বয়ং শ্রবণ করার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন আসিতে পারে না কেননা আশিয়ায়ে কেরামগণ কবরের মধ্যে জীবিত আছেন। কওলে বাদীর মধ্যে আল্লামা ছাখাবী উল্লেখ করেন আমরা এই কথার ওপর দমান রাখি এবং বিশ্বাস করি যে হুজুরে পাক (ছঃ) কবর শরীফে জীবিত আছেন এবং তাহার শরীর মোবারককে মাটি কিছুতেই বাহিতে পারে না। এই ব্যাপারে ভল্যামগণ সম্পূর্ণ একমত। আশিয়ায়ে কেরাম যে জীবিত আছেন ইমাম বয়হকী এই বিষয়ে একটি কিতাবও লিখিয়াছেন। হজরত আনাছের হাদীছ—

أَلَا نَبِيَّاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُمَلُّونَ

অর্থাৎ নবীগণ আপন আপন কবরে জীবিত আছেন এবং নামাজ পড়েন। মোহলেম শরীফে হজরত আনাছ হইতে বর্ণিত আছে। হুজুর বলেন শবেমেরাজে আমি হজরত মুছার নিকট দিয়া গমন করি। তিনি আপন কবরে নামাজ পড়িতেছেন দেখিয়াছি। অস্ত্র আছে আমি নিজেকে আশিয়াদের একটি জনাতের মধ্যে দেখিয়াছি। সেখানে হজরত ইছা এবং হজরত ইব্রাহীমকে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি।

হুজুর (ছঃ)-এর এতৎকালের পর হজরত হিন্দীকে আকবর হুজুরের লাল মোবারকের নিকট হাজির হইয়া চেহারা মোবারক হইতে চাদর সরাইয়া বলেন আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক হে আল্লাহ নবী!

আপনার উপর দুইটি মৃত্যু একত্রিত হইবে না। আপনার জন্ম নিরুপরি-
প্রথম মৃত্যু আপনি লাভ করিয়াছেন। (বোখারী)

আল্লামা ছুয়ুতী (রঃ) হাযাতে আশ্বিয়ার উপর একটি পুস্তিকা লিখিয়া-
ছেন। আল্লামা ছাখাবী বর্ণনা করিয়াছেন মদীনায়ে পাকের ঘর বাড়ী ও
বৃক্ষসমূহ দৃষ্টিগোচর হইলে মোস্তাহাব হইল দরুদ শরীফ বেশী বেশী করিয়া
পড়িতে হইবে এবং এসব যতবেশী নিকটবর্তী হইতে থাকিবে দরুদ শরীফও
তত বেশী বেশী পড়িতে থাকিবে। কেননা এসব স্থান অহী এবং কোরানে
করীম অবতীর্ণ হইবার কেন্দ্রভূমি ছিল। এসব পবিত্র স্থানে হজরত জিব্রা-
ঈল এবং মিকাদেল বারংবার আসা যাওয়া করিতেন। সেখানের মাটিতে
হজুর শোয়া আছেন বীন এবং হুজুরের সম্মান ও পান হইতেই প্রমাণিত
হয়। সেখানে পৌছিয়া অন্তরে এমন ভয়ভীতি ও আজমত পয়দা করিবে
যেমন হজুরকে স্বয়ং দেখিতেছে কেননা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে হজুর
(ছঃ) ছালাম শুনিয়া থাকেন। আপোসে ঝগড়া বিবাদ আজ্ঞেবাজে কথাবার্তা
বন্ধ করিয়া কেবলার দিক হইতে কবর শরীফে হাজির হইবে এবং চার হাত
দূরে দাঁড়াইয়া নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মেহায়েত খুশ খুজু ও আদবের
সহিত এইভাবে ছালাম পাঠ করিবে -

اَللّٰمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَللّٰمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ
اَللّٰمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللّٰهِ اَللّٰمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ
اَللّٰمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ اَللّٰمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ
اَللّٰمُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ اَللّٰمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ
اَلْعَالَمِيْنَ اَللّٰمُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْاُمَمِ الْمُحِبِّلِيْنَ اَللّٰمُ
عَلَيْكَ يَا بَشِيْرَ اَللّٰمُ عَلَيْكَ يَا نَذِيْرَ اَللّٰمُ عَلَيْكَ وَعَلَى
اَهْلِ بَيْتِكَ الطّاهِرِيْنَ اَللّٰمُ عَلَيْكَ وَعَلَى اَزْوَاجِكَ

الطّاهراتِ اُمّهاتِ اَلمُرْسَلِيْنَ اَللّٰمُ عَلَيْكَ وَعَلَى اَصْحَابِكَ
اَجْمَعِيْنَ اَللّٰمُ عَلَيْكَ وَعَلَى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ
وَسَائِرِ مَهَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ جَزَاكَ اللّٰهُ عَمَّا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
اَفْضَلُ مَا جَزَا نَبِيًّا مِنْ قَوْمِهِ وَرَسُوْلًا مِنْ اُمَّتِهِ وَصَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الدّٰكِرُوْنَ وَكُلَّمَا فَعَلَ مِنْ ذِكْرِكَ الْغٰفِلُوْنَ
وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَصَلَّى عَلَيْكَ فِي الْاٰخِرِيْنَ
اَفْضَلُ وَاَكْمَلُ وَاَطْيَبُ مَا صَلَّى عَلَى اَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ
كَمَا اسْتَفْقَضْنَا بِكَ مِنَ الْاَفْلاَكِ وَبَصَرُنَا بِكَ مِنَ الْعَمَى
وَالْجَهَالَةِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ مَهْدِيٌّ
وَرَسُوْلُهُ وَاَمِيْنُهُ وَخَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ
الرِّسَالَهَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَمِصْتَ الْاُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي اللّٰهِ
حَقَّ جِهَادِهِ -

اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ نَهَايَةُ مَا يَنْهٰنِيْ اَنْ يَّا مَلِكُ اَلَا مَلِكُوْنَ

অর্থ : হে আল্লাহ্‌র রাছুল ! আপনার উপর ছালাম।
হে আল্লাহ্‌র নবী ! আপনার উপর ছালাম।
হে আল্লাহ্‌র পেয়ারা ! আপনার উপর ছালাম।
হে আল্লাহ্‌র হাবীব ! আপনার উপর ছালাম।
হে নবীদের সদর ! আপনার উপর ছালাম।

হে শেষ পরগাম্বর! আপনার উপর ছালাম।
হে বিশ্ব প্রতিপালকের রাছুল! আপনার উপর ছালাম।
হে সুসংবাদ দাতা! আপনার উপর ছালাম।
হে ভয় প্রদর্শক! আপনার উপর ছালাম।

হে নবী! আপনার প্রতি ও আপনার পুত্র-পবিত্র পরিবার পরিজনদের প্রতি ছালাম। আপনার প্রতি ও আপনার বিবি ছাহেবান তথা সমস্ত মোমেনদের আশ্রয়দানের প্রতি ছালাম। আপনার প্রতি এবং আপনার ছাহাবাদের প্রতি ছালাম। আপনার প্রতি এবং সমস্ত আশ্রিয়ায়ে কেরাম ও আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দাদের প্রতি ছালাম।

হে আল্লাহর রাছুল! আল্লাহ পাক কোন নবীকে তাঁর কওমের তরফ হইতে এবং কোন রাছুলকে তাঁর উম্মতের তরফ হইতে যতটুকু বখশিশ ও দান করিয়া থাকেন তার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম প্রতিদান আমাদের তরফ হইতে আপনাকে দান করণ। আপনার উপর আল্লাহর রহমত তখনই বর্ষিত হউক যখনই কোন লোক আপনাকে স্মরণ করে বা কোন লোক আপনাকে ভুলিয়া যায়। আল্লাহ পাক আপনার প্রতি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী লোকদের মধ্যে রহমত প্রেরণ করণ। এই সমস্ত রহমত হইতে উত্তম যাহা কোন মাখলুকের প্রতি আল্লাহ পাক বর্ষণ করিয়াছেন। আল্লাহ পাক আপনার বরকতে আমাদিগকে গোমরাহী হইতে নাজাত দান করিয়াছেন। এবং আপনার দরুণ আমাদিগকে অন্ধত্ব হইতে চক্ষু দান করিয়াছেন। তাই আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই এবং এই কথারও সাক্ষ্য দিতেছি যে আপনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁহার রাছুল ও আমানতদার। এবং সমগ্র মাখলুকের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠতর পছন্দনীয় মাহবুব। এবং এই কথারও সাক্ষ্য দিতেছি যে আপনি আল্লাহ পাকের পরগাম পৌছাইয়া দিয়াছেন। এবং আমানত আদায় করিয়া দিয়াছেন আর উম্মতের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। এবং আল্লাহর ব্যাপারে চেষ্টার যথাসম্মত আদায় করিয়া দিয়াছেন। হে খোদা! কোন ব্যক্তি যতটুকু আশা পোষণ করিতে পারে আপনি হজুরকে তার চেয়ে বেশী দান করিয়া দিন।” (এই পর্য্যন্ত ছালামের বাংলা অনুবাদ শেষ হইল)

তারপর নিজের জন্ত এবং সমস্ত মুছলমানের জন্ত দোয়া করিবে। অতঃপর হজুরত আবু বকর ছিদ্দীক ও হজুরত ওমর ফারুকের উপর ছালাম পাঠ করিবে। তাঁহাদের জন্ত দোয়া করিবে। তাঁহারা হজুরের প্রতি যে

অবর্ণনীয় সাহায্য সহযোগিতা করিয়াছেন সেইজন্ত আল্লাহ পাক যেন তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর প্রতিদান দেন তার জন্য দোয়া করিবে। আল্লামা ছাখাবীর মতে কবর শরীফের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আচ্ছালামু আলাইকা বলা আচ্ছালাতু আলাইকা বলার চেয়ে উত্তম। আল্লামা রাজী বলেন ছালামের চেয়ে দরুদ পড়া উত্তম। আল্লামা ছাখাবী বলেন ছালাম এই জন্য উত্তম যে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যদি কেহ আমার কবরের নিকটে দাঁড়াইয়া ছালাম পাঠ করে তবে আল্লাহ পাক আমার রূহকে আমার উপর কিরাইয়া দেন এমন কি আমি তাহার ছালামের উত্তর দিয়া থাকি। কিন্তু এই অবশ্যের মতে যেহেতু অনেক হাদীছে দরুদ পড়িবারও ফজীলত আসিয়াছে কাজেই প্রত্যেক স্থানে ছালাম শব্দের সহিত ছালাত অর্থাৎ দরুদকে মিলাইয়া পড়াই সবচেয়ে উত্তম। যেমন আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ, আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ! না বলিয়া আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ, আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ এইভাবে শেষ পর্যন্ত ছালামের সহিত ছালাত শব্দ মিলাইয়া পড়া সবচেয়ে উত্তম। এইভাবে পড়িলে আল্লামা রাজী এবং ছাখাবী উভয়ের কথার উপর আমল হইয়া যায়।

আল্লামা ছামেরী হাম্বলী মোস্তাওয়াব গ্রন্থে কবর শরীফে জিয়ারতের আদাব সমূহ লিখিবার পর লিখিতেছেন তারপর কবর শরীফের নিকট আসিয়া কবরের দিকে মুখ করিয়া মিম্বার শরীফকে বাম দিকে রাখিয়া দরুদ ও ছালামের সহিত এই দোয়াও পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قَدَّمْتَ لِيْ كِتَابَكَ لِذِيَّكَ مَلِيْهُ السَّلَامُ وَلَوْ
اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ
اَلرَّسُوْلُ لَوْ جَدُّوْا اللّٰهَ تَوَابًا رَّحِيْمًا - وَاِنِّيْ قَدْ اَتَيْتُ ذِيَّكَ
مُسْتَغْفِرًا فَاسْئَلْكَ اَنْ تُوْجِبَ لِي الْمَغْفِرَةَ كَمَا اَوْجَبْتَهَا
لِمَنْ اَتَاكَ فِيْ حَيَاتِهِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتُوْجِّهُ اِلَيْكَ بِذِيَّكَ صَلَی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ : হে খোদা ! আপনি কোরানে মজীদে আপনার হাবীবে পাককে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন—‘তাহারা যদি নিজের নফছের উপর জুলুম করিয়া আপনার নিকট হাজির হইয়া যাইত এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রাছুলও আল্লাহর দরবারে তাহাদের জন্ত ক্ষমা চাহিতেন তবে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালাকে তওবা কবুলকারী এবং দয়ালু পাইত।’

অতএব আমি আপনার নবীর দরবারে হাজির হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি আপনার নিকট আমি ইহা চাহিতেছি যে আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিবেন যেমন মাফ করিয়া দিতেন ঐ ব্যক্তিকে যে হজুরের জীবিতাবস্থায় তাঁহার খেদমতে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিত। হে খোদা ! আমি তোমার নবীর উজ্জ্বল তোমার দিকে রুজু করিতেছি।

(৫) مَنِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَوَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتَ الرَّبْعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ قُلْتَ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ قُلْتَ الثَّلَاثِينَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ قُلْتَ أَجْعَلْ لَكَ صَلَوَاتِي كُلَّهَا إِذَا تَكْفَى هَمَّكَ وَيَكْفُرُ لَكَ ذَنْبَكَ -

হজরত উবাহ বিন্ কাযাব (রা:) আরজ করিলেন ইয়া রাছুল্লাল্লাহ্ ! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দরুদ শরীফ পড়িতে চাই, তবে আমার দোয়ার সময়ের মধ্যে কতটুকু সময় উহার জন্ত নিৰ্দ্ধারিত করিব ? হজুর এরশাদ করিলেন যতটুকু তোমার অন্তর চায়। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুল্লাল্লাহ্ এক চতুর্থাংশ ? হজুর বলিলেন সেটা তোমার ইচ্ছা তবে উহার

চেয়ে বেশী হইলে ভাল হয়। তখন আমি আরজ করিলাম অর্দ্ধেক সময় নিৰ্দ্ধারিত করিব ? হজুর বলিলেন সেটা তোমার ইচ্ছা তবে তার চেয়ে বেশী হইলে ভাল হয়। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুল্লাল্লাহ্ ! তাহা হইলে আমি আমার পুরা সময়কে আপনার উপর দরুদ পড়ার জন্য নিৰ্দ্ধারিত করিলাম। হজুর এরশাদ করিলেন তবে ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তোমার যাবতীয় চিন্তার অবসান হইয়া যাইবে এবং গুনাহ ও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

ফায়েদা : অর্থাৎ ছাখাবী আরজ করিয়াছিল হজুর ! আমি প্রতিদিন কিছু সময় দোয়া জিকির ফিকিরের জন্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছি ! সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হইতে কতটুকু সময় দরুদ শরীফের জন্য ব্যয় করিব ? আল্লামা ছাখাবী অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে জনৈক ছাখাবী বলেন হজুর আমি যদি আমার আজিকার যাবতীয় সময় শুধু দরুদ শরীফের জন্য ব্যয় করি তবে কেমন হইবে ? হজুর ফরমাইলেন এমতাবস্থায় তোমার দুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় কাজের জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। অতঃ হাদীছে আছে, আল্লাহ পাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার জিকিরের দরুণ দোয়া করিবার সময় পায় নাই আমি তাহাকে প্রার্থনা কারীদের চেয়ে বেশী দান করিয়া দিব।” আল্লামা ছাখাবী বলেন যেহেতু দরুদ শরীফে আল্লাহ জিকির ও হজুরের দরুদ উভয়ের সমষ্টি কাজেই শুধুমাত্র দরুদ পড়িলেই আল্লাহ পাক যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। মাজাহেরে হক এশ্বে বর্ণিত আছে যখন বান্দা আল্লাহ রেজামন্দীকে প্রাধান্য দিয়া নিজের আশা আকাংখাকে জলাঞ্জলী দিয়া শুধু মাহবুবের জিকিরে মশগুল হয় তখন আল্লাহ পাক তাহার যাবতীয় কাজ আশ্রয় করিয়া দেন।

مَنِ كَانَ اللَّهُ كَانَتْ لَهُ

“যে আল্লাহ হইয়া যায় আল্লাহ পাকও তাহার হইয়া যান।”

শায়েখ আবদুল ওহাব মোত্তাকী (র:) যখন শায়েখ আবদুল হক ছাহেবকে মদীনায়ে মোনাওয়ারায় জিয়ারতের জন্য বিদায় দিতেছিলেন, তখন এই অছিয়ত করিয়াছিলেন যে খুব ভাল করিয়া জানিয়া লও যে, এই ছফরে ফরজ আদায়ের পর হজুরে পাক (ছ:)—এর উপর দরুদ পড়ার চেয়ে অতঃ কোন বড় এবাদত আর নাই। কাজেই নিজের সমস্ত সময়টুকু

অন্য কাজে ব্যয় না করিয়া শুধু দরুদ শরীফে ব্যয় করিবে। তিনি আরজ করিলেন উহার জন্য কোন সংখ্যা নির্দ্ধারিত আছে? শায়েখ বলিলেন এখানে সংখ্যার কোন প্রশ্ন নাই এত অধিক পরিমাণ পড়িবে যেন উহা দ্বারা তোমার জিহ্বা ভিজিয়া যায়। এবং উহার রঙে রঙিন হইয়া যায়।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে ইহা দ্বারা বুঝা যায় দরুদ শরীফ যাবতীয় নফল এবাদত হইতে শ্রেষ্ঠ। অথচ বিভিন্ন রেওয়াজেতে অন্যান্য এবাদতকেও আফজল বলা হইয়াছে। যেমন কোথাও বলা হইয়াছে আল-হামতুল্লাহ শ্রেষ্ঠ দোয়া, আবার কোথাও আসিয়াছে এস্তেগফার শ্রেষ্ঠ দোয়া ইত্যাদি। এই প্রশ্নের উত্তর হইল হুজুর (হঃ) অবস্থাভেদে ব্যবস্থা বাতলাইয়াছেন। অর্থাৎ যার মধ্যে যেই জিনিসের স্বল্পতা ছিল অথবা যেই সময় যেই জিনিসের বেশী প্রয়োজন ছিল হুজুর সেই মোতাবেক আদেশ করিয়াছেন।

তারগীব এহে উল্লেখ আছে যখন রাত্রির এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হইত তখন হুজুর (হঃ) দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং এরশাদ করিতেন হে মানুষ! আল্লাহর জিকির কর, হে মানুষ! আল্লাহর জিকির কর, বারংবার বলিতেন। আরও বলিতেন 'রাজেকা' আসিয়াছে 'রাদেকা' আসিতেছে। এই কথা দ্বারা ছুরায়ে নাজেয়াতের কয়েকটি আয়াতের দিকে ইংগিত রহিয়াছে। সেখানে বর্ণিত হইয়াছে "কেয়ামত নিশ্চয় আসিবে যেদিন কম্পন সৃষ্টিকারী সমস্ত বস্তুকে কম্পিত করিয়া দিবে। ইহার অর্থ সিঙ্গার প্রথম ফুক, তারপর পরে আগমনকারী বস্তু আসিয়া পড়িবে। ইহার অর্থ, সিঙ্গার দ্বিতীয় ফুক। বহু অন্তর সেইদিন ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁপিতে থাকিবে। লজ্জায় তাহাদের চক্ষু অবনত হইয়া যাইবে।

(১০) مَنْ أَبِي الدَّرْبَاهِ رَضَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

صَلَّى عَلَى حَيْنٍ يُصْبِحُ مَشْرًا وَحَيْنٍ يُمَسِي عَشْرًا أَنْ رَكْعَةً

شَفَا عَنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

হুজুর (হঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি সকাল-বিকাল দশ দশবার করিয়া আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিবে কেয়ামতের দিন সে আমার

সুপারিশ লাভ করিবে।

হুজুরত হিন্দীকে আকবর হইতেও বর্ণিত আছে যে আমার উপর দরুদ পড়িবে আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব। হুজুরত আবু হোরাযরার বর্ণনায় আছে আমি সুপারিশও করিব সাক্ষীও হইব। অন্য হাদীছে আছে যে এই দরুদ পড়িবে—

তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজেব।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الْمُقَدَّدِ الْمُقَرَّبِ عِنْدَكَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

আবু হোরাযরার বর্ণনায় আছে, যে আমার কবরের নিকট দরুদ পড়ে আমি উহা শুনিয়া থাকি। আর যে দূর হইতে পড়ে আল্লাহ পাক তাহার জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন, যে আমার নিকট উহা পৌছাইয়া থাকেন। এবং তাহার দুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় কাজ সমাধা হইয়া যায়। আমি কেয়ামতের দিন তাহার জন্য সাক্ষী থাকি এবং সুপারিশ করিব। অর্থাৎ কাহারও জন্য হুজুর সাক্ষী হইবেন আবার কাহারও জন্য সুপারিশও করিবেন। যেমন মদীনাবাসীদের জন্য সাক্ষী আর অন্যান্যদের জন্য সুপারিশ বা অনুগতদের জন্য সাক্ষী আর পাপীদের জন্য সুপারিশ করিবেন।

(১১) مِنْ عَائِشَةَ رَضَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

صَلَّى عَلَى مَاءٍ مِنْ مَاءِ مَدْيَنَ عَلَى صَلَاةٍ إِلا مَرَجَ بِهَا مَلَكٌ

حَتَّى يُحْيِيَ بِهَا وَجَةَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ رَبَّنَا

تَهَارَكَ وَتَعَالَى إِذْ هَبُوا بِهَا إِلَى قَبْرِ مَهْدَى تَسْتَغْفِرُ لِقَائِهَا

وَتَقْرَأُ بِهَا مِائَةً .

হজুরে পাক (ছ:) এরশাদ করেন কোন ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করিলে একজন ফেরেশতা উহাকে নিয়া আল্লাহর দরবারে হাজির করে। সেখানে আল্লাহর তরফ হইতে হুকুম দেওয়া হয় যে এই দরুদকে আমার বান্দার কবরের নিকট লইয়া যাও। ইহা পড়নেওয়ালার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং ইহার দরুন তাঁহার চক্ষু তৃপ্তি লাভ করিবে।

ফাযুদা : জাহুছ জায়ীদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে কেয়ামতের দিবস কোন মোমেন বান্দার নেকী যখন কম হইয়া যাইবে তখন হজুরে পাক (ছ:) আঙ্গুলের মাথা বরাবর একটা কাগজের টুকরা মীজানের পাশায় রাখিয়া দিবেন যার দরুন তাহার নেকীর পাল্লা ভারী হইয়া যাইবে। সেই মোমেন বান্দা বলিয়া উঠিবে আপনি কে? আপনার ছুরত-ছীরত কতই না সুন্দর। তিনি বলিবেন আমি হইলাম তোমার নবী এবং ইহা হইল আমার উপর পড়া তোমার দরুদ শরীফ। তোমার প্রয়োজনের সময় আমি উহা আদায় করিয়া দিলাম।

এখানে এই প্রশ্ন করা অবাস্তব যে এতটুকু ছোট একটা টুকরার দ্বারা পাল্লা কি করিয়া ভারী হইয়া যাইবে। কেননা আল্লাহ পাকের দরবারে এখলাছের দামই বেশী। আমলের মধ্যে এখলাছ যত বেশী হইবে উহা তত বেশী ওজনী হইবে। যেমন কালেমায়ে শাহাদাতের বিষয় বর্ণিত আছে উহা যখন নেকের পাল্লায় রাখা হইবে অপরিদাকের পাশে বোকাহ নিরানব্বই দণ্ডের উড়িতে থাকিবে।

(১২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ لَمْ يَكُنْ مَدَّةَ نَفْسٍ فَلْيَقُلْ فِي دُعَاؤِ اللَّهِ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَرَسُولِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَإِنَّهَا زَكَاةٌ وَقَالَ لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ خَيْرًا جَنَّتِي يَكُونُ

مَنْتَهَاةُ الْجَنَّةِ (ترغيب)

হজুর (ছ:) এরশাদ করেন যাহার নিকট ছদকা করিবার মত কোন বস্তু নাই সে যেন এই দোয়া করে—

‘হে খোদা। তুমি মোহাম্মদ (ছ:) এর প্রতি রহমত পাঠাও যিনি তোমার বান্দা এবং রাহুল। এবং মোমেন পুরুষ মেয়েলোক আর মুছলমান পুরুষ মেয়েলোকের উপর রহমত বর্ষণ কর’ এই দোয়া তাহার জন্ত ছদকা করার সমতুল্য। হজুর আরও বলেন মোমেনের উদর বেহেশতে পৌছা পর্যন্ত নেক কাজ দ্বারা ভর্তি হয় না।

ওলামাদের মধ্যে এই বিষয় মতভেদ রহিয়াছে যে ছদকা উত্তম না দরুদ শরীফ উত্তম। কাহারও মতে ছদকা হইতে দরুদ উত্তম। কেননা দরুদ এমন একটি আমল যাহা শুধু বান্দার উপর নয় বরং স্বয়ং আল্লাহ পাক এবং ফেরেশ তাগণও ঐ আমল করিয়া থাকেন। হজুরত আবু হোরাযরা হইতে বর্ণিত আছে হজুর বলেন তোমরা আমার উপর দরুদ পড়িতে থাক কেননা উহা ছদকার সমতুল্য। হজুর আরও বলেন আমার উপর দরুদ পড়া তোমাদের দোয়া সমূহের জন্ত রক্ষা কবচ স্বরূপ। যাহা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ এবং তোমাদের আমল সমূহকে পবিত্র করিয়া দেয়। আরও বর্ণিত আছে আমার উপর দরুদ পড়া তোমাদের গোনাহের কাক্কা স্বরূপ এবং ছদকার সমতুল্য।

হাদীছের অর্থ—নেকীর দ্বারা মোমেনদের পেট ভরে না। এখানে নেকীর অর্থ কেহ কেহ এলেম দ্বারা করিয়াছেন। আবার অনেকে এলেম এবং অত্ত যে কোন নেকী বলিয়াছেন। হজুরত শায়খুল হাদীছ ছাহেবও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। মাজাহেরে হক এবং মেরকাত গ্রন্থে উহার অর্থ এলেম লওয়া হইয়াছে অর্থাৎ এলেমের দ্বারা মোমেনের পেট কখনও ভর্তি হয় না মৃত্যু পর্যন্ত সে উহার তালাশেই থাকে। হাদীছে এলেম তলবকারীদের জন্ত সুসংবাদ রহিয়াছে যে, ইনশাআল্লাহ তাহারা দুনিয়া হইতে ঈমানের সহিত বিদায় নিবে। তাহেবে এলেমের মধ্যে দ্বীনী শিকায় মশগুল থাকা এবং ধর্মীয় কিতাব পত্র লেখাও শামিল রহিয়াছে।

সারাংশ

দরুদ শরীফের ফাজায়েল সম্পর্কীয় রেওয়াজেত সমূহ একত্র করা হু:সাধ্য ব্যাপার এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই যে যদি একটি ফজিলতও বর্ণিত না হইত তবুও উম্মতের উপর হজুরের অকুরন্ত এহছান হিসাবে যতবেশী সংখ্যক দরুদই হজুরের উপর পড়া হইত উহাই কম ছিল। এবং তাঁহার এহছানের সামান্যতম হকও আদায় হইত না। কিন্তু মেহেরবান খোদা দরুদ পড়ার বিনিময়ে হক আদায়ের সাথে সাথে হাজার হাজার

ছওয়াবের ও ব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

আল্লাহ মা ছাখাবী দরুদ শরীফের ছওয়াবের ব্যাপারে লিখিতেছেন—

আল্লাহ পাকের তরফ হইতে বান্দার উপর রহমত প্রেরণ, ফেরেশ-
তাদের রহমতের জন্ত প্রার্থনা করা এবং স্বয়ং প্রিয় নবীজী কর্তৃক দরুদ
পড়নেওয়ালার জন্ত দোয়া করা তাহাদের গুনাহ সমূহ মাফ হওয়া,
আমল সমূহ পবিত্র হওয়া, তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়া স্বয়ং দরুদ শরীফ
কর্তৃক পাঠকদের জন্ত, ক্ষমা চাওয়া, তাহাদের আমল নামায় এক কীরাত
অর্থাৎ অহুদ পাহাড় পরিমাণ পুণ্য লিপিবদ্ধ হওয়া, উহার ছওয়াব
মীজানের পাল্লায় অত্যধিক ভারী হওয়া পাঠকের ছুনিয়া আত্মারাতের
যাবতীয় কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন হওয়া, পাপ সমূহ মাফ হওয়া,
গোলাম আজাদ হইতেও অধিকতর ছওয়াব হাছিল হওয়া দরুদের বরকতে
যাবতীয় ভয়ভীতি হইতে মুক্ত থাকা কেয়ামতের দিন হজুর কর্তৃক
তাহার জন্ত সাক্ষাৎ দান করা, এবং হজুরের শাফায়াত ওয়াজ্জের হওয়া
আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং রহমত অবতীর্ণ হওয়া তাহার অসন্তুষ্টি হইতে
রক্ষা পাওয়া, কেয়ামতের দিন আরশের নীচে ছায়া লাভ করা, নেক আম-
লের পাল্লা ঝুঁকিয়া যাওয়া, হাওজে কাওছার নছীব হওয়া, কেয়ামতের
ভীষণ ত্বাফ হইতে নাজাত লাভ করা, জাহান্নাম হইতে মুক্তি হাছিল হওয়া,
পুলছেরাতে উপর দিয়া সহজে পার হওয়া, যত্ন পূর্বেই বেহেশতের
মধ্যে আপন সিকানা দেখিয়া লওয়া, এবং তথায় বেশী বেশী বিবি লাভ
হওয়া, দরুদের দ্বারা বিশ্বাস জেহাদ করার চেয়ে বেশী ছওয়াব হাছিল
হওয়া এবং দরীজ লোকদের জন্য ছদকার সমকক্ষ হওয়া, ইত্যাদি বিশেষ
ভাবে উল্লেখযোগ্য।

তছপরি দরুদ শরীফ হইল জাকাত এবং পবিত্রতা। ধন সম্পদে
বরকতের উপকরণ। উহা দ্বারা একশত হাজত পুরা হয় বরং তার চেয়ে
বেশীও পূর্ণ হয়। দরুদ স্বয়ং এবাদত এবং আমলের মধ্যে আল্লাহর নিকট
সব চেয়ে প্রিয়। মজলিসের রওনক, উহার উচ্চিয়ায় অভাব অনটন দূর
হয়। উহা দ্বারা সংপথ সমূহ ভালো করা হয়। কেয়ামতের দিন দরুদ
পড়নেওয়ালার হজুরের সব চেয়ে বেশী নিকটবর্তী হইবে। উহা দ্বারা স্বয়ং
পড়নেওয়ালার এবং তাহার পুত্র পৌত্র সকলেই উপকৃত হয়। বরং যাহার
জন্য ইহা ছওয়াব করা হয় সেও উপকৃত হয়। উহা দ্বারা আল্লাহও
রাছুলের নৈকট্য লাভ হয়। উহা নিঃসন্দেহে নূর স্বরূপ, শত্রুর উপর
জয়লাভ করার উচ্চিয়া। অন্তরকে ময়লা ও কপটতা হইতে পাক করে।
উহা দ্বারা মানুষের অন্তরে মহদত পয়দা হয়। স্বপ্নে হজুরে পাকের ছিয়ারত
নছীব হয়। উহা পড়িলে লোকের গীবত শেকায়েত হইতে রক্ষা পাওয়া

যায়। দরুদ শরীফ সব চেয়ে উত্তম আমল, দীন ও ছুনিয়ার সব চেয়ে
বেশী উপকৃত আমল। এই দরুদ শরীফ শুরু জমানা হইতে সমস্ত
আওলিয়াদের সকাল বিকালের অফিজা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা
এমন একটি ব্যবসা যাহাতে লোকছানের কোন আশংকা নাই। কাজেই
যতটুকু সম্ভব সকাল বিকাল জমিয়া জমিয়া বসিয়া দরুদ পাঠ করিলে
অন্তর আলোকিত হয়। যাবতীয় গোমরাহী হইতে নিকৃতি পাওয়া
যায়। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ হয় এবং কেয়ামতের ভয়কর মহিবতে
নাজাত লাভ হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ বিশেষ দরুদ শরীফের ফজীলাতের বর্ণনা

(১) مَنْ مَدَّ الرَّحْمَنُ بَيْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقَهْنِي كَعَبُ
بْنِ مُجَرَّةٍ فَقَالَ أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَا هْدِهَالِي فَقَالَ سَأَلْنَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ
الْمَلَاوَةُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْيَهُودِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نَسْتَمِ
عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ (بخاری)

অর্থ : হজরত আবছর রহমান বিন আব্বি লাইলা বলেন, আমার
সহিত হজরত কা'ব বিন উজরার সাক্ষাত হইয়াছিল তিনি আমাকে বলেন
আমি কি তোমাকে হজুর (ছ:) হইতে প্রাপ্ত একটা হাদিয়া দান করিব না ?

আমি বলিলাম নিশ্চয় দান করুন। তিনি বলিলেন আমরা হুজুর (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম হুজুর! আল্লাহ পাক ত আমাদের দরুদ তরীকা শিক্ষা দিয়াছেন কিন্তু আমরা আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনদের উপর কি ভাবে দরুদ পাঠ করিব? হুজুর বলেন এই ভাবে বল “আল্লাহুমা ছাঙ্গে আলা মোহাম্মাদিও অ-আলা আ-লে মোহাম্মাদিন কামা ছালাইতা আলা ইব্রাহীমা অ-আলা আ-লে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীহুম মাজীদ, আল্লাহুমা বা-রিক আলা মোহাম্মাদিও অ-আলা আ-লে মোহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা আলা ইব্রাহীমা অ-আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীহুম মাজীদ। (বোখারী)

হাদিসা দেওয়ার অর্থ হইল সেই সব বৃক্ষগেরা বন্ধু বান্ধবদিগকে খানা পিনার আছবাবের পরিবর্তে হুজুর (ছঃ) এর হাদীছ এবং জিকির আজকার হাদিয়া দিতেন। কেননা তাঁহাদের নিকট এই সব বস্তুর কদর জড়বাদী বস্তু সমূহ হইতে অনেক বেশী ছিল। তাই হুজুরত কা’ব হাদীছ বয়ান করাকে হাদিয়া বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আল্লামা ছাখাবী এই হাদীছকে বিভিন্ন তরীকায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হুজুরত হাছান হইতে বর্ণনা করেন যে, যখন ইমামুলাহা অমালায়ে-কাতাহ—এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন ছাখাবার হুজুরকে জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর! আপনার উপর ছালামের তরিকাত আমরা জানিতে পারিলাম, এখন দরুদ কি করিয়া পড়িতে হইবে তাহা শিক্ষা দিন, হুজুর তখন বলেন তোমরা এই ভাবে বলিবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ اَلْح-

অন্ত রেওয়াজেতে আছে হযরত বশীর (রাঃ) হুজুরকে প্রশ্ন করেন হুজুর! আমাদের দরুদ শরীক পড়িবার তরীকা বাতলাইয়া দিন। হুজুর কিছু-কণ চুপ থাকিয়া এরশাদ করমাইলেন, এই ভাবে বলিবে “আল্লাহুমা ছাঙ্গে আলা মোহাম্মাদিও অ-আলা আলে মোহাম্মাদিন—কিছুকণ চুপ থাকার অর্থ হইল তখন হুজুরের উপর অহী অবতীর্ণ হইতেছিল। অতঃপর বর্ণিত আছে, ছাখাবার বলেন আমাদের উপস্থিতিতে একব্যক্তি হুজুরের খেদমতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর! আমরা ছালামের তরীকা ত জানিলাম, কিন্তু ছালাত অর্থাৎ আপনার উপর দরুদ আমরা নামাজের মধ্যে কিভাবে পড়িব? হুজুর চুপ হইয়া রহিলেন। আমরা হুজুরের কণ্ঠ হয় নাকি এই ভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে লোকটা হুজুরকে প্রশ্ন কেন করিল? তার

পর হুজুর বলিলেন, নামাজের মধ্যে দরুদ এই ভাবে পড় “আল্লাহুমা ছাঙ্গে আলা মোহাম্মাদিও—এই দরুদ শরীফ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে এবং হানাফী মজহাব মতে ইহাই নামাজে পড়া হয়। মোহাদেহীংগণের মতে এই দরুদ শরীফই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ দরুদ। এমন-কি আল্লামা নববী রওজা এন্ডে উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ যদি কহুম খাইয়া বসে যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ দরুদ পড়িব তখন আমরা যাহা নামাজের মধ্যে পড়িয়া থাকি উহা পড়িলে কহুম পূরা হইয়া যাইবে। হেছনে হাছীনে উল্লেখ আছে ইহাই হইল সব চেয়ে শুদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দরুদ। নামাজের ভিতরে এবং বাহিরে উহাকেই বেশী বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

এই হাদীছের মধ্যে যে বর্ণিত আছে আমরা ছালামের তরীকা জানি-য়াছি, উহার অর্থ হইল, “আতাহিয়াতু’র মধ্যে শিখিয়াছি—আচ্ছালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ অ-রাহমাতুল্লাহে অ-বারাকা-তুহ।

এখানে একটা প্রশ্ন এই জাগে যে, কোন জিনিসকে যখন অস্ত্র জিনিসের সহিত তুলনা করা হয় যেমন কেহ বলিল অমুক ব্যক্তি হাতেম তাইর মত দাতা, তখন দানের ব্যাপারে হাতেম তাই যে শ্রেষ্ঠ উহাই প্রতিপন্ন হয়। ঠিক এই রকম দরুদ শরীফের মধ্যেও হুজুরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দরুদ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝা যায়। হাফেজ এব-নে হাজার এই প্রশ্নের দশটি উত্তর লিখিয়াছেন। আলেম হইলে কতগুলি বারী প্রশ্ন দেখিয়া নিতে পারেন। তা না হইলে কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া নিবেন। সব চেয়ে সহজ উত্তর হইল এই যে, সাধারণ নিয়মানুসারে প্রশ্ন ঠিকই হইয়াছে। তবে কোন কোন সময় উহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে যেমন কোরান শরীফে বর্ণিত আছে—

مَثَلُ نُّورٍ كَمَشْكُورٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ নূর হইল যেমন ঐ চেরাগদান যাহার উপর চেরাগ রহি-য়াছে। অতঃপর আল্লাহর নূরের সহিত চেরাগের নূরের কি তুলনা হইতে পারে?

আর একটা প্রশ্ন হইল সমস্ত নবীদের মধ্যে একমাত্র ইব্রাহীম (আঃ) এর দরুদের কেন উল্লেখ করা হইল? আওজাজ এন্ডে এবং হুজুরত ধানবী (রাঃ) প্রণীত জাহুছ ছায়ীদ এন্ডে ইহার অনেক উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বান্দার নিকট সবচেয়ে উত্তম এই যে, আল্লাহ পাক হুজুরত ইব্রাহীমকে

খলীলরূপে ভূষিত করিয়া যেমন ফরমাইয়াছেন “অতাখাযাল্লাহু ইব্রাহীমা খালীলা” কাজেই আল্লাহর তরফ হইতে ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর যে দরুদ উহা মহব্বতের লাইনের দরুদ হইবে। আর মহব্বতের লাইনের যাবতীয় বস্তুই সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ওদিকে আমাদের প্রিয় নবীকে আল্লাহ পাক হাবীবুল্লাহ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। সুতরাং উভয়ের দরুদই মহব্বত ও ভালবাসার লাইন হিসাবে সামঞ্জস্য পূর্ণ।

মেশকাত শরীফে হজরত আবুনে আব্বাহ (রাঃ) হইতে একটা ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একদিন ছাহাবায়ে কেরাম আশ্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলেন যে, হজরত ইব্রাহীম হইলেন খলীলুল্লাহ, মুছা হইলেন কালীমুল্লাহ, ঈছা হইলেন রুহুল্লাহ, আদম (আঃ) ছকিউল্লাহ। ইত্যবসরে হজুরে আকরাম (ছঃ) সেখানে তাশরীফ আনিয়া বলিলেন আমি তোমাদের সব কথা শুনিতে পাইয়াছি। নিশ্চয় আদম (আঃ) ছকিউল্লাহ মুছা (আঃ) কালীমুল্লাহ, ঈছা (আঃ) রুহুল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ) খলীলুল্লাহ। কিন্তু খুব মনযোগ সহকারে শুন! কথা হইল এই যে, আমি হইলাম হাবীবুল্লাহ। অবশ্য ইহাতে আমি কোন গর্ব করি না। এবং কেরামতের দিন আমার হাতে ‘লেওয়ায়ে হাম্দ’ অর্থাৎ প্রশংসার ঝাঙা থাকিবে, সেই ঝাঙার নীচে হজরত আদম (আঃ) এবং সমস্ত আশ্বিয়ায়ে কেরাম হইবেন। অবশ্য ইহার উপর আমি কোন কথর করিতেছি না। আবার সর্ব প্রথম আমিই শাফায়াত করিব এবং আমার সাফায়াতই কবুল হইবে। উহার উপরও আমার কোন গর্ব নাই এবং আমিই সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিব এবং আমার উম্মতের মধ্যে গরীব শ্রেণীর লোক প্রবেশ করিবে। উহার উপরও আমি কোন গর্ব করি না এবং আগের পাছের সমস্ত মাখলুকের মধ্যে আমিই সব চেয়ে বেশী সম্মানিত। ইহার উপরও আমার কোন গর্ব নাই।

বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজুরই একমাত্র হাবীবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর খাছ বন্ধু। এখানে হজুরের দরুদকে ইব্রাহীমের দরুদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তত্পরি পিতার সহিত পুত্রের তুলনা স্বাভাবিক এখানে মেশকাতের শরহ “লোমআত” গ্রন্থে আর একটি সুন্দর কথা লেখা হইয়াছে যে, যেভাবে হিসাবে হাবীবুল্লাহ হইল সবচেয়ে উচ্চ ধরনের। যেহেতু উহা একটি ব্যাপক শব্দ যাহার মধ্যে কালীম হওয়া ছফী হওয়া, খলীল হওয়া সব কিছুই একত্রে বিদ্যমান। বরং অত্যন্ত আশ্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে সব গুণ নাই হাবীব শব্দের ভিতর ঐ সবও বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা একমাত্র হজুরের জন্যই খাছ।

(২) مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَلَّ بِالْمِخْلِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى صَلَاتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (ابوداؤد)

অর্থ : হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি এই ইচ্ছা পোষণ করে যে যখন সে আমার পরিবারের উপর দরুদ পড়ে তার আমল নামা বহুত বড় টুকরিতে ওজন দেওয়া হউক সে যেন এই শব্দ দ্বারা দরুদ পড়ে—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

অর্থাৎ হে খোদা! তুমি মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর দরুদ পাঠাও যিনি উম্মী (নিরক্ষর) নবী এবং তাঁহার বিবি ছাহাবানদের উপর যাহারা সমস্ত মোমেনীনের জননী এবং তাঁহার আওলাদ ও পরিবারের উপর যেমন তুমি দরুদ পাঠাইয়াছ ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় বৃজ্জ। নবীয়ে উম্মী হজুরের একটি বিশেষ উপাধি। তৌরীত ইঞ্জীল এবং সমস্ত আছমানী কিতাবে হজুরকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে।

হজুরকে নবীয়ে উম্মী কেন বলা হয় ওলামাগণ ইহার অনেক ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা হইল এই যে, উম্মী অর্থ নিরক্ষর, যিনি পড়া লেখা জানেন না। হজুরের ইহা একটি গুরুত্ব পূর্ণ মোজ্জেজা যে, যিনি একেবারেই লেখা পড়া জানেন না তিনি ফাছাহাত বালাগাতে পরিপূর্ণ অর্থাৎ অলংকার শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম কিতাব কোরানে করীম কি করিয়া বিশ্বাসীকে শুনাইলেন। এই মোজ্জেজার কারণেই পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে হজুরকে এই উপাধিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

يَتْلُوهُ لَا نَا كُودَةَ قُرْآنٍ د رِسْت

کتاب خادۀ چند ملت بشست

“যেই এতীম সপূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন, তিনি কতশত ধর্মকে বিকল করিয়া দিলেন।

لَا رَمَى كَهَ بِمَكْتَبٍ نَهَ رَفْتٍ وَخَطَ نَهَ نَوْشَتٍ
بَعْدَهُ مَسْئَلُهُ أَمْوَزَ مَدْرَسٍ شَدِّ

‘আমার মাহবুব যিনি কখনও কোন মকতবেও যান নাই এবং লেখা পড়াও শিখেন নাই তিনি আপন ইশারায় শত সহস্র ওস্তাদের ওস্তাদ বনিয়া গেলেন।

হজরত শাহ্‌ আলি উল্লাহ (রঃ) হেরজে ছামীন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমার আব্বাজান আমাকে এই দরুদ শিক্ষা দিয়াছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

আমি স্বপ্নযোগে এই দরুদ শরীফকে হুজুর (ছঃ) এর খেদমতে পেশ করিয়াছি, হুজুর ইহাকে পছন্দ করিয়াছেন।

হাদীছে বর্ণিত বহুত বড় টুকুরিতে ওজন দেওয়া হইবে। উহার অর্থ হইল আরব দেশের দস্তুর হইল খেজুর ইত্যাদিকে টুকুরিতে ওজন করিয়া বিক্রী দেওয়া হয়। যেমন আমাদের দেশে এই সব বস্তু নিপ্তিতে ওজন দেওয়া হয়। কাজেই বহুত বড় টুকুরি অর্থ হইল বহুত বড় নিপ্তিতে যাহার পরিমাণ হয় অনেক বেশী। এখানে নিপ্তি না বলিয়া টুকুরি এই জন্য বলা হইয়াছে যে সাধারণতঃ বেশী জিনিস তরাজুতে ওজন করা সম্ভব নয় কাজেই উহা টুকুরিতে ওজন করা হয়। হজরত এব্নে মাছুদ এবং হজরত আলী হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি চায় যে, তাহার দরুদ বড় টুকুরিতে করিয়া ওজন করা হউক সে যেন আমার পরিবারবর্গের উপর এই ভাবে দরুদ পড়ে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَواتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ النَّبِيِّ
وَازْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى اَبِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

এবং হজরত হাছান বছরী (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর হাওজে কাওহার হইতে পরিপূর্ণ পেয়ালা পান করিতে চায় সে যেন এই

দরুদ পড়ে ‘আল্লাহ্মা ছায়ে আলা মোহাম্মাদিও অ-আলা আ-লিহী অ-আছ-হা-বিহী অ-আওলা-দিহী অ-আজওয়াবিহী অজ্ব-রিয়াতিহী অ-আহলে বায়তিহী অ-আছহাবিহী অ-আনছা-রিহী অ-আশহরাইহী অ-মোহেবিহী অ-উম্মাতিহী অ-আলাইনা মাআহম আজমাদিন ইয়া আর হামার রা-হেমীন।’ কাজী এযাজ এই হাদীছকে শেফা গ্রন্থে নকল করিয়াছেন।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

ইয়া রাব্ব ছায়ে অ ছায়েম দা-য়েমান আবাদা
আলা-হাবী-বেকা খাইরিল খাল্কে কুল্লেহিম।

(৩) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ
ثَانِيَةً يَوْمَ مَشْهُودٍ تَشْهَدُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنِّي أَخَذْتُ لِيْ يَمِيْنِيْ
عَلَى الْأَرْضِ عَلَى صَلَواتِهِ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ
وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ
الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (ترغيب ابن ماجه)

অর্থ : হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন আমার উপর শুক্রবার দিন বেশী বেশী করিয়া দরুদ শরীফ পড়িতে থাক কেননা উহা এমন একটি মোবারক দিন যেদিন ফেরেশতা অবতরণ করে এবং যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পাঠ করে সে দরুদ শেষ করার সাথে সাথেই আমার নিকট উহা পেশ হয়। হজরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম হুজুর। আপনার এন্তেকালের পরেও কি এইরূপ হইবে। হুজুর বলিলেন এন্তেকালের পরেও এইরূপ হইবে। কেননা আল্লাহ পাক মাটির জন্য নবীদের শরীরকে খাওয়া হারাম করিয়া দিয়াছেন। নবীগণ কবরে জীবিত আছেন

এবং তাঁহাদের নিকট রিজিক পৌঁছিয়া থাকে।

ফাযেদা : মোল্লা আলী কারী বলেন, আল্লাহ পাক নবীদের শরীরকে মাটির জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের হায়াত এবং মউতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। হাদীছে এই ইশারাও পাওয়া যায় যে দরুদ শরীফ রুহ মোবারক এবং শরীর উভয়টার মধ্যেই পেশ করা হয়। নবীগণ জীবিত আছেন ইহা দ্বারা প্রত্যেক নবীই হইতে পারেন কেননা হজুর হজরত মুহা (আঃ) এবং হজরত ইব্রাহীম (আঃ) কে কবরের মধ্যে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন। রিজিক অর্থ রুহানী রিজিক অথবা বাহ্যিক রিজিক দুইটাই হইতে পারে।

আল্লামা ছাখাবী হজরত আওছ উইতে বর্ণনা করেন; হজুর এরশাদ করেন। তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠতম দিন হইল জুমার দিন কেননা সেইদিন হজরত আদম (আঃ) জন্ম লাভ করেন এবং এদিনই এন্তেকাল করেন। সেইদিন প্রথম শিঙ্গার ফুক এবং দ্বিতীয় শিঙ্গার ফুক অনুষ্ঠিত হইবে। কাজেই জুমার দিন তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরুদ পড়িতে থাক। কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পেশ করা হয়। ছাহাবারা আরজ করিলেন ইয়া রাছুল্লাহ! আমাদের দরুদ আপনার উপর কিভাবে পেশ করা হয়? অথচ আপনিত কবরে পঁচিয়া গলিয়া যাইবেন। তখন হজুর এরশাদ করেন আল্লাহ পাক নবীদের শরীর থাইয়া ফেলা মাটির জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। হজরত আবু ওমামা হইতে বর্ণিত আছে, আমার উপর শুক্রবার দিন বেশী বেশী করিয়া দরুদ পড় কেননা আমার উম্মতের দরুদ আমার নিকট শুক্রবার দিন পেশ করা হয়। সুতরাং যেই ব্যক্তি আমার উপর অধিক পরিমাণ দরুদ পড়িবে কেয়ামতের দিন সে আমার অধিক নিকট-বর্তী হইবে। হজরত ওমরের হাদীছে ইহাও রহিয়াছে দরুদ শরীফ পেশ হওয়ার পর আমি তোমাদের জন্ত দোয়া ও এন্তেগফার করিয়া থাকি। হজরত হাছান বহরী, এব্নে ওমর ও খালেদ বিন মা'দান হইতেও এইরূপ বর্ণনা আসিয়াছে। হজরত ছোলায়মান এব্নে ছোহায়েম বলেন আমি স্বপ্নযোগে হজুরের জিয়ারত লাভ করি। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুল্লাহ! যাহারা আপনার দরবারে হাজির হইয়া আপনার উপর ছালাম পাঠ করে আপনি কি তাহা শুনিতে পান? হজুর বলেন হাঁ আমি তাহার ছালামের উত্তরও দিয়া থাকি। ইব্রাহীম এব্নে শাইবান বলেন, আমি হজ্ব করিয়া রওজায়ে আতহারে হাজির হইয়া যখন ছালাম করি

তখন কবর শরীফ হইতে অ-আলাইকুমুছ ছালাম শব্দের উত্তর শুনিতে পাই। বুলুগল মোহাব্বত এন্ডে হাফেজ এব্নে কাইয়্যেম হইতে বর্ণিত আছে জুমার দিন দরুদ শরীফের ফজীলত এই জন্য বেশী যে জুমার দিন হইল সমস্ত দিনের সদার আর হজুর (ছঃ) হইলেন সমস্ত মাখলুকের সদার। কাজেই সেইদিন দরুদ পড়ার মধ্যে একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে যাহা অন্য দিনের মধ্যে নাই। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে, হজুরে পাক (ছঃ) তাঁহার পিতার পৃষ্ঠ হইতে মায়ের গর্ভে জুমার দিন তাশরীফ আনেন।

আল্লামা ছাখাবী বলেন জুমার দিন দরুদ পড়ার ফজীলত হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আনাছ, আউছ এব্নে আউছ, আবু ওমামা, আবু দারদা, আবু মাছউদ, হজরত ওমর এবং এব্নে ওমর প্রমুখ ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

مَلَى حَبِيبِكَ خَيْرًا لِّلْخَلْقِ كُلِّهِمْ

ইয়া রাব্বো ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা, আলা হাবীবেকা খাইরিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪) مَنِ ابْنِ هَرِيرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

مَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ عَلَى نُوْرٍ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ صَلَّى عَلَى

يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَا نَفْسٍ مَّرَّةً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ ثَمَا نَفْسٍ مَّا

হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন আমার উপর দরুদ শরীক পড়া পুলছেরাতের উপর নূর স্বরূপ। এবং যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর আশী বার দরুদ শরীফ পাঠ করিবে তার আশী বৎসরের গোনাহ মাক হইয়া যাইবে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আছরের পর আপন জায়গা হইতে উঠিবার আগে আশী বার এই দরুদ শরীক পড়িয়া লইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

تَسْلِيمًا

“আল্লাহুমা ছাঃলে আলা মোহাম্মাদেনি ন্নাবিয়াল উম্মিয়ে অ-আলা আলিহী অ ছাঃলেম তাঃলীমা।

তাহার আশী বংসরের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। এবং আশী বংসরের এবাদতের ছওয়াব তাহার জন্ত লেখা যাইবে। অন্য রেওয়াজেতে আছে হুজুর এই দরুদ পড়িতে বলিয়াছেন -

আল্লাহুমা ছাঃলে আলা মোহাম্মাদিন আবদেকা অ নাবিয়েকা অ-রাঃলেকানাঃবীওয়াল উম্মিয়ে। ইহা পড়িয়া একটি আঙ্গুল বন্ধ করিবে অর্থাৎ আঙ্গুলে গুনিয়া গুনিয়া পড়িবে।

বহু হাদীছে আঙ্গুলে গুনিয়া গুনিয়া পড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। কেননা এই আঙ্গুল কেয়ামতের দিন আমাদের নেকীর বিষয় সাক্ষী দান করিবে। আমরা দৈনন্দিন এই হাত দ্বারা কতশত গোনাহের কাজই না করিয়া থাকি, কেয়ামতের কঠিন ময়দানে যদি অতশত গোনাহের সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সাথে কিছুটা নেকীর সাক্ষ্যও দেয় তবুও কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। হজরত আলী হইতে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি শুক্রবার দিন আমার উপর একশত বার দরুদ পাঠ করিবে তার সহিত কেয়ামতের দিন এমন একটি নুর (জ্যোতি) আসিবে যাহা সমস্ত মাখলুকের উপর ভাগ করিয়া দিলেও সমস্তের জন্যই উহা যথেষ্ট হইয়া যাইবে।

হজরত ছহল বিন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি জুমার দিন আছরের পর ‘আল্লাহুমা ছাঃলে আলা মোহাম্মাদে নিঃনাবিয়াল উম্মিয়ে অ আলা আলিহী অ ছাঃলেম’ আশী বার পাঠ করিবে উহার আশী বংসরের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। হজরত আনাছ হইতে বর্ণিত আছে প্রিয় নবী এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পড়িবে ও উহা কবুল হইবে, তবে তাহার আশী বংসরের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। হজরত থানবী (রঃ) জাহুছ ছায়ীদ গ্রন্থে দোর-রে মোখতারের হাওলা দিয়া এই হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

দরুদ শরীফের মধ্যেও কবুল হওয়া না হওয়া সম্পর্কে আল্লামা শামী বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। শায়েখ আবু ছোলায়মান দারানী বর্ণনা করেন যে কোন এবাদত কবুল হওয়ার বিষয় সন্দেহ আছে। কিন্তু হুজুরে পাকের উপর দরুদ পড়ার বিষয় সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

কেননা উহা কবুল হইয়া থাকে। বহু ছুফীয়ায়ে কেরামেরও ইহাই অভিমত।

ইয়া রাঃকে ছাঃলে অ-ছাঃলেম দা-য়েমান আবাদা আলা হাবীবেকা থায়রিল খালকে কুঃলেহিম।

(৫) مِّنْ رَّوَيْفَعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِّنْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَدْتَ لَهُ شَفَاعَتِي - (طبرانی)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি দরুদ এইভাবে পড়িবে ‘আল্লাহুমা ছাঃলে আলা মোহাম্মাদিন, অ আনজেলহলমাক আদাল মোকা-ররাবা ইন্দাকা ইয়াওমাল কেয়ামাতে’ তাহার জন্ত আমার সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া যায়।

ফায়েদাঃ উক্ত দরুদ শরীফের অর্থ হইল এই যে, “হে খোদা। আপনি মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর দরুদ পাঠান এবং কেয়ামতের দিন তাঁহাকে এই মোবারক স্থানে পৌছাইয়া দিন যাহা আপনার সবচেয়ে নিকটবর্তী।

ওলামাগণ নিকটবর্তী ঠিকানার কয়েক অর্থ করিয়াছেন। আল্লামা ছাখাবী বলেন উহার অর্থ হইল, অছীলা অথবা মোকামে মাহমুদ, অথবা হুজুরের আরশে আজীমে অবস্থান অথবা হুজুরের সেই সু উচ্চ আসন সবচেয়ে উপর হইবে। হেরজে ছামীন গ্রন্থে উহাকে কুরছী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। মোল্লা আলী কারী বলেন মাকামাদে মোকাররায় অর্থ মোকামে মাহমুদ। আবার কোন কোন রেওয়াজেতে বেহেশতের মধ্যে শব্দ আসিয়াছে। তখন অর্থ হইবে অছীলা যাহা জান্নাতের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন। কোন কোন ওলামাদের মতে হুজুরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুইটা মোকাম হইবে। প্রথমতঃ ঐ মোকাম যাহা সুপারিশের ময়দানে আরশের ডান দিকে হইবে। উহার উপর সৃষ্টির শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সকলে দাঁড়া করিবে। দ্বিতীয় মোকাম হইল জান্নাতে, যাহা জান্নাতের সর্বোচ্চ আসন হইবে।

বোখারী শরীফে একটা লম্বা হাদীছ বর্ণিত আছে যেখানে হুজুরের জালাত ও জাহান্নাম দেখার একটি স্বপ্নের বর্ণনা রহিয়াছে। সেখানে সুদখোর, জিনাকার ইত্যাদির ঠিকানা দেখান হইয়াছে। অবশেষে হুজুর বলেন, সেই দুই জন ফেরেশতা আমাকে এমন এক ঘরে নিয়া গেলেন যাহার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি ইতি পূর্বে দেখি নাই। সেখানে অনেক গুলো বৃদ্ধ, যুবতী, শিশুকে দেখিতে পাই, তারপর তাহারা আমাকে একটা গাছের তলায় নিয়া যায় সেখানে একটি ঘর আগের ঘরের চেয়েও উন্নত মানের দেখিতে পাই। আমি জিজ্ঞাসা করার পর তাহারা বলিল প্রথম ঘর আপনার সাধারণ উম্মতের জন্য আর এই ঘর শহীদানের জন্য তারপর তাহারা আমাকে বলিল, হুজুর! আপনি একটু উপরের দিকে মাথা উঠান। আমি উপরের দিকে তাকাইয়া একটা মেঘ খণ্ডের মত দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া ফেরেশতাদ্বয়কে বলিলাম আমি উহাকে দেখিব। তাহারা বলিল, আপনার বয়স এখনও বাকী রহিয়াছে। উহা পূর্ণ হইলেই আপনি উহাতে পৌঁছিয়া যাইরেন।

দরুদ শরীফ পড়িলে হুজুরের শাফায়াত হাছিল হইবে বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা উহা প্রমাণিত হইয়াছে ও হইবে। কোন কয়েদী বা অপরাধী যদি এই কথা জানিয়া লয় যে অমুক ব্যক্তির হাকিমের দরবারে বেশ প্রভাব রহিয়াছে বরং তাহার সুপারিশ হাকিমের দরবারে নিশ্চিতভাবে কবুল হইয়া থাকে তখন সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির কতইনা খোশামদ করা হয় আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে বিরাট বিরাট পাপে লিপ্ত হয় নাই এবং হুজুর (হঃ) এর মত সুপারিশ করনেওয়ালা, যিনি আল্লার হাবীব এবং সমস্ত নবীদের সর্দার আর সমস্ত মাখলুকের সর্দার তিনি সহজ বস্তুর উপর সুপারিশের ওয়াদা করিতেছেন বরং এত বেশী গুরুত্ব সহকারে ওয়াদা করিতেছেন যে, আমার উপর সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি উহা দ্বারা উপকৃত না হয় তবে উহা কতইনা ছুভাগের বিষয়। আমরা বৃথা কত সময় নষ্ট করিতেছি যেহুদা বেছা কাহিনীতে বরং গীবত শেকায়েতে অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি, এই মূল্যবান সময়কে যদি দরুদ শরীফ পড়ায় ব্যয় করা হইত তবে কতই না সৌভাগ্যের কথা ছিল।

ইয়া রাবে ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গেম দা-য়েমান আবাদা

আলা হাবীবেরা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ جَزَى اللَّهُ عَمَّا مُكَمِّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ اتَّعَبَ
سَبْعِينَ كَانِبًا أَلْفَ صَبَاحٍ - (ترغیب طبرانی)

হজুর (হঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি এই দোয়া করিবে—জাজালাহ্
আলা মোহাম্মদাম মা হুয়া আহ্লুল্ (অর্থাৎ পুরস্কার দাও মোহাম্মদ (হঃ)
কে আমাদের তরফ হইতে যেই পুরস্কারের তিনি যোগ্য) এই দোয়া
সত্তর জন ফেরেশতাকে এক হাজার দিন পর্যন্ত কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দেয়।
তিবরানী শরীফের অন্য রেওয়াতে আসিয়াছে; যে পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاجْزِ
مُحَمَّدًا اَمَلٰى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ مَا هُوَ اَهْلُهُ -

এই দোয়াও ইহার ছওয়াব লিপিবদ্ধকারী ফেরেশ্তাদিগকে এক হাজার দিন পর্যন্ত কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দেয়।

কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়ার অর্থ হইল ইহার ছওয়াব এক হাজার দিন পর্য্যন্ত লিখিতে লিখিতে অবশেষে ফেরেশতাগণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। 'যেই পুঙ্কারের হুজুর যোগ্য' কোন কোন আলেমগণ ইহার পরিবর্তে বলিয়াছেন যেই পুরস্কার আল্লাহপাকের শানের মোনাছেব। অর্থৎ হে খোদা! যত বড় পুরস্কার তোমার শান অনুসারে তুমি দিতে পার তত বড় পুরস্কার তুমি দান কর। হজরত হাছান বছরীর রেওয়ায়েতে ইহাও রহিয়াছে—

وَأَجْزَعْنَا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا مِنْ أُمَّتِهِ

অর্থাৎ হে খোদা ! হুজুরকে তুমি আমাদের তরফ হইতে উহার চেয়ে অধিক পরিমাণ নেয়ামত দান কর যতটুকু তুমি কোন নবীকে তাঁহার উম্মতের তরফ হইতে দান করিয়াছ। অন্য হাদীছে আসিয়াছে যেই ব্যক্তি এই শব্দগুলো পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُوْنُ
 لَكَ رِضًا وَلِحَقَّةً اَدَامًا وَاَعْطَهُ الْوَسِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَكْهُوْرَ
 الَّذِي وَمَدَّتْهُ وَاَجْرُهُ مَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَاَجْرُهُ مَنَّا مِنْ اَفْضَلِ
 مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا مِنْ اُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيْعِ اخْوَانِهِ مِنْ
 النَّبِيِّيْنَ وَالْمَلاَئِكَةِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

যেই বক্তি সাত জুমা পর্যন্ত প্রত্যেক জুমার দিন সাতবার করিয়া এই দরুদ শরীফ পড়িবে তাহার জন্য সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া যায়।

এবনুল মোশতাহের নামক জনৈক বুজুর্গ বলেন, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে সে আল্লাহ পাকের এমন এক প্রশংসা করিবে যাহা জমীন এবং আছমানের জ্বিন এনজান এবং ফেরেশতা কেহই আজ পর্যন্ত করে নাই। এবং যদি এমন দরুদ পড়িতে চায় যে উহা ইতি পূর্বে পঠিত যাবতীয় দরুদ হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং যদি এমন প্রার্থনা করিতে চায় যে আজ পর্যন্ত যত প্রার্থনা হইয়াছে সকলের চেয়ে তাহার প্রার্থনা উত্তম হয় সে যেন ইহা পড়ে—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا اَنْتَ اَهْلُ فَضْلٍ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا
 اَنْتَ اَهْلُهُ وَاَفْعَلُ بِنَا مَا اَنْتَ اَهْلُهُ فَاَنْتَ اَهْلُ
 التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ .

আল্লাহ্‌মা লাকাল হামদু কামা-আনতা আহলুহু ফাছাল্লে আলা মোহাম্মাদিন কামা আনতা আহলুহু অফ্‌আল বিনা মা আনতা আহলুহু ফাইলাকা আনতা আহলুতাকওয়া অ আহলুল মাগফিরাতে।

অর্থ : হে ধোদা ! তোমার শান অনুসারে তোমার জন্ত যাবতীয় প্রশংসা, তোমার শান অনুসারে তুমি মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর দরুদ

পাঠাও। এবং আমাদের সহিত তোমার শান অনুসারে তুমি ব্যবহার কর। নিশ্চয় তুমি ইহার যোগ্যতা রাখ যে তোমাকেই একমাত্র ভয় করা যায় স্বম্বা করিবার উপযুক্ত।

আবুল ফজল কাওমানী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি খোরাছান হইতে আসিয়া আমার নিকট বয়ান করিল আমি মদীনা শরীফে থাকা কালীন স্বল্পযোগে হজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করি। হজুর আমাকে এরশাদ করেন, যখন তুমি হামাদান যাইবা তখন আবুল ফজল এবনে জীরককে আমার পক্ষ হইতে ছালাম বলিবা, আমি আরজ করিলাম ইয়া রাজুল্লাহ ! এইরূপ কেন ? হজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন, সে আমার উপর দৈনিক একশত বার বা তার চেয়েও বেশী এই দরুদ পড়ে—

আল্লাহ্‌মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদে নিলাবিয়িল উম্মিরে অ আলা আলে মোহাম্মাদিন জালাল্লাহ মোহাম্মাদান ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অ ছাল্লামা আলা মা হুয়া আহলুহু।

আবুল ফজল বলেন, লোকটি কহম করিয়া বলিল যে, আমাকে অথবা আমার নাম হজুর (ছঃ) এর বলার আগে সে জানিত না।

আবুল ফজল আরও বলেন আমি লোকটিকে কিছু দান করিতে চাহি-য়াছিলাম কিন্তু সে অস্বীকার করিয়া বলিল আমি হজুরের পয়গামকে বিক্রী করিব না। অতঃপর লোকটিকে আমি আর কখনও দেখি নাই।

ইয়া রাবে! ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খাইরিল খালকে কুল্লেহিম।

(৭) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْرٍ وَبْنِ الْعَامِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي صَلَوةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَأَلَ اللَّهُ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَاَنْهَا مَنَزَلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي اِلَّا عِبْدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَارْجُوا اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ .
 (رواه مسلم)

হুজুর আকরাম (ছ:) এরশাদ করেন যখন তোমরা আজানের আওয়াজ শুনিতে পাও, তখন মোরাজ্জেন যাহা বলে তোমরাও তাহা বলিতে থাক। অতঃপর তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ কর। কেননা যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশবার দরুদ পাঠাইবেন। তারপর আল্লাহ দরবারে আমার জন্ত মোকামে অছীলার দোয়া কর। উহা বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ স্থানের নাম, আল্লাহ পাকের একজন মাত্র বান্দা উহার অধিকারী হইবে। আমি আশা করি সেই বান্দা একমাত্র আমিই হইব। যেই ব্যক্তি আমার জন্ত অছীলার দোয়া করিবে তাহার জন্তে আমার সুপারিশ জরুরী হইয়া পড়ে।

অতঃপর রেওয়াজেতে আছে, তার জন্ত আমার সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া যায়। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি আজান শুনিয়া এই দোয়া পড়িবে—

আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-জিহিদ্বাওয়াতিত্তাম্মাতে অছ-ছালাতিল কায়েমাতে আ-তে মোহাম্মাদানিল অছীলাতা অল ফাজিলাতা অব আহছ মাকামাম মাহমুদানিল্লাজি ওয়াত্তাহ।”

তাহার জন্ত আমার সুপারিশ জরুরী হইয়া পড়ে। হুজুরত আবু দারদা (রা:) বলেন, আজানের আওয়াজ শুনিলে হুজুর স্বয়ং এই দোয়া পড়িতেন।

‘আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-জিহিদ্বাওয়াতিত্তাম্মাতে অছ-ছালাতিল কায়েমাতে ছল্লে আলা মোহাম্মাদিন অ আতেহী ছল্লাছ ইয়াওমাল কেয়ামাতে।

হুজুর এই দোয়া এত জোরে পড়িতেন যে নিকটবর্তী লোকেরাও শুনিতে পাইতেন। হুজুর আরও এরশাদ করেন, তোমরা যখন আমার উপর দরুদ পড়িবে তখন আমার জন্ত ‘অছীলার’ প্রার্থনাও করিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল হুজুর অছীলা কি জিনিস? হুজুর উত্তর করিলেন উহা বেহেশতের মধ্যে একটা স্থান। যাহা একজন মাত্র লোকের ভাগ্যেই জুটিবে। আমি আশা করি সেই ব্যক্তি একমাত্র আমিই হইব। তছীলার আভিধানিক অর্থ হইল যদ্বারা কোন রাজা বা দরবারে নৈকট্য হাছেল করা যায়। কিন্তু এখানে সুউচ্চ মরতবাকে বলা হয়। কোরান শরীফে বর্ণিত আছে—

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ

মোফাচ্ছেরীনগণ এই আয়াতের দুইটি অর্থ করিয়াছেন। প্রথম অর্থ হইল যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত এবনে আব্বাছ, মুজাহেদ, আতা (রা:) উহাকে সমর্থন করেন। অন্য অর্থ হইল হযরত কাতাদার মতে যেই জিনিস আল্লাহকে রাজী করিতে পারে উহা দ্বারা আল্লাহ নৈকট্য হাছিল কর। আল্লামা ওয়াহেদী বগবী, এবং জমখশরীর মতে অছীলা ঐ সব বস্তু অথবা আমলকে বলা হয় যদ্বারা আল্লাহ নৈকট্য লাভ হয়। এই অর্থে হুজুর (ছ:) এর মারফত অছীলা হাছেল করাও শামেল। আল্লামা জাজারী হেছনে হাছীন এশ্বে লিখিয়াছেন—

وَأَنْ يَتَوَسَّلَ إِلَى اللَّهِ بِأَنْبِيَائِهِ وَالْمَا لِحَبِيبٍ مِنْ عِبَادِهِ

অর্থঃ অছীলা হাছেল করিবে আল্লাহ নিকট তাহার নবীগণের দ্বারা নেক বান্দাদের দ্বারা। হাদীছে পাকের মধ্যে ফজীলত শব্দের দ্বারা ঐ উচ্চ মর্যাদাকে বুঝায় যাহা সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সুউচ্চ আসন। অথবা অন্য কোন মর্যাদাও হইতে পারে বা উহার অর্থ হইল মাকামে মাহমুদ। যেমন কোরানে পাকে বর্ণিত আছে—

مَنْ أَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

আশা করা যায় যে, আপনাকে আপনার প্রভু মাকামে মাহমুদে পৌছাইবেন।”

ওলামাগণ মাকামে মাহমুদের কয়েক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন উহার অর্থ হইল ‘লেওয়ায়ে হামদ’ অর্থাৎ প্রশংসার ঝাণ্ডা। কেহ বলেন, উহা হইল আল্লাহ পাক কর্তৃক তাঁহাকে রোজ কেয়ামতে আরশের উপর বসান অথবা কুরছীর উপর বসান। আবার কেহ কেহ বলেন উহার অর্থ হইল শাফায়াত। কেননা সমস্ত মাখলুক সেখানে হুজুরের প্রশংসা করিবে।

আল্লামা ছাখাবী ও তাঁহার ওস্তাদ হাফেজ এবনে হাজার বলেন এই কয়েকটি রেওয়াজেতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেননা সম্ভাবনা আছে আরশে এবং কুরছীতে বসাইয়া শাফায়াতের অনুমতি দিবেন ও তারপর হামদের পতাকা হুজুরের হাতে দিবেন। অতঃপর হুজুর উম্মতের জন্ত সাক্ষী দান করিবেন। এবনে হাফ্বান রেওয়াজেত করেন হুজুর এরশাদ করেন

আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে উঠাইয়া আমাকে সবুজ রং এর একটা জোড়া পরাইবেন তারপর আল্লাহ ইচ্ছামত আমি যাহা বলিবার তাহাই বলিব। ইহারই নাম 'মাকামে মাহমুদ।' 'যাহা বলিবার তাহাই বলিব' এবনে হাজার ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, শাফায়াতের পূর্বে হুজুর আল্লাহ পাকের যে প্রশংসা করিবেন উহাই। এই সমস্ত জিনিসের সমষ্টি গত নাম হইল মাকামে মাহমুদ।

বোখারী এবং মোহলেম শরীফে বর্ণিত আছে হুজুর বলেন আমি যখন আল্লাহ পাকের জিয়ারত করিব তখন ছেজদায় পড়িয়া যাইব, তারপর আল্লাহ পাকের যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ আমি ছেজদায় পড়িয়া থাকিব। অতঃপর পরওয়ারদেগার বলিবেন, হে মোহাম্মদ! (হঃ) য়াথা উঠাও এবং তুমি বল কি বলিতে চাও। তুমি সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ কবুল করা যাইবে। প্রার্থনা কর তোমার প্রার্থনা কবুল করা হইবে। হুজুর বলেন এই হুকুম পাইয়া আমি মাথা উঠাইব এবং আল্লাহ তায়ালার এসব প্রশংসা করিব যাহা তখন আমার অন্তরে ঢালা হইবে। তারপর আমি উম্মতের জন্য সুপারিশ করিব।

(১) عَنْ أَبِي حَمِيدٍ أَوْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّامِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ۖ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ۖ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ (ابودود নামায়)

ইয়া রাখে ছল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেইম।

অর্থ : হুজুর এরশাদ করেন যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিবে তখন নবীয়ে করীম (হঃ) এর উপর ছালাম পাঠ করিবে তারপর এই দোয়া পড়িবে "আল্লাহ্মাগফির লী যুনুবা-না রাহমাতেকা। হে খোদা তুমি আমার উপর রহমতের দরওয়াজা খুলিয়া দাও। আবার যখন মসজিদ হইতে বাহির হইবে তখনও নবীয়ে করীমের উপর দরুদ পাঠ করিবে ও

এই দোয়া পড়িবে 'আল্লাহ্মা ইন্নি আছমালুকা মিন ফাজ্জলেকা' হে খোদা তুমি আমার উপর তোমার পছন্দসই রিজিকের দরওয়াজা খুলিয়া দাও।

ফায়েদা : মসজিদে প্রবেশের সময় রহমতের দোয়া এই জন্য করা হয় যে, মসজিদে একমাত্র আল্লাহ এবাদতের জন্যই যাওয়া হয়। কাজেই সে বেশী বেশী রহমতের ভিখারী থাকে। কারণ আল্লাহ পাকের রহমতেই মানুষ এবাদত করিতে পারে এবং উহা কবুল হইতে পারে। মাজাহেরে হকে লেখা হইয়াছে, রহমতের দরওয়াজা খোল এই ঘরের বরকতে, অথবা ইহাতে নামাজ পড়ার তওকীফ দান করিয়া, অথবা নামাজের হাকীকত প্রকাশ করিয়া আর ফজল শব্দের অর্থ হইল হালাল রিজিক, কেননা মসজিদ হইতে বাহির হইয়া মানুষ রিজিকই তালাশ করিয়া থাকে। এখানে কোরানে পাকের এই আয়াতের দিকে ইশারা রহিয়াছে

بَاذًا قَضَيْتَ الْمَلَاةَ فَا تَشْتَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

অর্থঃ 'নামাজ শেষ হইয়া গেলে তোমরা জমীনে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ পাকের মনোনীত হালাল রুজী অন্বেষণ কর'

হজরত আলী হইতেও মসজিদে প্রবেশ করিয়া দরুদ পড়ার রেওয়াজেত আসিয়াছে। হুজুরের কথা হজরত ফাতেমা বলেন, হুজুর যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন প্রথমে নিজের উপর দরুদ ও ছালাম পাঠ করিয়া এই দোয়া পড়িতেন—

আল্লাহ্মাগফির লী যুনুবা-না আবওয়াবা রাহমাতিকা।

আবার যখন মসজিদ হইতে বাহির হইতেন তখন নিজের উপর দরুদ পাঠ করিয়া এই দোয়া পড়িতেন

আল্লাহ্মাগফিরলী যুনুবা-না আবওয়াবা ফাজ্জলেকা।

হজরত আনাছ বলেন, হুজুর যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন তখন পড়িতেন—বিছমিল্লাহে আল্লাহ্মা ছল্লে আলা মোহাম্মাদিন। তারপর পাক (হঃ) আপন নাতী হজরত হাছানকে এই দোয়া শিখাইয়াছেন যখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করিবেন তখন প্রথমে হুজুরের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া তারপর পড়িবেন—

"আল্লাহ্মাগফির লানা যুনুবা-না অফ তাহলানা আ-রাবা

রাহমাতেকা।” আর বাহির হইবার সময় ‘আবওয়াবা রাহমাতেকার পরিবর্তে আবওয়াবা ফাজলেকা পড়িবে।

হজরত আবু হোরাযরা হইতে বর্ণিত, হুজুর বলেন, তোমরা মসজিদে প্রবেশ করিতে দরুদ পড়িয়া আল্লাহুমাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতেকা পড়িবে, আর বাহির হইবার সময় দরুদ পড়িবে ‘আল্লাহুমা আ’ছেমনী মিনাশ শাইতানির রাজীম’ পড়িবে। হযরত কা’ব হজরত আবু হোরাযরাকে বলেন, আমি তোমাকে দুইটা কথা শিখাইতেছি উহাকে কখনও ভুলিবেনা। প্রথমতঃ মসজিদে প্রবেশ করিতে হুজুরের উপর দরুদ পড়িয়া ‘আল্লাহুমাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতেকা’ পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ বাহির হইবার সময় ‘আল্লাহুমাগফিরলী অহ্ফেজনী মিনাশ শাইতা নির রাজীম’ পড়িবে।

আবু দাউদ শরীফে মসজিদে প্রবেশ করিতে এই দোয়াও আসিয়াছে, “আউজু বিল্লাহিল আজীম অ বে- অজহি হিল কারীম অ ছোলতা-নিহিল কাদীম মিনাশ শাইতানির রাজীম, পড়িবে। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে হুজুর বলেন, এই দোয়া পড়িলে শয়তান এই কথা বলে যে, এই ব্যক্তি সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া গেল।

হেছনে হাছীনে বর্ণিত আছে- মসজিদে প্রবেশ করিতে বিছমিল্লাহে অছালামু আলা রাছুলিল্লাহে পড়িবে। অতঃপরে অ আলা ছুনাতে রাছুলিল্লাহ পড়িবে। আর একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহুমা ছায়ে আলা মোহাম্মাদি ও অ-আলা আ লে মোহাম্মাদিন, প্রবেশ করিবার সময় এবং মসজিদে প্রবেশ করিবার পর “আছালামু আলাইনা অ আলা এবাদিল্লা হিছালেহীন পড়িবে। আর বাহির হইতে পড়িবে “বিছমিল্লাহে অছা-লামু আলা রাছুলিল্লাহে। অতঃপরে আসিয়াছে—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اَعْصِمْنِي مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

পড়িবে।

ইয়া রাব্ব হায়ে অ-ছায়েম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খাল্কে কুলেহিম।

স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত

এমন মুছলমান কে আছে যে স্বপ্নে নবীয়ে করীম (ছঃ) এর জিয়ারতের

আকাংখা না করে। এশক ও মহব্বতের মাত্রা হিসাবে সেই আকাংখাও বন্ধিত হইতে থাকে। বুজুর্গানে দীন আপন আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে অনেক প্রকার আমল এবং দরুদ শরীফ বাতলাইয়া গিয়াছেন যদ্বারা হুজুরের জিয়ারত নছীব হয়।

আল্লামা ছাখাবী কওলে বাদী’র মধ্যে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন—

مَنْ مَلَأَ قَلْبَهُ رُوحَ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ وَمَلَأَ جَسَدَهُ مُحَمَّدًا فِي الْأَجْسَادِ وَمَلَأَ قَبْرَهُ فِي الْقُبُورِ

যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর রুহ মুবারকের উপর এবং তাহার দেহ মুবারকের উপর এবং তাহার কবর শরীফের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিবে সে ব্যক্তি স্বপ্ন যোগে আমার সাক্ষাৎ লাভ করিবে। আর যে স্বপ্নে আমাকে দেখিবে সে কেয়ামতের দিন আমাকে দেখিতে পাইবে। আর যে কেয়ামতের দিন আসাকে দেখিতে পাইবে তাহার জন্ত আমি সুপারিশ করিব। আর যার জন্য আমি সুপারিশ করিব সে আমার হাওজ হইতে পানি পান করিবে এবং আল্লাহ পাক তাহার শরীরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করিয়া দিবেন।

অতঃপরে জায়গায় লিখিত আছে। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে হুজুরের জেয়ারত লাভ করিতে ইচ্ছা করে সে যেন এই দরুদ শরীফ পাঠ করে—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نَعْمَلَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى

যেই ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ বেজোড় সংখ্যায় পড়িবে সে স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত লাভে ধৃত হইবে। তারপর এই দোয়াও পড়িতে হইবে।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ

الْقَبُورِ

হজরত থানবী (রঃ) জাহাঙ্গীরীদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন দরুদ শরীফের মধুরতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, উহার বরকতে প্রেমিকগণ স্বপ্ন-যোগে প্রিয়নবীর জেয়ারত লাভ করিয়া থাকে। বুজুর্গানে দ্বীন কোন কোন দরুদ শরীফকে পরীক্ষাও করিয়াছেন।

হজরত শায়েখ আবহুল হক মোহাম্মদে দেহলবী লিখিয়াছেন, জুমার রাতে প্রথমে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িবে এবং প্রত্যেক রাকাতে এগার বার আয়াতুল কুরছী এবং এগার বার কুলহুয়াল্লাহ পড়িবে ও ছালামের পর একশতবার দরুদ শরীফ পাঠ করিবে। ইনশা'আল্লা তিন জুমা অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই হজুরে আকরাম (ছঃ) এর জিয়ারত নছীব হইবে এই দরুদ পাঠ করিবে—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

وَسَلِّمْ

আল্লাহুমা ছালামে আলা মোহাম্মাদে নিম্নাবীয়াল উম্মিয়ো অ আ লিহী অ-আছহাবিহী অ-ছালামে।

হজরত শায়েখ অম্ম তদবীর এইরূপ লিখিয়াছেন, প্রত্যেক রাকাতে আলহামদুর পর ২৫ বার কুলহুয়াল্লাহ শরীপ পড়িবে ও ছালাম ফিরাইবার পর 'ছালামুল্লাহু আলাম্মাবিযিয়াল উম্মিয়ো এই দরুদ শরীফ এক হাজার বার পড়িবে। ইনশাআল্লা থাকে হজুরের জিয়ারত নছীব হইবে।

তৃতীয় তদবীর এই যে, শুইবার সময় নিম্ন লিখিত দরুদ শরীফ সত্তর বার পড়িয়া শুইলে জিয়ারত নছীব হইবে। দরুদ শরীফ এই—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ إِذْ وَارِكَ وَمَعْدِنِ

أَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعُرْوَسِ مَمْلُوكَتِكَ وَإِمَامِ حَضْرَتِكَ

وَطَرَاكِ مَلِكِكَ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ الْمُتَلَدِّ

بِقَوْلِ حَيْدِكَ إِنْسَانٍ عَيْنِ الرَّجُودِ وَالسَّبَبِ نَبِيِّ كُلِّ مَوْجُودٍ

مِنْ أَمْثَالِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نَوَاضِعِهَا نِكَ مَوَاهِدَ تَذَرُومَ
بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى بِبِقَائِكَ لَا مَنْتَهَى لَهَا وَنِ مَلِكِكَ صَلَوَةٌ
تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

অম্ম তদবীর শায়েখ ইহাও লিখিয়াছেন, শুইবার সময় ইহাকে বারবার পড়িলে জিয়ারত নছীব হইবে।

اللَّهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبَّ
الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ابْلُغْ لِرُوحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَنَّا
الْسَّلَامَ

কিন্তু মনে রাখিবেন, এত বড় দৌলত নছীব হওয়ার জন্ত শর্ত হইল দিলের পরিপূর্ণ আবেগ ও আগ্রহ এবং জাহেরী বাতেনী পাপ সমূহ হইতে বাচিয়া থাকা।

হজুর (ছঃ) কে স্বপ্ন দেখার জন্য

হজরত খিজিরের বাতলান তদবীর

হজরত শাহ অলি উল্লাহ (রঃ) নাওয়াদের গ্রন্থে হজরত খিজির (আঃ) এর বাতলান কোন কোন অলি আবদাল হইতে কিছু সংখ্যক আমল বর্ণনা করিয়াছেন (তবে মনে রাখিবে খিজিরের বাতলান তরীকা কোন ফেকাহ শাস্ত্রের মাছ আলা নয় বরং উহা স্বপ্ন যোগের সুসংবাদ মাত্র। কাজেই উহা দলীল হওয়ার উপর কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই)।

তন্মধ্যে একটি এই যে, জনৈক আবদাল হজরত খিজির (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন, হজুর-রাতি বেলায় পালন করিবার জন্ত আমাকে একটা আমল বাতলাইয়া দিন। তিনি বলিলেন মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত নফল নামাজে মশগুল থাকিবে। কাহারও সহিত কথা বলিবেনা। নফলের দুই দুই রাকাত পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে। প্রত্যেক রাকাতে একবার আলহামদু শরীফ পড়িয়া তিনবার কুলহুয়াল্লাহ পড়িবে। এশার পর কোন

কথাবার্তা না বলিয়া ঘরে গিয়া ছই রাকাত নফল আদায় করিবে। প্রত্যেক রাকাতে একবার আলহামদু শরীফ ও সাতবার কুলহুয়াল্লাহ শরীফ পড়িবে। তারপর একটি সিজদা করিবে যাহার মধ্যে সাতবার আস্তাগফেরুল্লাহ ও সাতবার দরুদ শরীফ এবং সাতবার এই তাছবীহ পড়িবে। 'ছোবহানাল্লাহ, আলহামদু বিল্লাহ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আকবার, লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।' অতঃপর ছেজদাহ হইতে মাথা উঠাইয়া দোয়ার জন্য হাত উঠাইবে এবং দোয়া পড়িবে।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا إِلَهَ الْاَوَّلِيْنَ
وَالْآخِرِيْنَ يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا يَا رَبِّ
يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا إِلَهَ يَا إِلَهَ يَا إِلَهَ

অতঃপর ঐ অবস্থায় হাত উঠাইয়া দাঁড়াইয়া যাইবে এবং দাঁড়ান অবস্থায় এই দোয়া আবার পড়িবে তারপর ডান দিকে কাং হইয়া কেবলামুখী হইয়া শুইয়া পড়িবে। এবং ঘুম আসা পর্যন্ত দরুদ শরীফ পড়িতে থাকিবে যেই ব্যক্তি একদিন এবং নেক নিয়তের সহিত এই আমল করিতে থাকিবে সে মৃত্যুর পূর্বে পূর্বে নিশ্চয় হজুরে পাক (হঃ) কে স্বপ্নে দেখিবে। কোন কোন লোক এই তদবীরকে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহারা বেহেশতের মধ্যে সমস্ত আশিয়ায়ে কেরাম ও হজুরে পাক (হঃ) কে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাহাদের সহিত কথা বলিবার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন। এই আমলের আরও অনেক ফজীলত বর্ণিত আছে।

আল্লামা দামাদী হায়াতুল হায়ওয়ান এশ্বে লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমার নামাজের পর অজু অবস্থায় মোহাম্মদ রাছুল্লাহ। আহমদ রাছুল্লাহ পরত্রিশবার লিখিবে এবং সে কাগজটা নিজের সাথে রাখিবে আল্লাহ পাক তাহাকে এবাদতের শক্তি এবং বরকত দান করিবেন। শয়তানের ধোঁকা হইতে তাহাকে হেফাজত করিবেন। আর যদি সেই কাগজের টুকরাকে প্রতিদিন সূর্য উঠার সময় দরুদ পড়িতে পড়িতে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে তবে সে বেশী বেশী করিয়া স্বপ্নে হজুরের জিয়ারত লাভ করিবে।

স্বপ্নে প্রিয়নবীর জিয়ারত লাভ করা নিঃসন্দেহে একটি বিরাট সৌভাগ্যের

ব্যাপার। তবে এবিষয়ে দুইটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ যাহা খানবী (রঃ) নশরুলীব এশ্বে লিখিয়াছেনঃ এবিষয় সকলেরই জানা উচিত যে, জাগরণ অবস্থায় যাহারা নবীজীর পবিত্র দর্শন লাভের সুযোগ পায় নাই তাহাদের জন্য স্বপ্নে তাহার জিয়ারত লাভ একটা সাধনার বস্তু এবং প্রকৃত পক্ষে একটি বিরাট নেয়ামত। এবং এই সৌভাগ্য হাছেলের পিছনে চেষ্টা তদবীরের কোন হাত নাই। ইহা শুধুমাত্র আল্লাহ দানেই সম্ভব হয়। কবি বলিয়াছেন।

‘এই সৌভাগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক দান না করেন কাহারও বাস্তবলের দ্বারা সম্ভব হয় না।

লক্ষ লক্ষ জীবন এই আক্ষেপেই শেষ হইয়া গিয়াছে। তবু হজুরের জিয়ারত লাভ সম্ভব হয় নাই। হাঁ অধিক মাত্রায় দরুদ শরীফ পড়া এবং ছুরতের পরিপূর্ণ তাবেদারী ও মহকব্বতের আবেগেই উহা সম্ভব হইয়া থাকে। তবে এইসব গুণে গুণান্বিত হইলেই জিয়ারত নছীব হইবে ইহা কোন জরুরী নয়। কারণ কাহারও না দেখার ভিতরও বিরাট হেকমতে রহিয়াছে। কাজেই হুঃখ করার কোন কারণ নাই। প্রকৃত প্রেমিকের আসল উদ্দেশ্য হইল মাগুকের সন্তুষ্টি, মিলন হউক বা না হউক তাহাতে কোন আফছোহ নাই। কবি বলেন—

أُرِيدُ وَمَا لِيُ وَ يُرِيدُ هَجْرِي

فَأَثَرُ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ

আমি মাহব্বের মিলন চাই আর মাহব্ব চায় আমার বিচ্ছেদ। কাজেই মাহব্বের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে আমার ইচ্ছা ত্যাগ করিলাম।

আরেকে শীরাঙ্গী বলেন -

অর্থাৎ : মিলন বা বিচ্ছেদের দিকে না তাকাইয়া শুধু মাহব্বের সন্তুষ্টিই তলব কর। কেননা মাহব্বের সন্তুষ্টি ব্যতীত তাহার নিকট অন্য কিছু চাওয়া জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে আর একটা কথা উল্লেখ যোগ্য এই যে, তাবেদারীর সহিত সন্তুষ্টি বিধান না করিয়া জিয়ারত হাছেল হইলেও তাহাতে কোন লাভ

নাই। যেমন হজুরের জমানায় কত লোক বাহ্যিক নজরে তাঁহাকে দেখিয়াও বাতেন হিসাবে তাহার মাহরুম থাকিয়া যায়। আবার অনেক লোক বাহ্যত মোলাকাত না করিয়াও প্রকৃত পক্ষে প্রিয়নবীর প্রিয় ভাজন হয়, যেমন হজরত ওয়ায়েছ করনী (রঃ)। এমন কি ছাহাবাদিগকে হজুর এরশাদ করেন -তোমাদের মধ্যে কেহ ওয়ায়েছের সাক্ষাৎ লাভ করিলে সে যেন তাহার নিকট দোয়ার জন্য প্রার্থনা করে। হজরত ওমর হইতে বর্ণিত আছে, হজুরে পাক একবার তাহার নিকট হজরত ওয়ায়েছের জিকির করিয়া বলেন, ওয়ায়েছ যদি কোন বিষয় কছম খাইয়া বসে তবে আল্লাহ পাক উহা নিশ্চয় পূরা করিবেন। কাজেই তাহার সহিত সাক্ষাত হইলে তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া চাহিও।

کوئہا اویس د ورمکرھوکیا قریب
بوجہل تھا قریب مگرد ورمکرھوکیا

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি নবীয়ে করীমকে স্বপ্নে দেখিল সে নিশ্চয় হজুরের জিয়ারত লাভ করিল। কারণ ছহী হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, আল্লাহ পাক শয়তানকে এই শক্তি দান করেন নাই যে স্বপ্নের মধ্যে সে যে কোন ভাবে হজুরের ছুরত ধরিয়া আত্ম প্রকাশ করে। যেমন শয়তান এই কথা বলিতে পারিবে না যে আমি নবী। অথবা যে, স্বপ্নে দেখে সেও শয়তানের বিষয় এই কথা বুঝিতে পারিবে না যে এই লোকটা নবী। কারণ ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ নবীয়ে করীম (ছঃ) কে তাঁহার আসল ছুরতে না দেখিয়া অন্য কোন শানে বা ছুরতে দেখিতে পায় তবে উহা দর্শকেরই ক্রটি মনে করিতে হইবে। যেমন কোন এক ব্যক্তি চোখে লাল অথবা সবুজ চশমা পরিল তাহার সামনে যে কোন বস্তুকে লাল অথবা সবুজই দেখা যাইবে এমনভাবে চক্ষু রোগের দরুণ এক বস্তুকে দুইটি দেখিলে তাহা বস্তুর নয় দর্শকের দোষ। এইভাবে হজুরের নিকট শরীয়তের বরখেলাফ কোন কিছু শুনিতে পাইলে উহার উপর আমল করা জায়েজ হইবে না বরং মনে করিতে হইবে উহা নবীজীর তরফ হইতে ধমক স্বরূপ। যেমন সাধারণতঃ কোন ব্যাপারে পুত্র পিতার কথা অমান্য করিলে পিতা রাগ করিয়া বলিতে থাকে কর তুই এই কাজ কর অর্থাৎ ইহার মজা দেখিবি। প্রকৃত পক্ষে এখানে করার জন্য কোন আদেশ নয় বরং ইহা ক্রোধের সূরে নিষেধের শব্দ।

বস্তুতঃ স্বপ্নের তাৎপর্য উপলব্ধি করা একটি সুস্ব বিদ্যা। তাত্ত্বিক আনাম

কীতাবীর মানাম নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে একজন ফেরেশতাকে বলিতে দেখে যে তোমার স্ত্রী তোমাকে অমুক দোস্তের সাহায্যে তোমাকে বিষ পান করাইতে চায়। জনৈক বিজ্ঞ লোক উহার এই তা'বীর করিল যে লোকটি তোমার স্ত্রীর সহিত জিনায় লিপ্ত আছে। তা'বীরটি সঠিকই ছিল। মাজাহেরে হক গ্রন্থে লিখিত আছে, যে হজুরকে দেখিল সে যে কোন ছুরতেই দেখুকনা কেন যথার্থই হজুরকে দেখিল। ভাল ছুরতে দেখিলে দ্বীনের ব্যাপারে নিজের মজবুতি মনে করিবে আর তার বিপরীত দেখিলে দ্বীনের ব্যাপারে দর্শকের দুর্বলতাই মনে করিতে হইবে।

এতএব প্রিয়নবীর জিয়ারত লাভ দর্শকের অবস্থা জানার জন্য একটি কষ্টি পাথর স্বরূপ। উহার দ্বারা আত্মশুদ্ধির সুযোগ পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় অবশ্য শক্তির ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। যেমন জৈনিক দরবেশ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল হজুর নাকি তাহাকে বলিতেছেন তুমি শরাব পান কর। স্বপ্ন বিশারদগণ ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিল। কিন্তু মদীনা শরীফের জনৈক অভিজ্ঞ আলেম বলিলেন প্রকৃত পক্ষে হজুর বলিলেন শরাব পান করিও না, লোকটি শুনিতে ভুল করিয়াছে। কিন্তু আমার মতে শরাব পান কর এই কথা হইলেও কোন ক্রটি নাই। কারণ উহাতে ধমক বুঝায়। উহা বর্ণনা ভঙ্গির দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

ইয়া রাব্বের ছালে অ-ছালেম দায়েমান আবাদ

আলা হাবীবেকা খাইদিল খালকে কুলেহিম।

হজরত থানবী (রঃ) জাহুছ ছায়ীদ গ্রন্থে দরুদ এবং ছালামের একটা চল্লিশ হাদীছ (ছেহেল হাদীছ) লিখিয়াছেন। এই পুস্তিকায় তরজমাসহ উহা লেখা যাইতেছে। এই চল্লিশ হাদীছের মধ্যে পঁচিশটা দরুদ সম্পর্কে ও পনেরটা ছালাম সম্পর্কে। হাদীছে বর্ণিত আছে, যে আমার উম্মতের নিকট চল্লিশটি হাদীছ পৌছাইয়া দিবে আল্লাহ পাক তাহাকে আলেমদের দলভূত করিয়া হাশর করিবেন ও আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব। তাই হাদীছগুলি প্রচারে দরুদ এবং তাবলীগ এই দ্বিগুণ ছওয়াবের আশা করা যায়। বরকতের জন্ত প্রথমে ছালাম শব্দ সম্বলিত দুইটি আয়াতও পেশ করা যাইতেছে।

কোরানের আয়াত :

سَلَامٌ عَلَىٰ مَهَادَةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

(১)

আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় বান্দাদের উপর ছালাম বর্ষিত হউক।

سَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ

(২)

প্রেরিত পুরুষগণের উপর ছালাম বর্ষিত হউক।

চল্লিশ হাদীছ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقَدَّرَ

الْمُقَرَّبَ مِنْكَ -

হে আল্লাহ! মোহাম্মদ (ছ:) ও তাঁহার আওলাদের উপর দরুদ প্রেরণ কর এবং তোমার নিকটবর্তী স্থানে পৌছাইয়া দাও।

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْبَارِعَةِ صَلِّ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مِنْ رَحْمَتِكَ لَا تَسْطِطُ بَعْدَهُ أَبَدًا -

হে খোদা! কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী দাওয়াত এবং উপকারী রহমতের মালিকের তরফ হইতে প্রিয় নবীর উপর দরুদ প্রেরণ কর এবং আমার উপর এমনি ভাবে রাজী হও যেন তারপর আর কখনও নারাজ না হও।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْ رَحْمَتِكَ وَرَسُولِكَ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ -

হে আল্লাহ! রহমত প্রেরণ কর তোমার বান্দা এবং রাছুল মোহাম্মদ (ছ:) এর উপর এবং মোমেন মুসলমান পুরুষ ও নারীদের উপর।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ

وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

حَمِيدٌ مُجِيدٌ -

হে খোদা! মোহাম্মদ (ছ:) ও তাঁহার আওলাদের উপর রহমত প্রেরণ কর। এবং বরকত প্রেরণ কর মোহাম্মদ (ছ:) ও তাঁহার আওলাদের উপর যেমন তুমি ইব্রাহীম (আ:) ও তাঁহার আওলাদের প্রতি রহমত এবং বরকত প্রেরণ করিয়াছ।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ - اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ -

হে খোদা! মোহাম্মদ (ছ:) ও তাঁহার আওলাদের প্রতি দরুদ প্রেরণ কর যেমন তুমি দরুদ প্রেরণ করিয়াছ ইব্রাহীম (আ:) এর আওলাদের উপর। নিশ্চয় তুমি বুজুর্গ প্রশংসিত। হে খোদা! তুমি মোহাম্মদ (ছ:) ও তাঁহার আওলাদের উপর বরকত দান কর যেমন বরকত দান করিয়াছ ইব্রাহীম ও তাঁহার আওলাদের প্রতি নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত বুজুর্গ।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ -

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَىٰ

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

مُجِيدٌ -

على ابراهيم وعلى انك حميد مجيد -

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
ابراهيم انك حميد مجيد - اللهم بارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل
ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
على آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد -

اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على
آل ابراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما
باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين
وذريته أهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد -
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على ابراهيم وتوحيهم على محمد وعلى آل
محمد كما توحيهم على ابراهيم وعلى آل ابراهيم -

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
محمد وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد - اللهم بارك على
محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل
ابراهيم انك حميد مجيد - اللهم ترحم على محمد كما ترحم
على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد - اللهم
تحنن على محمد وعلى آل محمد عما تهننت على ابراهيم
انك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد
كما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد -
(۱۷) اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم
على محمد وعلى آل محمد وأرحم محمد وآل محمد كما
صليت وباركت وتوحيهم على ابراهيم وعلى آل ابراهيم

في العالمين انك حميد مجيد

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على

ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد - اللهم بارك
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم
وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد -

উল্লিখিত দরুদ সমূহকে নামাজ ওয়ালা দরুদ বলা হয়। এইগুলির
অর্থ প্রায় সবগুলিরই একই প্রকার।

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على
ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
على ابراهيم -

اللهم صل على محمد بن النبي الامي وعلى آل محمد
كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد بن النبي
الامي كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى
آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلواتك تكتب
لك رضا وله جزاء ولحقة أداء واطمة الوسيلة والفضيلة
والمقام المدهود الذي وعدته واخبره بما هو اهله
واجزة افضل ما جازيت فيها من قومه ورسولاه عن امته
وصل على جميع اخوانه من النبيين واصحابهم يا
ارحم الراحمين -

اللهم صل على محمد بن النبي الامي وعلى آل محمد
كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد
بن النبي الامي وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم
وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
ابراهيم انك حميد مجيد

اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين
على محمد بن النبي الامي -

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد

كما جعلتها على آل إبراهيم أنك جهود مجهد وبارك على
مهود وعلى آل مهود كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم أنك جهود مجهد -

ومضى الله على النبي الأسمى

ছালাম শরু সম্বলিত হাদীছ

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عهدة الله
الصالحين - أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مهودا
عبد ورسوله -

অর্থ : মৌখিক, শারীরিক এবং আর্থিক যাবতীয় এবাদত একমাত্র
আল্লাহর জন্য। হে নবী ! আপনার উপর ছালাম আল্লাহর রহমত এবং বরকত
অবতীর্ণ হউক। ছালাম আমাদের উপর আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর।
আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ বাতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আরও
সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ (ছ:) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁহার রাছুল।

التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عهدة الله الصالحين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مهودا عبد ورسوله

التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عهدة الله
الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له وأشهد
أن مهودا عبد ورسوله -

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عهدة الله
الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مهودا عبد
ورسوله -

بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى
عهدة الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مهودا

عهد ورسوله أسأل الله المجدنة وأعوذ بالله من النار -
التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عهدة الله
الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مهودا عبد
ورسوله -

بسم الله وبالله خير الاسماء التحيات الطيبات الصلوات
له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
مهودا عبد ورسوله أرسلة بالحق بشيرا ونذيرا وإن
الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة
الله وبركاته السلام علينا وعلى عهدة الله الصالحين اللهم
اغفر لي وأهدني -

التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته -

بسم الله التحيات لله الصلوات الزاكيات لله السلام على
النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عهدة الله
الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن مهودا
رسول الله -

التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا
إله إلا الله وحد لا شريك له وأن مهودا عبد ورسوله
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا
وعلى عهدة الله الصالحين -

التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة
الله وبركاته السلام علينا وعلى عهدة الله الصالحين -

التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله السلام علينا وعلى عهدة الله الصالحين أشهد
أن لا إله إلا الله وأشهد أن مهودا عبد ورسوله -

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عهدة

الله الصالحين شهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا
رسول الله -

بسم الله والسلام على رسول الله

আল্লাহ মা ছাখাবী (রঃ) কওলে বাদী গ্রন্থে খাছ খাছ সময়ের জন্ত বিশেষ বিশেষ দরুদ শরীফের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অজু ও তায়াম্মুম শেষ করার পর, ফরজ গোহল আদায় করার পর, হায়েজ হইতে পাক হওয়ার পর, নামাজের ভিতরে, নামাজের, পরে নামাজ কায়েম হইবার সময়, ফজর এবং মাগরিবের পর, আতাহিয়াতুর পর, দোয়া কুহুতের মধ্যে তাহাজ্জুদের মধ্যে এবং পরে। মসজিদ দেখিলে এবং উহাতে প্রবেশ করিলে ও বাহির হইবার সময়, আজানের উত্তরের পর, জুমার রাত্রে এবং দিনে শনিবার সোমবার এবং মঙ্গলবারের, জুমা এবং উভয় ঈদের খোতবার মধ্যে, এস্কেন্কা নামাজে। কুছুফ এবং খুছুফ নামাজের খোতবার মধ্যে ঈদ এবং জানাজার তাকবীরাতে মাকখানে, মুদাঁকে কবরে রাখিবার সময় শাবান মাসে, বায়তুল্লাহ শরীফে দৃষ্টি পড়িবার সময় হজের মধ্যে ছাফা মারওয়ার উঠিবার সময়, লাক্বায়েক বলার পর, হাজরে আছওয়াদ চূষনের সময়, মোলতাজেমকে জড়াইয়া ধরিয়া, আরফাতের সন্ধ্যায়, মিনার মসজিদে, মদীনায়ে পাকে দৃষ্টি পড়িলে, হজুরের কবর শরীফ জিয়ারতের সময়, এবং তথা হইতে রোখছতের সময়, হজুরের নিশান সমূহের উপর এবং তাহার চলার পথে, যেমন বদর ইত্যাদিতে চলিবার সময়, জানোয়ার জবেহ করার সময়, তেজারতের সময়, অছিয়ত নামা লিখিবার সময়, বিয়ের খোতবায়, দিনের শুরুতে এবং শেষ ভাগে, শয়নের সময়, ছফরের সময়, ছওয়ারীতে উঠার সময়, নিদ্রা কম হইলে, বাজারে যাওয়ার কালে, দাওয়াতে যাইবার সময়, ঘরে প্রবেশ করিতে। কিতাব লিখিবার শুরুতে, বিছমিল্লার পব, পেরেশানীর সময়, বিপদের সময়, অভাবের সময়, ডুবিয়া যাওয়ার সময়, প্লেগের জমানায়, দোয়ার শুরুতে এবং শেষে ও মধ্যভাগে কানে এবং পায়ে অস্থখ হইলে, হাঁছি আসিলে। কোন জিনিস রাখিয়া ভুলিয়া গেলে, কোন জিনিস ভাল লাগিলে, মুলা খাওয়ার জন্ত, গাধায় আওয়াজ দেওয়ার সময়, গোনাহ হইতে তওবা করার সময়, কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে। এবং প্রত্যেক সময়, যাহাকে কোন অপবাদ দেওয়া হয়, বন্ধুদের সহিত

সাফাতের সময়, লোকজনের একত্রিত হওয়ার সময় এবং পৃথক হইবার সময়, কোরান শরীফ খতম করার সময়, কোরান শরীফ হেকজ করার দোয়ার মধ্যে, মজলিস শেষ হইলে পর, জিকিরের মজলিসে কথা বলার শুরুতে প্রিয়নবীর জিকির হইলে, এলেম এবং হাদীছ চর্চার সময়, কতুয়া এবং ওয়াজের সময়, হজুরের নাম মোবারক লিখিবার সময়।

আল্লামা ছাখাবী এই সব বিশেষ বিশেষ সময়ের উল্লেখ করিয়া উহার সমর্থনে হাদীছও পেশ করিয়াছেন। তবে একটা কথা এখানে লক্ষণীয় যে আল্লামা ছাখাবী শাফেয়ী মজহাবের অনুসারী কাজেই উল্লেখিত সময় সমূহের দরুদ পড়া তাহাদের মজহাব মোতাবেক ছন্নত। হানাফীদের মতে অনেক ক্ষেত্রে পড়া মাকরুহ। আল্লামা শাফেয়ী লিখিয়াছেন নামাজের শেষ বৈঠকে সর্বদা ছন্নত ছাড়াও নফল সমূহের প্রথম বৈঠকে এবং জানাজা নামাজেও দরুদ পড়া ছন্নত। আর যে কোন সময়ই দরুদ পড়া সম্ভব তাহা মোস্তাহাব। তবে শর্ত হইল তাহাতে যদি কোন ওজর না থাকে। কোন কোন ওলামা দরুদ পড়া মোস্তাহাব লিখিয়াছেন, জুমার দিন এবং রাতে শনিবারে রবিবারে বৃহস্পতিবারে, সকাল বিকাল এবং মসজিদে প্রবেশ এবং বাহির হইবার সময়, হজুরের কবর শরীফ জিয়ারতের সময়, ছাফা মারওয়ার মধ্যে, ঈদে ও জুমার খুতবার মধ্যে আজানের উত্তরের পর, তাকবীরের সময়, দোয়া করার শুরুতে, মধ্যভাগে এবং শেষ দিকে, দোয়া কুহুতের পর, লাক্বায়েকের পর, মিলন এবং বিচ্ছেদের সময়, অজু করার সময়, কানে আওয়াজ করার সময়, কোন জিনিস ভুলিয়া যাইবার সময়, ওয়াজ এবং জ্ঞান চর্চার সময়, হাদীছ পড়ার শুরু এবং শেষে। কতুয়া চাওয়া এবং লেখার সময়, গ্রন্থাকারের জন্ত, পড়ার সময়, পড়াইবার সময়, খতীবের জন্য বিয়ের প্রস্তাবের সময়, নিজের বিয়ের জন্য ও অপরের বিয়ের জন্য। বই পুস্তকের জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে এবং হজুর-পাকের পবিত্র নাম লওয়া শুনা এবং লেখার সময়। এবং সাতটি সময়ে দরুদ শরীফ পড়া মাকরুহ, স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময়, পেশাব পাখানার সময়, বস্ত্র বিক্রীর প্রচারের সময়, ঠোঁকর খাওয়ার সময়, আশর্চ হইবার সময়, জানোয়ার জবেহ করিবার সময় হাঁছির সময়,। এইরূপ কোরান তেলাওয়াতের মাঝখানে হজুরের নাম আসিলে সেখানেও দরুদ পড়িবে না।

ইয়া রাব্বে ছল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা থাইরিল খালকে কুল্লেহিম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবীজীর উপর দরুদ শরীফ না পড়া সম্পর্কে সতর্ক বাণী

(১) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَجْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْضَرُوا الْمَنْهَرُ فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ آمِينَ ثُمَّ ارْتَقَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ ارْتَقَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ آمِينَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ فَقَالَ أَيْ جِبْرِيلُ مَوْضِعٌ لِي فَقَالَ بَعْدَ مِنْ ادْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ قُلْتُ آمِينَ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ بَعْدَ مِنْ ذَكَرْتُ عَنْدَهُ فَلَمْ يَمَلِكْ فَقُلْتُ آمِينَ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بَعْدَ مِنْ ادْرَكَ أَبُورِيعَةَ الْكَهَرِ عَنْدَهُ أَرَأَيْدُ هُمَا ذَلَمَ يَدُ خَلَاةِ الْجَنَّةِ قُلْتُ آمِينَ - (حَاكِمٌ وَبُخَارِي)

অর্থ : হজরত কায়্যাব বিন উজরা (রাঃ) বলেন, একদিন প্রিয় নবী আমাদিগকে এরশাদ করিলেন, তোমরা মিস্বরের নিকটবর্তী হও। আমরা সকলেই মিস্বরের কাছে পৌঁছলাম হজুর যখন মিস্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখিলেন বলিয়া উঠিলেন আমীন। যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখিলেন বলিলেন আমীন। আবার যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখিলেন বলিলেন আমীন। খোতবা শেষ করিয়া হজুর যখন নীচে অবতরণ করিলেন তখন আমরা আরজ করিলাম ইয়া রাহুল্লাহ! আমরা আজ আপনার জবানে এমন কিছু, শুনিলাম যাহা ইতিপূর্বে আমরা আর কখনও শুনি নাই। হজুর এরশাদ করমাইলেন, আমার নিকট হজরত জিব্রাইল তাশরীফ আনিয়াছিলেন। আমি যখন মিস্বরের প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করি তখন জিব্রাইল বলিলেন—যে ব্যক্তি রমযান মাস পাইল অথচ তাহার গুণাহ মাফ হইল না যে ধ্বংস হইয়া যাক। শুনিয়া আমি বলিলাম আমীন অর্থাৎ হে খোদা তুমি কবুল কর। অতঃপর আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখি তখন জিব্রাইল বলিলেন যাহার নিকট আপনার মোবারক নাম জিকির করা হয় আর সে আপনার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিল না সে

ধ্বংস হইয়া যাক। উত্তরে আমি বলিলাম আমীন। তারপর আমি যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখি জিব্রাইল বলিলেন, যে ব্যক্তির সম্মুখে তাহার পিতা মাতা উভয় অথবা তন্মধ্যে একজন বার্ষিক্যকো পৌঁছিল অথচ তাহার তাকে বেহেশতে পৌঁছাইতে পারিল না সেও ধ্বংস হইয়া যাক। শুনিয়া আমি বলিলাম আমীন।

এই হাদীছে হজরত জিব্রাইল তিনটা বদ দোয়া দিয়াছেন। হজুরও তাহার উপর আমীন বলিয়াছেন। প্রথমতঃ হজরত জিব্রাইলের মত শ্রেষ্ঠ এবং বুজুর্গ কেরেশতার বদদোয়া তদুপরি উহার উপর হজুরে পাকের আমীন বলা উহাকে কতই না গুরুতর বদদোয়ায় পরিণত করিয়াছে। আল্লাহ পাক আপন মেহেরবাণীর দ্বারা আমাদিগকে ঐ তিন বস্তু হইতে বাঁচিবার তওকীফ দান করুন! এবং ঐ গুরুতর অপরাধ হইতে হেঁচাজত করুন। নতুবা আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। দোররে মানচুর গ্রন্থে লিখিত আছে স্বয়ং জিব্রাইল হজুরকে আমীন বলিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তাই হজুর উহার উপর আমীন বলিয়াছেন। ইহাতে ঐ কয়টা জিনিসের গুরুত্ব আরও বাড়িয়া যায়। হজরত মালেক এব্নে হুয়াইরেছ হইতেও ঠিক এইরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। হজরত যাবের আশ্মার এবনে ইয়াছের, মাছউদ, এব্নে আক্বাছ, হজরত আবু জুর; হজরত বোরায়দা এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী হইতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। এমন কি আবুহুলাইহ এবনে হারেছের হাদীছে ধ্বংস হইবার করিয়া আসিয়াছে।

আল্লামা ছাখাবী বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা আরও বর্ণনা করেন যে হজুরের নাম শুনিয়া যে দরুদ পড়িল না তাহার জন্য ধ্বংস, সে বদবখত সে জাহান্নামের রাস্তা ভুলিয়া জাহান্নামের পথ ধরিল। সে জালেম, সব চেয়ে বড় বখীল, আরও বলেন যে হজুরের উপর দরুদ পাঠ করেনা তাহার দীন ঠিক নাই। সে প্রিয় নবীজীয় মোবারক চেহারা দর্শন হইতে বঞ্চিত রহিল।

ইয়া রাব্বে ছল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা থাইরিল খালকে কুল্লেহিম।

(২) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُطْهَلُ مَنْ ذَكَرْتُ عَنْدَهُ فَلَمْ يَمَلِكْ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خَالٍ) هَجْرَتِ أَلَا (رَا:) هَيْتَ بَنِي هَجْرَتِ بَاكِ أَرْشَادِ كَرَنَ يَاهَارِ

সামনে আমার জিকির করা হইল ও সে আমার উপর দরুদ পড়িল না সে বখীল (কৃপণ)। (বেখারী নাছারী)

আল্লাহ্ণা ছাখাবী এই হাদীছের মর্ম্মানুসারে একটা বসাত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

مَنْ لَمْ يَمِلْ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَهُ
فَهُوَ الْبَخِيلُ وَزِدْهُ وَصْفَ جَهَنَّمَ

হজুরের মোবারক যিকির করা হইলে যে ব্যক্তি তাহার উপর দরুদ না পড়ে সে বখীলত নিশ্চয়ই তছপরি বড়গুণ হইল তাহার সে কাপুরুষ ও বটে।

হজরত ইমাম হাছান এবং হোছায়েন হইতেও বর্ণিত আছে, ঐ ব্যক্তি বখীল যার সামনে আমার জিকির করা হইলে সে দরুদ পড়েনা আবু হোরায়রা এবং আনাছ হইতেও এইরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। অগ্নি হাদীছে আছে হজুর বলেন আমি কি তোমাদিগকে ঐ ব্যক্তির সন্ধান দিব যে সমস্ত বখীল হইতে শ্রেষ্ঠতর বখীল এবং কাপুরুষ সে হইল ঐ ব্যক্তি যাহার সামনে আমার নাম লওয়া হইল অথচ সে আমার উপর দরুদ পড়িল না।

আম্মাজান আয়েশা হইতে বর্ণিত আছে হজুর (ছঃ) বলেন ঐ ব্যক্তির জন্ত ধ্বংস যে রোজ কেয়ামতে আমাকে দেখিতে পাইবে না। আম্মাজান জিজ্ঞাসা করিলেন হজুর। আপনার জিয়ায়ত হইতে কোন্ ব্যক্তি বঞ্চিত থাকিবে? হজুর উত্তর করিলেন বখীল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন বখীল কাহাকে বলে? হজুর এরশাদ করিলেন যে আমার নাম শ্রবণ করিয়া দরুদ পাঠ করিল না।

হজরত জাবের এবং হাছান বছরী হইতে বর্ণিত, মানুষের কৃপণতার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে তাহার সামনে আমার নাম লওয়া সত্ত্বেও সে আমার উপর দরুদ পড়িল না। হজরত আবু জর গেফারী বলেন, আমি একদা প্রিয়নবীর খেদমতে হাজির ছিলাম। হজুর ছাহাবাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সবচেয়ে বড় কৃপণ ব্যক্তি কে তাহা কি আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিব? ছাহাবারা আরজ করিলেন নিশ্চয় করণ। হজুর বলেন যার সামনে আমার নাম উল্লেখ হইল অথচ সে আমার উপর দরুদ পাঠ করিল না সে-ই হইল সবচেয়ে বড় কৃপণ।

ইয়া রাব্ব হাছলে অ-ছালামে দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩) عَنْ قَتَادَةَ مَوْلَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْجَفَاءُ أَنْ أَذْكَرُ مَنْدَ رَجُلٍ فَلَا يَمْلِي مَلِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

হজুরে পাক এরশাদ করেন যাহার সম্মুখে আমার জিকির করা হইল আর সে আমার উপর দরুদ পড়িল না ইহা বড় জুলুমের কথা।

বাস্তবিকই প্রিয় নবীর এতবড় এহছান এবং দান সত্ত্বেও যে তাহার উপর দরুদ পড়ে না সে যে জালেম ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 'তাজ কেরাতুল রশীদ এশ্বে উল্লেখ আছে হজরত আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রঃ) মুরদানকে সাধারণতঃ দরুদ শরীফ পড়ার ছবক বেশী করিয়া দিতেন এমন কি কম পক্ষে দৈনিক তিন শতবার দরুদ পড়ার নির্দেশ দিতেন এবং বলিতেন একশতের কম ত হইতেই পারিবে না। তিনি বলিতেন হজুরের বহুত বড় এহছান সত্ত্বেও তাহার উপর দরুদ না পড়া বড়ই অগায়ের কথা। তাহার নিকট নামাজের মধ্যে পঠিত দরুদ শরীফই বেশী পছন্দনীয় ছিল। তারপর এসব দরুদ যাহার মধ্যে ছালাত এবং ছালাম শব্দ রহিয়াছে। দরুদে তাজ লাখী ইত্যাদি তিনি না পছন্দ করিতেন।

ইয়া রাব্ব হাছলে অ-ছালামে দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى ذِيَهُ وَلَمْ يَمْلُوا عَلَى نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ تَوْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أَنْ شَاءَ عَذَابٌ وَأَنْ شَاءَ غُفْرَانٌ) - (أَحْمَدُ ابْنُ دَاوُدَ)

হজুর এরশাদ করেন, কিছু সংখ্যক লোক যদি কোন মজলিসে বসে আর সেখানে আল্লাহ জিকির এবং প্রিয়নবীর উপর দরুদ পড়া না হয় সেই মজলিস কেয়ামতের দিন তাহাদের জন্য বিপদ স্বরূপ হইবে। তখন আল্লাহ পাকের ইচ্ছা তাহাদিগকে শাস্তিও দিতে পারেন ক্ষমাও করিয়া দিতে পারেন।

হজরত আবু হোরায়রা এবং আবু ওমামা প্রমুখ ছাহাবী হইতেও এইভাবে বর্ণিত আছে যে কোথাও লোকজন একত্রিত হইয়া দরুদ শরীফ

না পড়িয়াই যদি মজলিস ভাঙ্গিয়া যায় তবে উহা কেয়ামতের দিন আফছোহের কারণ হইবে অথবা বিপদ স্বরূপ হইবে। আবু ছায়ীদ খুদরীর হাদীছে বর্ণিত আছে তাহারা বেহশতী হইলেও দরুদ না পড়ার দরুদ আক্ষেপ করিবে। হজরত জাবেরের হাদীছে আসিয়াছে জিকির করিয়া এবং দরুদ না পড়িয়া উঠিয়া গেলে তাহারা যেন মরা পচা জানোয়ারের নিকট হইতে উঠিয়া গেল।

ইয়া রাবেব ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৫) عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عَبْدِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَلَّتْ أَيْهَا الْمَصْلَى فَإِذَا صَلَّيْتَ فَقَعْدَتْ فَاحْمَدِ اللَّهَ بِمَا أَهْلَكَ وَصَلَ عَلَى ثَمَّ إِذْ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمْدُ اللَّهِ وَصَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْهَا الْمَصْلَى أَدْعُ تَعَجِبُ (ترمذی - ابواؤد)

হজরত ফোজালা বিন ওবায়দ বলেন এক সময় হুজুর (ছ:) বসা ছিলেন ইজাযসরে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া নামাজ পড়িল ও নামাজান্তে এই দোয়া করিল 'হে শোদা! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর দয়া কর। তুমি প্রিয়নবী বলিলেন, হে মুছল্লী বড় তাড়াতাড়ি করিয়া ফেলিয়াছ। তোমার জ্ঞান উচিত ছিল নামাজ পড়িয়া কিছুক্ষণ বসিবে এবং আল্লাহ পাকের যথাযথ প্রশংসা করিবে এবং আমার উপর দরুদ পড়িয়া তারপর দোয়া করিবে। বর্ণনা করী বলেন পুনরায় আর এক ব্যক্তি আসিয়া নামাজ পড়িয়া প্রথমে আল্লাহ তায়ালায় খুব প্রশংসা করিল তারপর নবীজীর উপর দরুদ পাঠ করিল। প্রিয়নবী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে মোছল্লী! এখন তুমি দোয়া কর, কেননা তোমার দোয়া কবুল হইবে।

আল্লাহা ছাখাবী বলিতেন, দরুদ শরীফ দোয়ার প্রথম ভাগে মধ্য-ভাগে এবং শেষ দিকে হওয়া উচিত। ওলামাগণ এই বিষয়ে একমত যে, দোয়ার শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী ছাহেবের উপর দরুদ হওয়া চাই ঠিক দোয়ার শেষ দিকেও তদ্রূপ হওয়া চাই। আল্লাহা একলীশী বলেন তুমি দোয়া করিবার সময় প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা এবং দরুদ শরীফ শুরুতে

মধ্যখানে এবং শেষ ভাগে পাঠ কর এবং দরুদের ভিতর হুজুরের উচ্চ ফাজায়েলসমূহ বর্ণনা কর তবে তুমি মোস্তাজাবুদ দাওয়াত বনিয়া যাইবে অর্থাৎ তোমার দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে আর কোন পরদা থাকিবেনা।

হজরত জাবের হইতে বর্ণিত, হুজুর পাক (ছ:) বলেন আমাকে ছওয়ারের পেয়ালার মত বানাইওনা। আল্লাহা ছাখাবী উহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, ছওয়ার প্রয়োজন সারিয়া পেয়ালাকে পিছনে লটকাইয়া দেয়। অর্থাৎ আমাকে তোমরা দোয়ার শেষ দিকে ফেলিয়া দিওনা। হজরত এবনে মাছউদ বলেন কেহ আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে আল্লাহ পাকের শান মোতাবেক প্রশংসা করিবে। তারপর দরুদ পড়িয়া প্রার্থনা করিবে। ইহাতে বেশীর ভাগ আশা করা যায় সে দোয়ার মধ্যে কামিয়াব হইয়া যাইবে।

হজরত আবহুলা বিন ইউছুরে এবং হজরত আনাছ বলেন যে কোন দোয়ার শুরুতে আল্লাহর তা'রীফ এবং হুজুরের উপর দরুদ না পড়া হইলে উহা বন্ধ হইয়া থাকে। হা এই ছুই কাজ করিয়া দোয়া করিলে উহা নিশ্চয় কবুল হইয়া থাকে। হজরত আলী হইতে বর্ণিত, হুজুর আরও বলেন আমার উপর দরুদ পড়া তোমাদের দোয়াকে হেফাজত করে আর উহা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কারণ হয়। হজরত ওমর (রা:) বলেন আমাকে এই কথা বাতলানো হইয়াছে যে হুজুরে পাকের উপর দরুদ না পড়িলে দোয়া আহমান এবং জমিনের মধ্যখানে ঝুলিয়া থাকে। উপরে উঠিতে পারে না।

আবহুলাহ এবং আব্বাছ (দ:) বলেন তুমি যখন দোয়া কর হুজুরের উপর কিছু দরুদও উহার সহিত শামিল কর কেননা দরুদত নিশ্চয় কবুল হইয়া থাকে আর ইহা রহমতে শোদাওন্দীর শানের খেলাফ যে দোয়ার কিছু অংশ কবুল হইবে আর বাকী অংশ কবুল হইবে না।

হজরত আলী (রা:) বলেন, আল্লাহ পাক এবং যে কোন দোয়ার মাঝখানে পদা থাকে। তবে দোয়ার মধ্যে দরুদ শরীফ পড়া হইলে সেই পদা কাটিয়া সোজা কবুলিয়াতের দরজায় পৌছিয়া যায়। আর দরুদ না হইলে উহা ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

এবনে আতা বলেন দোয়ার জ্ঞাত কতকগুলি আরকান আছে, কতকগুলি পালক আছে, আবার কতকগুলি আছবাব ও সময় আছে যদি রোকনসমূহ ঠিক হয় তবে উহা শক্তিশালী হয়। আর যদি পালকসমূহ ঠিক হয় তবে উহা আকাশের উপর উড়িয়া যায় আর যদি আছবাবের মোতাবেক হয়

তবে উহা কামিয়াব হইয়া যায়।

দোয়ার আরকান হইল, হুজুরে কলব, কান্না, বিনয়, খুশু এবং আল্লাহর সহিত কলবের সম্পর্ক, উহার পালক হইল সততা, উহার সময় হইল শেষ রাত্রি আর উহার আছবাব হইল নবীয়ে করীমের উপর দরুদ পড়া।

হালাতুল হাজত

হজরত আবুহুলাহ বিন্ আবি আওফা (রঃ) বলেন একদা হুজুরে পাক (ছঃ) বাহিরে তাসরীফ আনিয়া এরশাদ করিলেন—যেই ব্যক্তির কোন হাজত আসিয়া উপস্থিত হয় চাই উহা আল্লাহ পাকের দরবারে হউক বা কোন মানুষের নিকটে হউক তখন তাহার উচিত সে যেন ভাল করিয়া অজু করে এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা খুব প্রশংসা করে ও নবীয়ে করীমের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তারপর যেন এই দোয়া পাঠ করে—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ
وَمُزَاتِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ
إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غُفِرَ لَكَ وَلَا هَمًّا إِلَّا تَرَجَّتْهُ وَلَا حَاجَةً
هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই যিনি বহুত বড় ধৈর্যশীল এবং দাতা, তিনি প্রত্যেক দোষ হইতে পবিত্র। তিনি আরশে আজীমের প্রভু। সমস্ত প্রশংসা ঐ খোদার জন্য যিনি সমগ্র মাখলুকের প্রভু। হে খোদা। আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি ঐসব বস্তুর জন্য যাহা তোমার রহমতকে ওয়াজেব করিয়া দেয়। আর এমন সব আমল চাই যাহা তোমার মাগফেরাতকে ওয়াজেব করিয়া দেয়। এবং প্রার্থনা করি প্রত্যেক নেকীর অংশের জন্য এবং প্রত্যেক গুনাহ হইতে হেফাজত চাই। আমার জন্য এমন কোন গুনাহ রাখিবেন না যাহা আপনি ক্ষমা না করিবেন এবং এমন কোন চিন্তা ফিকির রাখিবেন না যাহা আপনি দূর না করিয়া দিবেন।

আর আপনার মজ্বি মোতাবেক আমার কোন হাজত আপনি পুরা না করিয়া ছাড়িবেন না। ইয়া আরহামুর রাহেমীন।

ইয়া রাব্বের ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১) প্রথম পরিচ্ছেদে দরুদ শরীফ পড়ার নির্দেশ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। নির্দেশ অর্থ হুকুম আর হুকুম শব্দ শরীয়তের বিধান মোতাবেক ওয়াজেব রূপে ব্যবহৃত হয়। এইজন্য ওলামাদের সর্ব সম্মত অভিমত হইল কমপক্ষে জীবনে একবার দরুদ শরীফ পড়া ফরজ। কিন্তু তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে হুজুরের নাম আসা মাত্রই যে দরুদ পড়ে না সে কৃপণ, জালেম, বদবখত। তাহার উপর জিব্রাইলের এবং স্বয়ং হুজুরের বদদোয়া ইত্যাদি। এই সব বর্ণনানুসারে কোন কোন আলেমের মতে যখনই প্রিয়নবীর নাম আসিবে তখনই দরুদ পড়া ওয়াজেব। হাক্কেজ এবনে হাজার ফতহুল বারী গ্রন্থে এবিষয়ে দশটি মতামত উল্লেখ করিয়াছেন। আওজাজুল মাহালেফ গ্রন্থে লিখিত আছে প্রত্যেক মুছলমানের উপর জীবনে কমপক্ষে একবার দরুদ পড়া ফরজ। হানাকী মজহাব মতে ইমাম তাহাবী বলেন হুজুরের নাম বলা বা শুনা মাত্রই দরুদ পড়া ওয়াজেব আর ইমাম কারাখীর মতে জীবনে একবার পড়াই ফরজ আর প্রত্যেক বার পড়া মোস্তাহাব।

(২) নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর নামের পূর্বে ছাইয়োদেনা শব্দ বাড়াইয়া বলা মোস্তাহাব। যেহেতু হুজুর বাস্তব ক্ষেত্রেও সর্দার কাজেই সর্দার বলিতে কোন অশুবিধা নাই। আবার কেহ কেহ আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীছের উপর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া বলে যে ছাইয়োদেনা বলা ঠিক নহে। উক্ত হাদীছে আছে জনৈক বিদেশী প্রতিনিধিদল নবীজীর দরবারে আসিয়া বলিয়াছিল আন্তা ছাইয়োতুনা অর্থাৎ আপনি আমাদের সর্দার। হুজুর উত্তর করেন আসল সর্দার হইল আল্লাহ পাক। হুজুরের কথা বাস্তবিক পক্ষেও সত্য কেননা প্রকৃত সর্দারত আল্লাহ পাকই বটে। তাই

বলিয়া হুজুরকে সদাঁর বলা না জায়েজ বুঝায় না। মেশকাত শরীফে স্বয়ং হুজুর ফরমাইতেছেন আনা ছাইয়োছন্নাকে ইয়াওমাল কেয়ামতে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আমি সমগ্র মানব জাতির সদাঁর হইব। অতঃ হাদীছে বর্ণিত আছে আমি কেয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তানের সদাঁর। ইহাতে কোন গর্ব নাই। এইসব হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় হুজুরকে ছাইয়োদ বলা চলে, তবে আবু দাউদ শরীফে যে বলা হইয়াছে ছাইয়োদ হইলেন আল্লাহ পাক। তার অর্থ হইল প্রকৃত এবং হাকিকী ছাইয়োদ আল্লাহ পাক। যেমন প্রিয়নবী এরশাদ করেন মিছকীন এই ব্যক্তি নয় যে লোকের দুয়ারে এক দুই লোকমার জন্ত ফিরে বরং মিছকীন এই ব্যক্তি যার সামর্থ্যও নাই অথচ লোকের কাছেও ভিক্ষা চায় না।” তাই বলিয়া যে দুয়ারে দুয়ারে ফিরে তাকে কি লোকে মিছকীন বলে না? নিশ্চয় বলে। অন্যত্র হুজুর এরশাদ করিয়াছেন পলোয়ান এই ব্যক্তি নয় যে অপরকে পরাজিত করিল বরং এই ব্যক্তি যে রোগের সময় নফছকে দমন করিল। হুজুর আরও বলেন যার কোন সন্তান নাই সে-ই নিঃসন্তান নহে বরং যার কোন ছোট ছেলে মেয়ে মারা যায় নাই সে-ই নিঃসন্তান। এই দুই হাদীছেও যে সন্তকে আছাড় দিতে পারে লোকে তাহাকেও পলোয়ান বলে আর যার কোন আওলাদ নাই তাকেও লোকে নিঃসন্তান বলে। কাজেই বুঝা গেলে প্রকৃত প্রস্তাবে এবং হাকিকী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই হুজুরকেও ছাইয়োদ বলিতে কোন অসুবিধা নাই যদিও প্রকৃত ছাইয়োদ আল্লাহ পাক। আসলে হুজুর যেখানে বলিয়াছিলেন আল্লাহ পাকই সদাঁর সেখানে এই লোকেরা হুজুরের অতি মাত্রায় প্রশংসা করিয়াছিল তাই হুজুর বিনয়ের সহিত বলিয়াছিলেন সদাঁর ত আমি নই বরং সদাঁর আল্লাহ তায়ালা। হজরত এবনে মাছউদের হাদীছে পরিষ্কার আসিয়াছে, আল্লাহুমা ছল্লে আলা ছাইয়োদিল মোরছালীন। তছপরি কোরানে পাকে হজরত ইয়াহ-ইয়ার শানে বলা হইয়াছে “ছাইয়োদাঁও হাছুর।” বোখারী শরীফে হজরত ওমরের উক্তি বর্ণিত আছে। “আবু বকর ছাইয়োছনা আঁতাকা ছাইয়োদানা” অর্থাৎ আবু বকর আমাদের সদাঁর তিনি আমাদের সদাঁর বেলালকে আজাদ করিয়া দিয়াছেন।

বোখারী শরীফে হজরত ছায়াদের শানে হুজুর বলিয়াছেন, ‘কুম- ইলা ছাইয়োদেকুম’ অর্থাৎ তোমাদের সদাঁরের জন্ত তোমরা দাঁড়াইয়া যাও। এইসব রেওয়াজে দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে হুজুর (ছঃ)-কে ছাইয়োদ বলার

মধ্যে কোন প্রকার অসুবিধা নাই।

(৭) এইভাবে বিভিন্ন হাদীছ এবং কোরানের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হুজুরের নামে মাওলা শব্দও ব্যবহার করা চলে। হ্যাঁ যেখানে আল্লাহকে মাওলা বলা হইয়াছে সেখানে মাওলা শব্দের স্বার্থ হইবে রব অর্থাৎ প্রতিপালক। আর যেখানে হুজুরকে মাওলা বলা হইয়াছে সেখানে অর্থ হইবে সাহায্যকারী। আল্লামা ছাখাবী কওলে বাদীয়ে মধ্যে ও আল্লামা কোছতলানী মাওয়াহেবে লাছন্নিয়ার মধ্যে হুজুরের নামসমূহের মধ্যে মাওলা শব্দকেও একটি নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই হুজুরের নামের পূর্বে মাওলা শব্দ ব্যবহার করিতেও কোন অসুবিধা নাই।

ইয়া রাব্ব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪) যদি কোথাও লেখার মধ্যে হুজুরের নাম আসিয়া পড়ে তবে নাম মোবারকের সহিত দরুদ শরীফও লিখিতে হইবে যদিও হাদীছ লেখার ব্যাপারে মোহাদ্দেছীনগণ কঠোর নীতিমালা নির্ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ ওস্তাদের নিকট হইতে যাহা শুনিবে তাহাই লিখিতে হইবে এমনকি ভুল শুনিয়া থাকিলে সেই ভুলও নিভুলভাবে লিখিতে হইবে হ্যাঁ কোন শব্দের ব্যাখ্যা লিখিতে হইলে উহাকে আলাদাভাবে লিখিতে হইবে। এইসব কড়াকড়ি সত্ত্বেও মোহাদ্দেছীনগণের সর্বসম্মত রায় হইল ওস্তাদের মুখে দরুদ শরীফ শুনিতে পায় বা না পায় যে কোন ছুরতে উহাকে লিখিতেই হইবে। ইমাম নববী এবং আল্লাম ছুয়ুতী লিখিয়াছেন হুজুরের মোবারক নাম লিখিবার সময় জবান এবং আঙ্গুল উভয়টাকে একত্রিত করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে আসল কিতাবের অনুসরণ করা কোন জরুরী নয়।

আল্লামা ছাখাবী বলেন তুমি হুজুরের মোবারক নাম লইবার সময় যেমন দরুদ শরীফ পড়িয়া থাক তদ্রূপ হুজুরের নাম লিখিবার সময়ও আপন আঙ্গুলী দ্বারা দরুদ শরীফ লিখ, কেননা হাদীছ লিখকদের ইহাতেই বহুত বড় কামিয়াবী। ওলামাগণ বারংবার হুজুরের নাম আসিলে বারংবার পুরা দরুদ শরীফ লেখাকে মোস্তাহাব বলিয়াছেন, মুখ এবং অলসদের মত দরুদের উপর সংকেত চিহ্ন লিখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হজরত আবু হোরাযরা হইতে বর্ণিত নবীয়ে পাক এরশাদ করেন যে ব্যক্তি কোন কিতাবের মধ্যে আমার নামের সহিত দরুদ শরীফ লেখে যতদিন এই কিতাবে আমার নাম থাকে ততদিন কেরেশতা তাহার উপর দরুদ

পাঠাইতে থাকে। হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর এরশাদ বয়ান করিতেছেন যে, যে আমার তরফ হইতে কোন এলেমের কথা লেখে এবং তাহার সহিত দরুদ শরীফও লেখে যতদিন পর্যন্ত সেই কিতাব পড়া যাইবে ততদিন পর্যন্ত সে ব্যক্তি ছওয়াব পাইতে থাকিবে।

আল্লামা ছাখাবী বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন কেয়ামতের দিন যাহারা হাদীছ শরীফ লিখিতেন ঐসব ওলামা হাজির হইবেন এমতাবস্থায় যে তাহাদের হাতে দোয়াত থাকিবে যদ্বারা তাহারা হাদীছ লিখিতেন। আল্লাহ পাক হজরত জিব্রীলকে বলিবেন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে তাহারা কে এবং কি চায়; তাহারা আরজ করিবে যে আমরা হাদীছ লিপিবদ্ধ করিতাম, এরশাদ হইবে যাও তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর যেহেতু তোমরা আমার প্রিয় নবীর উপর বেশী করিয়া দরুদ পাঠাইতে। আল্লামা নববি এবং আল্লামা ছাখাবী বলেন বারংবার হুজুরের নাম লিখিতে বারংবার দরুদ শরীফও লিখিবে ইহাতে অলসতা করা ঠিক নহে। কেননা উহার মধ্যে অনেক উপকারিতা নিহিত আছে। আর যাহারা উহা করে না তাহারা অনেক লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। ওলামাগণ লিখিয়াছেন—

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

এই আয়াত দ্বারা মোহাদ্দেহীনকে বুঝায় কেননা তাহারা বেশী বেশী করিয়া প্রিয়নবীর উপর দরুদ পাঠ করিতেন।

ছাহেবে এত্‌হাক বলেন তালেবে এলেমদিগকে তাড়াতাড়ি পড়ার সময় দরুদ শরীফ ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক নহে কেননা এই ব্যাপারে আমরা অনেক মোবারক স্বপ্ন দেখিয়াছি। হজরত ছুফিয়ান এব্‌নে উয়াইনা বলেন আমার একজন বন্ধু ছিল। সে মারা যাওয়ার পর আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, সে বলিল আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম কোন আমলের বরকতে? সে বলিল আমি নবীয়ে করীমের সাথে ছল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লাম লিখিতাম। এই জন্ত আমি মাগফিরাত লাভ করিয়াছি। আবুল হাছান মায়মুনী বলেন, আমি আপন ওস্তাদ আবু আলাকে স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইলাম যে তাহার আঙ্গুলীর উপর কি যেন স্বর্ণ অথবা

জাফরান রং এ লিখিত রঙ্গিয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কি জিনিস? তিনি বলিলেন আমি হাদীছে পাকের উপর ছল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লাম লিখিতাম।

হাছান এব্‌নে মোহাম্মদ বলেন আমি ইমাম আহমদ এব্‌নে হাম্বলকে খাবে দেখিতে পাই। তিনি আমাকে বলেন কিতাবের মধ্যে নবীয়ে করীম (ছঃ) এর উপর দরুদ শরীফ লেখার যে কত গুরুত্ব আমার সামনে ভাসিতেছে, আফছোছ তুমি যদি তাহা দেখিতে পাইতে।

ইয়া রাব্বের ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১) হজরত থানবী (রাঃ) জাহুছ ছায়ীদ এশ্বে লিখিয়াছেন, যখনই হুজুরের নাম মোবারক লিখিবে ছালাত এবং ছালাম উভয়টা লিখিবে অর্থাৎ ছল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লাম পুরা লিখিবে।

(২) জনৈক ব্যক্তি হাদীছ শরীফ লিখিত। সে কুপণতা করিয়া প্রিয় নবীর মোবারক নামের সাথে দরুদ শরীফ লিখিত না, তাহার ডান হাত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া যায়।

(৩) এব্‌নে হাজার মকী লিখিয়াছেন জনৈক ব্যক্তি শুধু ছল্লাল্লাহু আলাইহে লিখিত অ-ছাল্লাম শব্দ লিখিত না। ইহাতে প্রিয়নবী তাহাকে স্বপ্নে এরশাদ করিলেন তুমি নিজেকে চল্লিশটি নেকী হইতে কেন বঞ্চিত করিতেছ? (অ-ছাল্লাম লিখিতে চারটি আরবী অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরে দশ নেকী করিয়া মোট চল্লিশটি নেকী হয়।)

(৪) দরুদ শরীফ পড়নেওয়ালার উচিত সে যেন শরীর এবং কাপড়কে পরিষ্কার রাখে।

(৫) প্রিয়নবীর নামের পূর্বে ছায়েদেনা বাড়াইয়া বলিতে হইবে কেননা উহা বলা মোস্তাহাব।

দরুদ শরীফ সম্পর্কে হজরত থানবী কয়েকটি মাছআলা লিখিয়াছেন -

(১) জীবনে একবার দরুদ শরীফ পড়া ফরজ।

(২) একই মজলিসে কয়েকবার হুজুরের নাম আসিলে ইমাম তাহাবীর মতে প্রত্যেক বার দরুদ পড়া ওয়াজেব আর কতুয়া হইল একবার পড়া ওয়াজেব এবং বারবার পড়া মোস্তাহাব।

(৩) নামাজের মধ্যে শেষ বৈঠকের পর ব্যতীত অন্য যে কোন স্থানে

দরুদ পড়া মাকরুহ।

(৮) খোত্বা পড়ার সময় খতীব যখন হুজুরের নাম উল্লেখ করেন অথবা দরুদ পড়ার আয়াত পাঠ করেন তখন ঠোঁট না নাড়িয়া দিলে দিলে ছল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম পড়িবে।

(৯) অজু ব্যতীত দরুদ শরীফ পড়া জায়েজ। হ'। ওজুর সহিত পড়া বহুত ভাল।

(১০) নবী এবং কেরেশতা ব্যতীত ভিন্নভাবে অথ কাহারও নামের উপর দরুদ পড়িবে না। তবে একত্রে পড়ায় কোন অসুবিধা নাই। যেমন এই রকম বলা ঠিক নহে আল্লাহুমা ছল্লে আলা আ-লে মোহাম্মদ, বরং এই ভাবে বলিবে—আল্লাহুমা ছল্লে আলা মোহাম্মাদিওঁ অ-আলা আ-লে মোহাম্মাদিন।

(১১) দোরের মোখতার গ্রন্থে লিখিত আছে—কোন ব্যবসার আছবাব খুলিবার সময় যেখানে দরুদ শরীফ মকছূদ না হয় শুধু ছুনিয়ার উদ্দেশ্য সাধন মকছূদ হয় দরুদ শরীফ পড়া নিষেধ।

(১২) দোরের মোখতার গ্রন্থে বর্ণিত আছে দরুদ শরীফ পড়ার সময় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নাড়াচাড়া করা বা চিৎকার করিয়া পড়া মুখ'তা। ইহাতে বুঝা যায় যে কোন কোন স্থানে নামাজের পর যে প্রথা অনুসারে চিৎকার দিয়া দিয়া দরুদ পড়া হয় উহা ত্যাগ করা উচিত।

ইয়া রাব্বের ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ।।

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

পক্ষের পরিচ্ছেদ

দরুদ শরীফ সম্পর্কীয় কতিপয় ঘটনা

দরুদ শরীফের বিষয় আল্লাহ পাকের হুকুম এবং নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পবিত্র বাণী সমূহের পর কেছা কাহিনীর উল্লেখ তেমন কোন গুরুত্ব রাখেনা। কিন্তু মানুষের স্বভাব হইল বুজুর্গানের ঘটনাবলীতে অধিক উৎসাহিত হয়। তাই পূর্বকার বুজুর্গেরা দরুদ ছম্পর্কীয় অনেক কেছা কাহিনীও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। হজরত খানবী (রঃ) জাহুছ ছায়ীদ

গ্রন্থে পুরা একটা পরিচ্ছেদে শুধু কেছা কাহিনী বর্ণনা করেন। আমি ঐ সমস্ত কাহিনী ছবছ বর্ণনা করিয়া উহার উপর আরও কয়েকটি কেছা বর্ণনা করিতেছি।

(১) মাওরাহেবে লাহন্নিয়া গ্রন্থে তাফছীরে কোশায়রী হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিবস কোন একজন মোমেনের নেকীর পাল্লা হালকা হইয়া যাইবে তখন নবীয়ে করীম (ছঃ) আগুলের মাথা বরাবর এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া নেক আমলের পাল্লায় রাখিয়া দিবেন যদ্বারা নেকীর পাল্লা ঝুঁকিয়া পড়িবে, সেই মোমেন বলিয়া উঠিবে আমার মাতাপিতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনি কে হজুর? আপনার ছুরত এবং আখলাক কতই না উত্তম। হজুর (ছঃ) উত্তর করিবেন আমি তোমার নবী। আর ইহা হইল তোমার পড়া দরুদ শরীফ। তোমার প্রয়োজনের সময় আমি উহা আদায় করিয়া দিগাম।

(২) বিখ্যাত বুজুর্গ তায়েয়ী ধলীকা হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ সিরিয়া হইতে মদীন। শরীফ পর্যন্ত শুধুমাত্র হজুরের রওজার তাঁহার তরফ হইতে ছালাম পাঠ করিবার জন্ত বিশেষ দূত পাঠাইতেন।

(৩) রওজাতুল আহবার গ্রন্থে ইমাম ইছমাইল এবং ইব্রাহীম মোজানী হইতে যিনি ইমাম শাফেরী (রাঃ) এর বিখ্যাত শাগরেদ ছিলেন বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আমি ইমাম শাফেরী (রাঃ) কে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে তাহাকে ইজ্জত ও সম্মানের সহিত যেন বেহেশতে প্রবেশ করিয়া দেওয়া হয়। এবং এইসব আমার একটা দরুদের বরকতে হাছিল হইয়াছে। যাহা আমি সর্বদা পাঠ করিতাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সেটা কিরূপ দরুদ শরীফ? তিনি বলিলেন উহা এই যে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الَّذِ كُرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ

عَنْ ذِكْرِهِ اَلْنَا نَلُوْنَ . (حصن)

“আলাহুমা ছল্লে আলা মোহাম্মাদিন কুলামা জাকারাহুজ্জ জাকেরুনা অ-কুলামা গাফালা আন জিকরিহিল গাফেলুনা।”

(৪) মানাহেজুল হাছানাত গ্রন্থে এবনে ফাকেহানীর ফজরে মুনীর কিতাব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে যে, জনৈক বুজুর্গ বলেন, কোন এক সময় একটি জাহাজ ডুবিয়া যাইতেছিল। আমি সে জাহাজে ছিলাম, হঠাৎ আমার তল্লা আসিয়া পড়ে, ঐ মুহুর্তে আমি রাছুল্লাহ (ছঃ)-কে স্বপ্নে দেখিতে পাই। হুজুর আমাকে নিম্নলিখিত দরুদ শরীফটি দিয়া বলিলেন জাহাজের আরোহীদিগকে ইহা এক হাজার বার পড়িতে বল। আমরা উহা তিনশত বার পড়ার সাথে সাথেই জাহাজ বিপদ হইতে বাঁচিয়া গেল। উক্ত দরুদ শরীফ এই-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاتًا تَنْجِيُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ
الْاَهْوَالِ وَالْاَنْتَانِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا
بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْزُقُنَا بِهَا اَمْلًا اَدْرَجَاتٍ وَتُبَلِّغُنَا
بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ

কেহ কেহ পরে “ইন্নাকা আলা-কুল্লে শাইয়িন কাদীর” পড়ারও উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) ওবায়দুল্লাহ বিন ওমর কাওযারীর বর্ণনা করেন; আমার একজন প্রতিবেশী লেখার কাজ করিত। তাহার এন্তেকালের পর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, ভাই! আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? সে বলিল আমাকে কমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল, আমার অভ্যাস ছিল যখনই হুজুরের নাম মোবারক লিখিতাম তখনই নামের সহিত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লামও লিখিতাম। আল্লাহ পাক উহাকে পছন্দ করিয়া আমাকে এমন জিনিস দান করিয়াছেন যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই এবং কোন কর্ণও শ্রবণ করে নাই বা কাহারও অন্তরে উহার কল্পনাও হয় নাই।

(গোল্‌শানে জাম্মাত)

(৬) দালায়েলুল খায়রাতে কিতাবের গ্রন্থকার কোন এক সময় ছফরা-বস্থায় পানির দারুণ অভাবের সম্মুখীন হন। এবং বালতি রশী না থাকায় খুব পেরেশান হইয়া পড়েন। একটা মেয়ে তাহার এই হ্রাবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কুয়ার মধ্যে খুঁধু ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে পানি কুয়ার মুখ পর্যন্ত ফুলিয়া উঠিল তিনি আশ্চর্য হইয়া কিসে উহা সম্ভব হইল জিজ্ঞাসা করিলে মেয়েটি বলিল ইহা একমাত্র দরুদ শরীফের বরকতে সম্ভব হইয়াছে। তারপরই তিনি বিখ্যাত ‘দালায়েলুল খায়রাতে’ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন।

(৭) শায়েখ জরদাক (রঃ) লিখিয়াছেন ‘দালায়েলুল খায়রাতে কিতাবের গ্রন্থকারের কবর হইতে মেশক এবং আশ্রের খুশবু আসে। এবং উহা একমাত্র দরুদ শরীফের বরকতেই হইয়াছে।

(৮) আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আমার নিকট লাখনৌর একজন বিখ্যাত কাতেবের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তাহার অভ্যাস ছিল প্রতি দিন সকাল বেলায় লেখা আরম্ভ করিবার শুরুতেই একটি সাদা খাতায় একবার দরুদ শরীফ লিখিয়া রাখিত তারপর লেখার কাজ শুরু করিত। উক্ত লোকটি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন আল্লার ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিতে থাকে হায়! সেখানে আমার কি উপায় হইবে। ইত্যবসরে একজন মাজযুব সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল বাবা তুমি কেন ঘাবড়াইতেছ? তোমার সে সাদা খাতাটা যেখানে দরুদ শরীফ লেখা হইত উহা সেই দরবারে পেশ করা হইয়াছে।

(৯) মাওলানা ফয়জুল হাছান ছাহারানপুরী ছাহেবের জামাতা স্বয়ং আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, যেখানে হুজুরত মাওলানা মরহুম এন্তেকাল করেন সেখান হইতে দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত আতরের সুগন্ধি আসিতে থাকে, এই ঘটনা যখন মাওলানা কাছেম (রঃ)-এর খেদমতে উল্লেখ করা হয় তখন তিনি বলেন যে উহা একমাত্র দরুদ শরীফের বরকতেই হাছিল হইয়াছে। কেননা মাওলানা মরহুম প্রতি জুমার রাতে জাগ্রত থাকিয়া শুধু দরুদ শরীফের আমল করিতেন।

(১০) বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবু জোরআ (রঃ) জনৈক বুজুর্গকে স্বপ্নে দেখিতে পান যে তিনি ফেরেশতাদের সহিত আছমানে নামাজ পড়িতেছেন। এই কজিলত কিসে হাছিল হইল উহার কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন আমি দশ লক্ষ হাদীছ লিখিয়াছি। আর যখনই নবীয়ে

পাকের নাম মোবারক আসিত তখনই আমি দরুদ শরীফ লিখিতাম। অতএব কারণে আমার এই মর্বাদা হাছেল হইয়াছে। (কেহ কেহ বলেন আবু জোরআ নিজে স্বপ্ন দেখেন নাই বরং তাহাকে অন্য কোন বুজুর্গ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন)।

(১১) জনৈক ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-কে তাঁহার এন্তেকালের পর স্বপ্নে দেখেন এবং তাঁহার মাগফেরাতের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন আমি প্রতি জুমার রাতে এই পাঁচটি দরুদ শরীফ পাঠ করিতাম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُحَمَّدٌ بَعْدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِاَصْلَوَاتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَنْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ

এই দরুদ শরীফকে দরুদে খামছা বলা হয়।

(১২) শায়েখ এব্নে হাজার মক্কী (রঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি অন্য একজন বুজুর্গ ব্যক্তিকে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমাকে মাক করিয়া দিয়াছেন এবং বেহেশতে দাখেল করিয়া দিয়াছেন। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন কেরেশতাগণ আমার গুনাহ এবং আমার দরুদেব হিসাব লইয়া দেখিয়াছেন যে গুনাহ হইতে দরুদেব সংখ্যা বেশী দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে আল্লাহ পাক বলেন, বেশ তাহার আর কোন হিসাবের প্রয়োজন নাই, তাহাকে বেহেশতে লইয়া যাও।

(১৩) শায়েখ এব্নে হাজার মক্কী লিখিয়াছেন, জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তির অভ্যাস ছিল প্রতি রাতে নিদিষ্ট সংখ্যক দরুদ পাঠ করিয়া নিদ্রা যাইতেন। একদা রাত্রি বেলায় স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে রাহুল্লাহ (ছঃ) তাহার ঘরে তাগরীক আনিয়াছেন যহার সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়া গিয়াছে।

হজুরে পাক তাহাকে বলেন যেই মুখে তুমি দরুদ পড়িতে উঠা পেশ কর আমি উহাতে চুষন করিব। লোকটি লজ্জায় মুখমণ্ডল পেশ করিল। হজুর তাহার গালে চুষন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সে জাগ্রত হইয়া দেখিতে পাইল সমস্ত ঘরে মেশকের স্মৃগন্ধে ভর্তি হইয়া আছে।

(৪) শায়েখ আবহুল হক মোহাদ্দেছে দেহলবী (রঃ) মাদারেজুনবুওত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যখন হজরত হাওয়া (আঃ) পয়দা হন তখন আদম (আঃ) তাঁহার দিকে হাত বাড়াইতে লাগিলেন। ফেরেশতাগণ বলিলেন তোমাদের বিয়ে হওয়া এবং মোহর আদায় করা পর্যন্ত ছবর কর। জিজ্ঞাসা করা হইল বিয়ের মোহর কি জিনিস? ফেরেশতারা বলিলেন মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ)-এর উপর তিনবার দরুদ শরীফ পাঠ করা, অন্য রেওয়ায়েতে আসিয়াছে বিশ্বাব দরুদ শরীফ পাঠ করা।

উল্লিখিত কেছা সমূহ জাহুছ ছায়ীদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উহার উপর আরও কতিপয় কেছা বন্ধিত করা গেল।

ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দা-য়েমান আবাদা,
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৫) আল্লামা ছাখাবী লিখিয়াছেন, রশীদ আত্তার বর্ণনা করিয়াছেন যে আমাদের মিসরে একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন যাহার নাম আবু ছায়ীদ খাইয়াত ছিল। তিনি নির্জনে থাকিতেন ও লোকজনের সহিত মেলামেশা করিতেন না। কিছুদিন পর তিনি এব্নে শরীফের মজলিসে খুব বেশী আশা যাওয়া শুরু করেন। লোকজন উহাতে আশ্চর্য হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—আমি হজুরে পাক (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখিতে পাই হজুর আমাকে এরশাদ করেন যে, তুমি এব্নে রশীকের মজলিসে বেশী বেশী যাইতে থাক কেননা সে আপন মজলিসে আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরুদ পাঠ করিয়া থাকে।

ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৬) আবুল আববাহ আহমদ এব্নে মনছুরের এন্তেকালের পর জনৈক ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে পাইল যে, তিনি সিরাজ নগরের জামে মসজিদে মিস্বরের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার শরীরে একজোড়া মহামূল্যবান কাপড় রহিয়াছে ও মণিমুক্তায় ভরপুর একটা টুপি রহিয়াছে। স্বপ্নদৃষ্টা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল আল্লাহ পাক, আমাকে কমা

করিয়া দিয়াছেন এবং আমাকে বহু সম্মান দেখাইয়া আমার মাথায় হুয়ের তাজ পরাইয়াছেন। এবং এই সব একমাত্র নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর উপর বেশী বেশী করিয়া দরুদ পড়ার বরকতে হাছেল হইয়াছে।

ইয়া রাবের ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গে দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৭) জনৈক বুজুর্গ ছুফী বর্ণনা করিতেছেন যে, মেহতাহ নামীয় একজন যুবক ছিল। যে কোন প্রকার পাপ কাজ করিতে সে ভয় করিত না। মৃত্যুর পর আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহ পাক তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। সে বলিল আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম কি আমলের বরকতে তুমি মাফ পাইয়াছ? সে উত্তর করিল, আমি একজন মোহাদ্দেছের খেদমতে বসিয়া হাদীছ নকল করিতেছিলাম। ওস্তাদ সাহেব দরুদ শরীফ পাঠ করিলেন আমিও তাঁহার সহিত অনেক জোরে দরুদ শরীফ পড়িলাম, আমার আওয়াজ শুনিয়া মজলিসের সকলেই দরুদ শরীফ পাঠ করিল। আল্লাহ পাক সেই মজলিসের সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন।

নোজহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে এইরূপ অল্প একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, জনৈক বুজুর্গ বলেন আমার একজন প্রতিবেশী ছিল বড় পাপী। আমি তাহাকে তওবা করিবার জন্য তাকীদ করিতাম। সে কিছুতেই আমার কথা শুনিত না। সে যখন মারা গেল, আমি তাহাকে বেহেশতের মধ্যে দেখিতে পাই। জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এই মর্দাদায় কি করিয়া পৌছিয়াছ? সে বলিল, আমি একজন মোহাদ্দেছের দরবারে হাজির ছিলাম। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হুজুরে পাক (ছঃ)-এর উপর জোরে জোরে দরুদ শরীফ পাঠ করিবে তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজেব। তখন আমি জোরে দরুদ পড়িতে লাগিলাম এবং আমার সহিত উপস্থিত সকলেই দরুদ পড়িয়া উঠিল। আল্লাহ পাক ঐ মজলিসের সকলকেই ক্ষমা করিয়া দেন।

ইয়া রাবের ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গে দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৮) আবুল হাছান বাগদাদী দারমী বলেন যে তিনি আবু আবহুলাহ বিন হামেদকে তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েকবার স্বপ্নে দেখিতে পান। এবং জিজ্ঞাসা করেন যে তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং আমার উপর

অনেক দয়া করিয়াছেন। আবুল হাছান বলেন আমাকে এমন একটা আমল বাতলাইয়া দিন যদ্বারা আমি সোজা বেহেশতে চলিয়া যাইতে পারি। তিনি বলেন এক হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। যার মধ্যে প্রত্যেক রাকাতে এক হাজার বার কুলহয়ান্নাহ পড়িবে। তিনি বলেন ইহাত বড় কঠিন ব্যাপার। তখন বলেন বে, তবে প্রতি রাতে এক হাজার বার দরুদ শরীফ পড়িতে থাক। দারমী বলেন তারপর হইতে উহার উপর আমি আমল করিতে থাকি।

ইয়া রাবের ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গে দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৯) জনৈক ব্যক্তি আবু হাফছ কাগজী (রঃ)-কে তাঁহার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল জনাব আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমার উপর দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন ও আমাকে বেহেশতে দাখেল করিয়া দিয়াছেন। সে বলিল হুজুর উহা কি করিয়া সম্ভব হইল? তিনি বলিলেন ফেরেশতাগণ আমার গুনাহ এবং আমার দরুদ শরীফকে ওজন করিয়া দেখিয়াছেন যে আমার দরুদের পাল্লা ভারী হইয়া গিয়াছে। তখন আমার মাওলা বলিলেন হে ফেরেশতাগণ বেশ বেশ! আর কোন হিসাব লইবে না। তাহা হইলে আমার বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দাও।

ইয়া রাবের ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গে দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২০) আল্লামা ছাখাবী কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে বর্ণনা করেন যে বনী ইছরাঈলের মধ্যে একজন বহুত বড় পাপী ছিল, যখন সে মারা যায় লোকে তাহাকে কোথাও ফেলিয়া দেয়। আল্লাহ পাক হজরত মুছা (আঃ)-কে অহীর মারফত জানাইয়া দেন যে, তাহাকে গোছল দিয়া তাহার উপর জানাজা নামাজ পড় কেননা আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিয়াছি। হজরত মুছা (আঃ) আরজ করিলেন হে পরওয়ারদেগার! উহা কেমন করিয়া হইল? আল্লাহ পাক বলিলেন এই লোকটি কোন একদিন তৌরীত কিতাব খুলিয়াছিল এবং সেখানে মোহাম্মদ (ছঃ)-এর নাম দেখিয়া তাহার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিয়াছিল। এই জন্য আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।

এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা বুঝায় না যে শুধুমাত্র একবার দরুদ শরীফ পাঠ করিলেই যাবতীয় ছগীরা কবীরা গুনাহ এবং বান্দার হক সমূহ মাফ হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে এই সব কেছার মধ্যে অতিরঞ্জিত বা মিথ্যার লেশ মাত্রও নাই। হাঁ! ব্যাপার হইল এই যে ইহা মেহেরবান পরওয়ার-দেগারের কবুলিয়তের ব্যাপার। তিনি যদি কাহারও সামান্য এতটুকু এবাদতও পছন্দ করিয়া ক্ষমা করিয়া দেন তবে তাঁহার একমাত্র মেহেরবানী ছাড়া আর কিছু নয়।

বর্ণিত আছে—

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء -

“নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁহার সহিত শেরেক করাকে ক্ষমা করিবেন না। (অর্থঃ মোশরেক এবং কাফেরদিগকে ক্ষমা করিবেন না) উহা বাতীত যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন কোন এক ব্যক্তি অথবা এক ব্যক্তির হাজার হাজার টাকা দেনা আছে। এমতাবস্থায় করজদার ব্যক্তির কোন কাজে সন্তুষ্ট হইয়া যদি মহাজন ব্যক্তি তাহার প্রাপ্য সমস্ত কর্ত্ত মাফ করিয়া দেন অথবা বিনা কোন কারণেই মাফ করিয়া দেয় তবে কাহার সাধ্য আছে যে কিছু বলিতে পারে? এই ভাবে মেহেরবান খোদাও যদি শুধুমাত্র আপন দয়া ও বখশিশের দ্বারা কাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেন তবে উহা অসম্ভব কিসের?

এই সব কেছা কাহিনীর দ্বারা এই কথা প্রতিপন্ন হয় যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দরুদ শরীফের বিরাট প্রভাব রহিয়াছে। সুতরাং খুব বেশী বেশী উহার আমল করা উচিত। কেননা কোন সময়ের বা বিরূপ মহকুমার সহিত পড়িলে একটি মাত্র পড়া ও যদি মনিবের পছন্দ হইয়া বসে তবে সব বেড়া পার।

بس هه اينه ايک ناله بهی اگر پنهانی هه
گرچه کرتے هين بهت سے ناله و فریاد هم

অর্থঃ—আমাদের শত সহস্র কান্নাকাটির মধ্যে যদি একটি মাত্র কান্নাও তাঁহার দরবারে পৌঁছিয়া যায় তবুও মকছুদ হাছেলের জন্য যথেষ্ট।

ইয়া রাব্বের ছায়ে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২১) জনৈক বুজুর্গ স্বপ্নযোগে একটি ভয়ানক বদছুরত জিনিস দেখিতে পাইয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি আবার কি বালা মছিবত? সে বলিল আমি তোমার বদ আমল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা তোমার থেকে বাঁচিবার উপায় কি? সে বলিল হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর বেশী বেশী করিয়া দরুদ শরীফ পাঠ করা।

আমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে দিবারাত্রি বদ আমলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে না। অথচ সেই বদ আমলের তুফান হইতে বাঁচিবার কত সুন্দর সহজ ব্যবস্থা হইল হজুরে পাকের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা। চলা ফেরায় উঠা বসায় যত বেশী পড়া যায় ত্রুটি করি কিছুতেই উচিত নহে। কেননা উহা হইল যেন একচ্ছীরে আ'জম বা অমৃত সুধা।

ইয়া রাব্বের ছায়ে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২২) শায়খুল মাশায়েখ হজরত শিবলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন যে আমার একজন প্রতিবেশীর মৃত্যুর পর তাহাকে আমি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছ? লোকটি বলিল শিবলী! বহুত বড় বিপদের সম্মুখীন আমি হইয়াছি এবং মনকির নকীরের প্রশ্নের উত্তরে আমি ধাঁধায় পড়িয়া যাই। মনে মনে চিন্তা করি খোদা একি বিপদ। আমি মুসলমান হইয়া মরি নাই? হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনিতে পাইলাম এই মছিবত তোমার বেহুদা মুখ চালনার প্রতিফল। যখন ঐ দুই ফেরেশতা আমাকে শাস্তি দিতে উদ্দত হইল তখন সঙ্গে সঙ্গে অপরূপ সুন্দর একযুবক শান্তিদাতা ফেরেশতাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার শরীর হইতে খোশবু আসিতেছিল। সে আমাকে ফেরেশতাদের উত্তর শিখাইয়া দিল। আমি উত্তর বলিয়া দিলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম খোদা আপনার উপর রহম করুন আপনি কে আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন আমি একব্যক্তি। তোমার বেশী বেশী দরুদ শরীফ পড়ার দরুণ আল্লাহ পাক আমাকে পয়দা করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন আমি যেন যে কোন বিপদে তোমাকে সাহায্য করিতে থাকি।

নেক আমল সমূহ সুন্দর ছুরতে এবং বদ আমল সমূহ বদছুরতে আখেরাতে আত্ম প্রকাশ করিবে। ফাজায়েলে ছাদাকাত দ্বিতীয় খণ্ডে মৃত-ব্যক্তির অবস্থার বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে যে, মৃতকে যখন কবরে রাখা হয়

তখন নামাজ তাহার ডান দিকে, রোজা তাহার বাম দিকে এবং কোরআন তেলাওয়াত ও আল্লার জিকির তাহার মাথার দিকে দাঁড়াইয়া যায় এবং যেই দিক হইতেই আজাব আসিতে থাকে তাহারা ফিরাইতে থাকে। এই ভাবে বদ আমল বদচরুতে আসিয়া হাজির হয়। যেমন জাকাতের মাল আদায় না করিলে কোরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে উহা বিরাট সাঁপ হইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিবে। হে খোদা! তুমি আমাদেরকে হেফাজত কর।

ইয়া রাব্বের ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৩) হজরত আবছর রহমান এবনে ছামুরা (রাঃ) বলেন এক সময় প্রিয়-নবী (ছঃ) ঘর হইতে বাহিরে তাশরীফ আনিয়া এরশাদ করিলেন আমি অদ্য রাত্রে একটা আশ্চর্য দৃশ্য অবলোকন করিয়াছি। জনৈক ব্যক্তিকে দেখিলাম পুল ছেরাতের উপর দিয়া কখনও পঁ। হেঁচুড়াইয়া, কখনও হামাগুড়ি দিয়া যাইতেছে আবার কখনও কখনও একেবারে আটকিয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় তাহার নিকট আমার উপর দরুদ শরীফ পড়া পৌঁছিয়া গেল এবং সে তাহাকে সোজা দাঁড় করাইয়া দিল। তারপর লোকটি সহজেই পুল ছেরাত পার হইয়া গেল। (তিবরানী)

ইয়া রাব্বের ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৪) হজরত ছুফিয়ান এবনে উয়াইনা (রঃ) হযরত খলফ হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমার এক বন্ধু আমাদের সহিত হাদীছ অধ্যয়ন করিত। তাহার এন্তেকালের পর আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই যে সে সবুজ রং এর পোশাক পরিহিত অবস্থায় দৌড়িয়া ফিরিতেছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি আমাদের সহিত হাদীছ পাঠ করিতে। এই সম্মান তুমি কি করিয়া লাভ করিলে? সে বলিল আমি তোমাদের সহিত হাদীছ শিক্ষা করিতাম সত্য; কিন্তু যখন হজুরের নাম মোবারক আসিত আমি তখন উহার নীচে ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম লিখিয়া রাখিতাম। উহার বদৌলতে অল্লাহ পাক আমাকে এই সম্মান দান করিয়াছেন।

ইয়া রাব্বের ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৫) আবু ছোলায়মান মোহাম্মাদ বিন হোহারনিল হারানী বলেন আমাদের কজল নামীয় একজন এতিপেশী ছিলেন। তিনি সব সময় নামাজ রোজায় মশগুল থাকিতেন। তিনি বলেন যে, আমি হাদীছ লিখিলাম কিন্তু তাহার সহিত দরুদ শরীফ লিখিতাম না। আমি স্বপ্নে হজুরে পাক (ছঃ) কে দেখিতে পাই যে হজুর আমাকে এরশাদ করিতেছেন, যখন তুমি আমার নাম লও বা লিখ তখন দরুদ কেন পড়না। তারপর হইতে আমি খুব গুরুত্ব সহকারে দরুদ পড়িতে থাকি। অতঃপর কিছুদিন পর আবার হজুরের জিয়ারত লাভ করি। এবার হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তোমার দরুদ আমার নিকট পৌঁছিতেছে। যখনই আমার নাম লইবে তখন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লাম বলিও।

ইয়া রাব্বের ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৬) আবু ছোলায়মান হারানী আর একটি আপন কেছা বর্ণনা করিতেছেন যে, আমি খাবে হজুরে আকরাম (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করি। হজুর আমাকে এরশাদ করেন আবু ছোলায়মান। তুমি যখন আমার নাম লও তখন দরুদ পড় সত্য কিন্তু অ-ছাল্লাম অর্থাৎ ছালাম শব্দ বল না। অথচ উহাতে চারটি অক্ষর আছে প্রতি অক্ষরে দশটি করিয়া নেকী মোট চল্লিশটি নেকী তুমি ছাড়িয়া দিতেছ।

ইয়া রাব্বের ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৭) ইব্রাহীম নাছাকী বলেন আমি হজুরে পাক (ছঃ) কে খাবে দেখিতে পাই। মনে হইল যেন হজুর আমার উপর সামান্য অভিমানের সাথে নারাজ। আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া হজুরের কদমবুচি করিয়া আরজ করিলাম হজুর! আমি হাদীছের খেদমতগারদের মধ্যে একজন আঁহলে ছুরত, মুছাফের। হজুর মৃত হাসিয়া এরশাদ করিলেন যখন তুমি আমার উপর দরুদ পড় তখন ছালাম কেন পড়না। তারপর হইতে আমি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লাম পুরা লিখিতে থাকি।

ইয়া রাব্বের ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৮) আবু ছোলায়মান বলেন আমার পিতার এন্তেকালের পর আমি

তাহাকে খাবে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আব্বাজান, আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন আমাকে কমা করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম কোন আমলের বরকতে? তিনি বলিলেন আমি প্রত্যেক হাদীছের সাথে প্রিয়নবীজীর উপর দরুদ শরীফ লিখিতাম।

ইয়া রাবেব ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গেম দায়েমান আব্বাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লিহিম।

(২৯) জা'ফর এব্নে আব্বুল্লাহ বলেন আমি বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবু জোরআকে খাবে দেখিতে পাই যে, তিনি আহমানের ফেরেশতাগণের ইমামতি করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এতবড় মর্যাদা আপনি কোন আমলের বরকতে লাভ করিয়াছেন? তিনি বলেন আমি আমার এই হাতে দশ লক্ষ হাদীছ লিখিয়াছি এবং যখনই হুজুরের মোবারক নাম আসিত তখনই আমি হুজুরের উপর দরুদ ছালাম লিখিতাম। হুজুর (হঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন। এই হিসাব মতে আল্লার তরফ হইতে আমার এক কোটি রহমত হইয়া গিয়াছে। আর আল্লার তরফ হইতে একটি রহমতই যথেষ্ট।

ইয়া রাবেব ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গেম দায়েমান আব্বাদা।

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লিহিম।

(৩০) জনৈক বুজুর্গ হুজুরত ইমাম শাফেরী রহমতুল্লাহ আলাইহে কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমাকে কমা করিয়া দিয়াছেন এবং আমার জ্ঞাত জ্ঞানাতকে এমন ভাবে সাজানো হইয়াছে যেমন ঢুলাইনকে সাজানো হয় এবং আমার উপর এত নাজ নেয়ামত বর্ষিত হইয়াছে যেমন ঢুলাইনের উপর বর্ষিত হইয়া থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এই মর্যাদায় কিভাবে পৌঁছিয়াছেন। আমার নিকট এক ব্যক্তি বলিয়াছে 'কিতাবুল বেছালায়' আপনি দরুদ লিখিয়াছেন উহার করকতে নাকি আপনি এই মর্যাদায় পৌঁছিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর সেই দরুদটা কি? আমাকে বাতলাইয়া দেওয়া হইল যে উহা এই—

مَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَمَدَدَ

مَا فَعَلَ مَلَى ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ -

ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মাদিন আদাদা মা-জাকারাহুজ জাকেরুনা অ-আদাদা মা গাফালা আন-জিক্‌রিহি গাফেলুনা।

আমি ভোর বেলায় জাগ্রত হইয়া কিতাবুল বেছালা খুলিয়া সেই দরুদ শরীফকে ঠিক এভাবেই দেখিতে পাই।

ইমাম মোজানীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে আমি ইমাম শাফেরী (রঃ)-কে খাবে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমার কিতাবুল বেছালায় লিখিত একটা দরুদের বরকতে মাক করিয়া দিয়াছেন। উহা এই যে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَصَلِّ عَلَى

مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ مِّنْ ذِكْرِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ -

ইমাম বয়হকী আবুল হাছান শাফেরীর নিকট নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করিতেছেন যে আমি খাবে হুজুর (হঃ)-এর জিয়ারত লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করি যে হুজুর! ইমাম শাফেরী কিতাবুল বেছালায় মধ্যে যে দরুদ শরীফ লিখিয়াছেন আপনি উহার কি প্রতিদান দিয়াছেন? হুজুর (হঃ) এরশাদ করেন আমার তরফ হইতে উহার প্রতিদান এই যে তাহাকে হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে না।

এব্নে বানান এছবেহানী বলেন আমি হুজুর (হঃ)-কে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর! মোহাম্মদ এবনে ইদ্রিছ শাফেরী তিনি নাকি আপনার চাচার আওলাদ অর্থাৎ হাশেমী বংশের লোক আপনি তাহাকে বিশেষ কোন সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন কি? হুজুর এরশাদ করেন আমি আল্লার দরবারে এই দোয়া করিয়াছি যেন কেয়ামতের দিন তাহার কোন হিসাব না লওয়া হয়। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাহুল্লাল্লাহু! কোন আমলের বরকতে তাহার এতটুকু একরাম করা হইয়াছে। হুজুর বলেন আমার উপর সে এমন শব্দ দ্বারা দরুদ পাঠ করিত যেই শব্দ দ্বারা আর কেহ পাঠ করে নাই। আমি আরজ করিলাম

হজুর! উহা কি? হজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الَّذِينَ كَرُّوا وَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ كُلَّمَا فَعَلَ مِنْ ذِكْرِهِ الْغَا فُلُونِ -

ইয়া রাব্বের ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গেম দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩১) আবুল কাশেম মাওয়াজী বলেন আমি এবং আমার পিতা রাত্রি বেলায় হাদীছের মোকাবেলা করিতাম। স্বপ্নে দেখানো হইয়াছিল যে যেখানে হাদীছের চর্চা হইত সেখানে একটা নুরের খুঁটি আছমান পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। উহা কি জিনিস জিজ্ঞাসা করার পর বাতলান হইয়াছিল যে, উহা সেই দরুদ শরীফ যাহা হাদীহ চর্চার সময় পড়া হইত।

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ ছাল্লামা অ শাররাফা অ কাররামা

ইয়া রাব্বের ছাঙ্গে অ ছাঙ্গেম দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩২) আবু এহহাক নহশল বলেন আমি হাদীছের কিতাব লিখিতাম এবং হজুরের পবিত্র নামের সহিত লিখিতাম—

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا আমি থাকে হজুরে পাক

(ছঃ)-কে দেখিতে পাই যে হজুর আমার কিতাব দেখিতেছেন এবং দেখিয়া এরশাদ করিলেন যে, এটা বেশ ভাল মনে হয়। (অর্থাৎ তাছলীমা শব্দ বক্তিত করার দরুনই ঐরূপ বলিয়াছেন) আল্লামা ছাখাবী (রঃ) কওলে বাদী গ্রন্থে ঐরূপ অনেক ঋবের উল্লেখ করিয়াছেন যে মুহুর পর যখন মৃত ব্যক্তিকে সুন্দর ছুরতে দেখা গিয়াছে, তাহার এই সম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে ইহা হজুরে পাকের নামের সহিত দরুদ লেখার কারণে হাছিল হইয়াছে।

ইয়া রাব্বের ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গেম দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৩) হাছান বিন মুহা আল হাজরামী যিনি এবং উজাইন নামে খাত ছিলেন তিনি বলেন যে আমি হাদীহ শরীফ নকল করিতাম কিন্তু তাড়াহড়ার কারণে অনেক সময় দরুদ শরীফ লিখিতে ভুল হইয়া যাইত।

একদিন আমার স্বপ্নযোগে হজুরের জিয়ারত নহীব হয়। হজুর (ছঃ) আমাকে এরশাদ করেন তুমি যখন হাদীছ লিখ তখন দরুদ কেন লিখ না, যেমন আবু আমর এবং তাবরী লিখিয়া থাকে। তারপর ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। আমি ঐ সময় হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এখন হইতে যখনই হাদীছ লিখিব তখনই ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লাম নিশ্চয় লিখিতে থাকিব।

ইয়া রাব্বের ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গেম দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৪) আবু আলী হাছান বিন আলী আন্তার বলেন, আমাকে মোহাদ্দেছ আবু তাহের হাদীছের কতকগুলি পাতা লিখিয়া দেন। আমি সেখানে দেখিতে পাই যে যেখানেই-হজুরের নাম মোবারক রহিয়াছে সেখানেই নামের পর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম তাছলীমান কাছীরান কাছীরান কাছীরা লিখিত রহিয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঐরূপ কেন লিখিতেছ? তিনি বলিলেন আমি ছোট বেলায় যখন হাদীছ লিখিতাম তখন হজুরের নামের পর দরুদ শরীফ লিখিতাম না। একদিন আমি স্বপ্নে হজুরের জিয়ারত লাভ করি। আমি হজুরের খেদমতে হাজির হইয়া তাহাকে ছালাম আরজ করিলাম। হজুর (ছঃ) অস্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। আমি সেদিকে গিয়া আবার ছালাম করিলাম। হজুর এবারও অস্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া ফেলেন। আমি তৃতীয়বার চেহারা মোবারকের দিকে হাজির হইয়া বলিলাম ইয়া রাছুল্লাহ! আপনি কেন মুখ ফিরাইয়া লইতেছেন হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তুমি আমার উপর কেন দরুদ পাঠাওনা। তারপর হইতে আমি যখনই হজুরের নাম লিখি তখনই ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লামা তাছলীমান কাছীরান কাছীরান কাছীরা লিখিয়া থাকি।

ইয়া রাব্বের ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গেম দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৫) আবু হাকছ ছমরকন্দী (রঃ) আপন কিতাব রওনাফুল মাজালেছে লিখিতেছেন। বলখ দেশে একজন বিখ্যাত ধনাঢ্য সওদাগর ছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি দুই ছেলের মধ্যে সামান্য ভাবে বিভক্ত হইয়া যায়। তাজ্য সম্পত্তির মধ্যে হজুরে পাক (ছঃ)-এর তিনটা পশম মোবারকও ছিল। দুই ভাই একটা করিয়া নিয়া গেল, তৃতীয় পশম মোবারকের

ব্যাপারে বড় ভাই বলিল উঠাকে কাটিয়া সমান ভাগে ভাগ করা হউক। ছোট ভাই বলিল কছম খোদার হজুরে পাকের পশম মোবারক কাটা যাইতে পারে না। বড় ভাই বলিল আচ্ছা আমাকে সমস্ত ধন সম্পদ দিয়া তুমি ঐ তিনটা পশম মোবারক নিয়া যাও। ছোট ভাই আনন্দ চিত্তে উঠা কবুল করিল। সে ঐগুলিকে সব সময় পকেটে রাখিত এবং বারংবার দেখিত ও দরুদ শরীফ পাঠ করিত। কিছুদিনের মধ্যে বড় ভাইয়ের সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস হইয়া গেল আর ছোট ভাই বহুত বড় সম্পদশালী হইয়া গেল। ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর কোন এক বুজুর্গ হজুরে পাকের স্বপ্নে জিয়ারত লাভ করিল। হজুর এরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তির কোন জিনিসের প্রয়োজন দেখা দেয় সে যেন ঐ ব্যক্তির কবরের পাশে গিয়া আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে। (বাদী)

নোজহাউল মাজালেছ গ্রন্থে লিখিত আছে বড় ভাই যখন ককীর হইয়া গেল তখন একদিন স্বপ্নে হজুরে পাকের জিয়ারত লাভ করিয়া হজুরের খেদমতে নিজের অভাবের বিষয় অভিযোগ করিল। হজুর (হঃ) এরশাদ করিলেন ওরে হতভাগা! তুমি আমার পশমের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছ! আর তোমার ভাই উহা গ্রহণ করিয়াছে। সে যখনই উহা দেখে আমার উপর দরুদ পাড়ে। কাজেই আল্লাহ পাক তাহাকে তুনিয়া এবং আখেরাতে শাস্তী করিয়াছেন। যখন সে নিজা হইতে জাগিল আসিয়া ছোট ভাইয়ের খাদেমদের মধ্যে शामिल হইয়া গেল।

ইয়া রাব্বের ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবেকা খায়রিল খাল্কে কুল্লেতিম।

(৩৬) জনৈক মহিলা হজরত হাছান বছরী (রঃ) এর নিকট আসিয়া আরজ করিল হজুর আমার মেয়ে মারা গিয়াছে। আমাকে এমন একটি তদবীর লিখাইয়া দিন যদ্বারা আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই। তিনি বলেন এশার নামাজ পড়িয়া চার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে এবং প্রত্যেক রাকাতে আলহামদু শরীফের পর ছুরা আল্-হা-কুমুতাকা ছুর পড়িবে। তারপর নিজা আসা পর্যন্ত দরুদ শরীফ পড়িতে থাকিবে।

মেয়েলোকটি এই তদবীর করিল ও স্বপ্নে আপন মেয়েকে দেখিল যে সে কঠিন আজাবে গ্রেপ্তার আছে, তাহার হাত পা আগুনের শিকলে আবদ্ধ। সকাল বেলায় মেয়েলোকটি হজরত হাছান বছরীর খেদমতে গিয়া

ঘটনা বর্ণনা করিল। তিনি বলিলেন কিছু ছদকা করিয়া দাও। হয়তঃ আল্লাহ পাক উহার উচ্ছ্রায়ে মেয়েকে মাক করিয়া দিবেন। পরের দিন স্বয়ং হজরত হাছান বছরী খাবে দেখিলেন যে বেহেশতের একটি বাগানে বহুত উঁচু একটা তথ্ তরহিয়াছে। সেই তথ্ তের উপর এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে বসি রহিয়াছে যাহার মাথার উপর নূরের তাজ রহিয়াছে। মেয়েটি বলিল হজুর আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন? তিনি বলিলেন না চিনিতে পারি নাই। মেয়েটি বলিল হজুর আমি ঐ মেয়ে যাহার মাতাকে আপনি এশার পর দরুদ শরীফ পড়িবার হুকুম দিয়াছিলেন। হজরত হাছান বলিলেন তোমার মা-ত তোমাকে ইহার বিপরীত অবস্থায় দেখিয়াছে। মেয়েটি বলিল আমার অবস্থা পূর্বে ঐরূপই ছিল যেইরূপ আমার মা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন তুমি এই মর্ষাদায় কি করিয়া পৌঁছিলে? সে বলিল আমরা সত্তর হাজার লোক ঐ ভীষণ আজাবে গ্রেপ্তার ছিলাম। একজন আল্লাহর নেক বান্দা আমাদের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় একবার দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া আমাদের উপর উহার ছওয়াব বখশিশ করিয়া দেয়। তাহার দরুদ আল্লাহর নিকট এত বেশী মুকবুল হইল যে তিনি উহার উচ্ছ্রায়ে আমাদের সকলকেই আজাব হইতে নাজাত দিয়া দিলেন। তাহার বরকতে আমি এই মরতবায় পৌঁছিয়াছি। (বাদী)

রওজুল ফায়েক গ্রন্থে এই ভাবে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে জনৈক মেয়েলোকের ছেলে বহুত বড় পাপী লি। মা ছেলেকে খুব নছীহত করিত কিন্তু ছেলে কিছুতেই মানিত না। অবশেষে ছেলে মারা গেল। ছেলে বিনা তওবায় মারা যাওয়াতে তাহার জন্ত মা এবার অধিক পেরেশান হইয়া গেল। মেয়েলোকটি একদিন ছেলেকে স্বপ্নে দেখিতে পাইল যে সে আজাবে গ্রেপ্তার আছে। মা আরও পেরেশান হইয়া গেল, কিছুদিন পর মা আবার ছেলেকে খাবে দেখিতে পাইল যে সে খুব আনন্দে এবং খুশীতে আছে। মা অবাক হইয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। ছেলে বলিল, মা। আমাদের এই কবরস্থানের নিকট দিয়া একজন বহুত বড় পাপী যাইতেছিল। কবরসমূহ দেখিয়া হঠাৎ তাহার খুব অনুতাপ হইল এবং নিজের অবস্থার উপর খুব কান্নাকাটি করিল ও সরল অন্তরকণে তওবা করিল এবং কিছু কোরান শরীফ আর বিশ বার দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া কবরবাসীর উপর ছওয়াব বখশিশ করিয়া দিল। উহা হইতে যতটুকু আমার ভাগে পড়িয়াছে তাহার উচ্ছ্রায়ে আমি এই অবস্থায় পৌঁছিয়াছি। হে আমার মা! হজুরের উপর দরুদ পাঠ করা অন্তরের নূর। গোনাহের

কাফ্‌কার। জীবিত এবং মৃত সকলের জন্যই উহা রহমত স্বরূপ।

ইয়া রাব্বের ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গে দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৭) তৌরিত কিতাবের বিখ্যাত আলেম হজরত কায়াবে আহবার বলেন, আল্লাহ পাক মুছা আলাইহিছালামের নিকট অহী পাঠাইলেন যে, হে মুছা; যদি তুমি চাও যে আমি তোমার নিকট উহার চেয়ে বেশী বেশী নিকটবর্তী হই যতটুকু নিকটবর্তী রহিয়াছে তোমার জ্বান হইতে কথা এবং তোমার দিলের মধ্যে উহার কল্পনা, তোমার শরীর হইতে উহার রূহ। তোমার চক্ষু হইতে উহার দৃষ্টি শক্তি। হজরত মুছা (আঃ) বলেন, হে খোদা! উহা কিশের দ্বারা সম্ভব আপনি নিশ্চয় আমাকে উহা বাতলাইয়া দিন। এরশাদ হইল মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর বেশী বেশী করিয়া দরুদ শরীফ পাঠ কর। (বাদী)

ইয়া রাব্বের ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গে দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৮) মোহাম্মদ বিন ছায়ীদ বিন মোতাররেক যিনি একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন তিনি বলেন আমি যখন রাত্রি বেলায় শুইতে যাইতাম তখন একটা নিদিষ্ট সংখ্যার দরুদ শরীফ পড়িয়া শুইতাম। একরাত্রে আমি আমার আমল পূর্ণ করিয়া বালাখানার মধ্যে শুইয়া যাওয়ার পর আমি স্বপ্নে দেখিলাম বালাখানার দরওয়াজা দিয়া হুজুরে আকরাম (ছঃ) তাশরীফ আনিতেছেন। হুজুরের শুভাগমনে সমস্ত বালাখানা নূরের জ্যোতিতে বলমল করিয়া উঠিল, হুজুর আমার দিকে তাশরীফ আনিয়া এরশাদ ফরমাইলেন যেই মুখে তুমি আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরুদ পড়িতেছ সেই মুখ হাজির কর আমি তাহাতে চূষন করিব। আমি লজ্জিত হইয়া গেলাম কি করিয়া হুজুরের মুখ মোবারকের দিকে আমার মুখ পেশ করি। তাই লজ্জায় অশ্রুদিকে মুখ কিরাইয়া লই। হুজুর আমার চেহারায় চূষন করিলেন। শক্তিত অবস্থায় আমার চোখ খুলিয়া গেল। আমার পেরে-শানীতে আমার স্রীরং ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা উভয়ে দেখিতে পাইলাম

সমস্ত বালাখানা মেশকের খুশবুতে ভর্তি হইয়া গিয়াছে এমন কি আমার চেহারা হইতে মেশক আশ্বরের সুগন্ধি আটদিন পর্যন্ত ছড়াইতেছিল।

ইয়া রাব্বের ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গে দায়েমান আবাদ।

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৯) মোহাম্মদ বিন মালেক বলেন, আমি কারী আবু বকর এবং মোজাহেদের নিকট কিছু অধ্যয়ন করার জন্ত বাগদাদ শরীফ গমন করি। যখন কেরাত পড়া হইতেছিল তখন আমরা কয়েকজন তাহার দরবারে হাজির হই। ইত্যবসরে আমি দেখিতে পাইলাম যে একজন বুজুর্গ বড় মিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহার মাথায় অনেক পুরাতন একটা পাগড়ী পরনে পুরাতন একটা জামা ও একখানা চাদর ছিল। কারী আবু বকর তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নিজের জায়গায় বসাইলেন এবং তাহার পরিবার পরিজন কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। বড় মিয়া বলিলেন গতরাত্রে আমাদের ঘরে একটা ছেলে সন্তান পয়দা হইয়াছে। বাড়ী হইতে কিছু ঘি এবং মধু নিবান্ন হকুম হইয়াছে। শায়েখ আবু বকর বলেন তাহার এই দূরবস্থার উপর আমার বড় দুঃখ হইল। এবং এই চিন্তা ফিকির অবস্থায় আমার নিদ্রা আসিয়া গেল। আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে হুজুরে পাক (ছঃ) আমাকে বলিতেছেন, চিন্তা ফিকিরের কোন কারণ নাই। তুমি উজির আলী বিন ঈছার নিকট যাও এবং তাহার নিকট গিয়া আমার ছালাম বল এবং তাহার নিকট এই আলামত বর্ণনা কর যে তুমি প্রত্যেক রাত্রে এক হাজার বার দরুদ পড়া ব্যতীত নিদ্রা যাওনা এবং এই জুমার রাত্রে সাতশত বার পড়ার পর তোমাকে ডাকিবার জন্য বাদশার লোক আসিয়াছিল, তুমি আসিয়া বাকী তিনশত আদায় করিয়াছ, এই আলামত বর্ণনা করার পর তাহার নিকট বলিবা যে সে যেন অমুক দরজাত শিশুর পিতাকে একশত আশরাফী (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়া দেয় যদ্বারা সে আপন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করিতে পারে।

এই স্বপ্ন দেখার পর কারী আবু বকর উঠিলেন এবং সেই শিশুর পিতা বড় মিয়াকে সঙ্গে করিয়া উজীরের নিকট পৌঁছিলেন। কারী সাহেব উজীরকে বলিলেন, এই বড় মিয়াকে নবীয়ে করীম (ছঃ) আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। উজীর দাঁড়াইয়া তাহাকে নিজের জায়গায় বসাইলেন ও তাহার নিকট ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। শায়েখ আবু বকর বিস্তারিত ঘটনা উজীরকে জানাইলেন যদ্বারা আতশয় আনন্দিত হইলেন ও আপন

গোলামকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন দশ হাজার দীনারের একটা তোড়া নিয়া আসে। সেখান হইতে একশত দীনার সেই শিশুর পিতার হাতে দিয়া দিলেন তারপর একশত দীনার শায়েখ আবু বকরকে দিতে চাহিলেন কিন্তু তিনি লইতে অস্বীকার করিলেন। উজীর বলিলেন, হজুর এই এক হাজার বার দরুদ শরীফ ওয়ালা ঘটনা আমার একটা গুপ্ত রহস্য যাহা আমার আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানিতনা। তারপর তিনি আরও একশত দীনার বাহির করিয়া বলিলেন ইহা ঐ সুসংবাদের পরিবর্তে যে হজুর আমার দরুদের বিষয় অবগত আছেন। তারপর অতঃপর একশত স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া বলিল ইহা আপনি যে কষ্ট করিয়া এই পর্যন্ত আসিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে দেওয়া হইল। এইভাবে একশত করিয়া এক হাজার আশরাফী বাহির করিল। কিন্তু কারী সাহেব বলিলেন আমরা একশত আশরাফীর অধিক গ্রহণ করিব না কেননা হজুরে পাক (ছঃ) ঐ পরিমাণ গ্রহণ করিবার জন্তই নির্দেশ দিয়াছেন। (বাদী)

ইয়া রাবেব ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪০) আবছুর রহমান এব্নে আবছুর রহমান (রঃ) বলেন, একবার গোহলখানায় পড়িয়া গিয়া আমার হাতে খুব ব্যথা পাই এবং হাত ফুলিয়া যায়। আমি পেরেশান অবস্থায় রাত্রি যাপন করি। নিদ্রিতাবস্থায় আমি হজুরে পাক (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম। আরজ করিলুম ইয়া রাজ্জুল্লাহ! হজুর এরশাদ করিলেন তোমার ব্যথায় আমি পেরেশান। আমার চোখ খুলিল পর দেখিলাম হাতে ব্যথা এবং ফুলা কোনটাই আর নাই।

ইয়া রাবেব ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪১) আল্লামা ছাখাবী (রঃ) বলেন শায়েখ আহমদ বিন রাছ্‌লানের অনেক বিশ্বস্ত শাগরেদ আমার নিকট বর্ণনা করেন তিনি স্বপ্নযোগে হজুরে পাকের জিয়ারত লাভ করেন। হজুরের খেদমতে নাকি আমার লিখিত "কওলে বাদী ফিচ্ছালাতে আল্লাল হাবীবিশ শাকী" এই গ্রন্থ পেশ করা হয়। এবং হজুর (ছঃ) উহাকে কবুলও করেন। উহাতে শুধুমাত্র দরুদেরই বর্ণনা রহিয়াছে।

এই স্বপ্ন শুনিয়া আমি যারপর নাই আনন্দিত হই এবং আল্লাহ ও

রাছুল উহাকে কবুল করিবেন বলিয়া আশা রাখি এবং ইহকাল ও পরকালে বেশী বেশী ছওয়াবের আশা পোষণ করি; সুতরাং হে পাঠক পাঠিকা! ভাই বোনেরা আপনারাও আমার প্রিয় নবীকে তাঁহার যথার্থ গুণাবলীর সহিত স্মরণ করুন। এবং জানে প্রাণে হজুরে পাক ছালাল্লাহু আলাইহে অছাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করুন। কেননা আপনাদের দরুদ প্রিয় নবীর কবর শরীফ পর্যন্ত পৌছিয়া থাকে। এবং হজুরের খেদমতে আপনাদের নামও পৌছিয়া থাকে। (বাদী)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا دَثِيرًا كَثِيرًا كُلَّمَا ذَكَرَهُ إِذَا كُرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ
ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

ইয়া রাবেব ছাঙ্গে অ-ছাঙ্গেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪২) আবুবকর এব্নে মোহাম্মদ হইতে আল্লামা ছাখাবী বর্ণনা করেন আমি হজুরত আবু বকর এব্নে মোজাহেদ (রঃ) এর নিকট ছিলাম। ইত্যবসরে শায়খুল মাশায়েখ হজুরত শিবলী (রঃ) সেখানে তাশরীফ আনেন। তাঁহাকে দেখিয়া আবুবকর এব্নে মোজাহেদ দাঁড়াইয়া গেলেন তাঁহার সহিত মোয়ানাকা করিলেন ও তাঁহার কপালে চুম্বন করিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম জনাব! আপনি ও বাগদাদের অত্যান্ত ওলামায়ে কেরাম মনে করেন যে ইনি একজন পাগল। তিনি বলিলেন আমি তো ঐ কাজ করিয়াছি যাহা করিতে হজুরে পাক (ছঃ) কে আমি দেখিয়াছি তারপর তিনি আপন স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, খাদে আমার নবীয়ে করীম (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ হয়। তখন হজুরের দরবারে ইনি হাজির হন। হজুর দওয়ায়ন হইয়া তাঁহার কপালে চুম্বন করেন এবং আমার নাম জিজ্ঞাসা করার পর প্রিয় নবী এরশাদ করেন। এই ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ** "লাকাদ জা-আকুম রাছুলুন" শেষ পর্যন্ত পড়িয়া আমার উপর দরুদ পড়িয়া থাকেন। অতঃপর রেওয়ায়েতে আসিয়াছে তিনি ঐ আয়াত পড়ার পর আমার উপর তিনবার ছালাল্লাহু আলাইকা ইয়া মোহাম্মাহু, ছালাল্লাহু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাহু, ছালাল্লাহু

আলাইকা ইয়া মোহাম্মাহু পড়িয়া থাকেন।

এই স্বপ্ন দেখার পর হজরত শিবলী যখন আমার নিকট আসেন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি নামাজের পর কি দরুদ পড়িয়া থাকেন তিনি আমাকে এই দরুদের কথাই বলেন।

অন্য আছে আবুল কাছেম খাক্‌ফাক (রঃ) বলেন, একবার হজরত শিবলী আবু বকর এবং মুঈযুদ্দীন মসজিদে গিয়াছিলেন। আবু বকর তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। আবুবকরের ছাত্রপণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন হজুর আপনার দরবারে উজীরে আজম আসিলেও তাঁহার সম্মানার্থে আপনি দণ্ডায়মান হন না অথচ শিবলীর জন্ত আপনি দাঁড়াইয়া গেলেন, তিনি বলিলেন আমি এমন ব্যক্তির জন্ত কেন দাঁড়াইবনা যাহার জন্ত স্বয়ং হজুরে পাক (ছঃ) দাঁড়াইয়া থাকেন। তারপর ওস্তাদগণ নিজের স্বপ্নের হালত বর্ণনা করেন এবং বলেন যে আমি রাত্রিবেলায় হজুরে পাক (ছঃ)-কে দেখিতে পাই যে হজুর এরশাদ করিতেছেন আগামীকাল তোমার নিকট একজন বেহেস্তীলোক আসিবে। সে আসিলে তুমি তাহার সম্মান করিবে। আবু বকর বলেন এ ঘটনার দুই একদিন পর আমি আবার প্রিয় নবীকে স্বপ্ন দেখিতে পাই যে, হজুর এরশাদ করিতেছেন আবু বকর। আল্লাহ পাক তোমার এভাবে ইজ্জত করুন যেইভাবে নাকি তুমি একজন জান্নাতীর ইজ্জত করিয়াছ। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাহুল্লাহ। কোন কারণে আপনার দরবারে শিবলীর এত ইজ্জত। হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন এই ব্যক্তি দীর্ঘ আশী বৎসর যাবত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর 'লাকাদ জা আকুম রাহুলুন' এই আয়াত পড়িয়া থাকে। (বাদী)

ইয়া রাব্ব হায়েল অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪৩) এহুইয়াউল উলুম গ্রন্থে ইমাম গাজ্বালী (রঃ) আবহুল ওয়াহেদ বিন জায়েদ বহরী হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি হজ্ব করিতে যাইতেছিলাম। আমার একজন ছফরের সাথী ছিলেন যিনি সবসময় উঠা বসায় চলা কেরায় দরুদ শরীফ পাঠ করিতেন। আমি তাহাকে এত অধিক দরুদ শরীফ কেন পড়িতেছে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বলিলেন আমি যখন প্রথম বার হজ্ব করিতে যাই তখন আমার পিতাও আমার সহিত ছিলেন। ফিরিবার পথে আমরা এক মজিলে গুইয়া পড়িলাম। আমি স্বপ্নে দেখিতে

পাই যে এক ব্যক্তি আমাকে বলিতেছেন উঠ তোমার পিতা মারা গিয়াছে এবং তাহার মুখমণ্ডল কাল হইয়া গিয়াছে। আমি বাস্তব হইয়া নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখি যে সত্য সত্যই আমার পিতার এন্তেকাল হইয়া গিয়াছে এবং তাহার চেহারা কাল হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমি এত বেশী চিন্তিত হইয়া পড়িলাম যে চিন্তায় আমি অস্থির হইয়া গেলাম। আমি দ্বিতীয়বার আবার স্বপ্নে দেখিলাম যে আমার পিতার মাথার নিকট চারজন বিশী হাবশী লোক নিযুক্ত আছে। তাহাদের হাতে লৌহের ডাঙা রহিয়াছে। ইত্যবসরে অন্য একজন অপূর্ণ স্তন্যর চেহারাওয়ালা জনৈক বুজুর্গ সবুজ জোড়া পরিহিত অবস্থায় তাশরীফ আনিলেন ও এ হাবশীদিগকে হটাইয়া দিলেন এবং আমার পিতার চেহারায় হাত ফিরাইয়া এরশাদ করিলেন উঠ আল্লাহ পাক তোমার পিতার চেহারা রওশন করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনি কে? তিনি বলিলেন আমার নাম মোহাম্মদ ছাল্লাল্লুহু আলাইহে অছাল্লাম, তারপর হইতে আমি দরুদ শরীফ আর কখনও ত্যাগ করি নাই।

নোজহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে অন্য একটি ঘটনা আবু হামেদ কাজবীনী বর্ণনা করেন যে জনৈক পিতা পুত্র একত্রে ছফর করিতেছিল। পথিমধ্যে পিতার এন্তেকাল হইয়া যায় এবং তাহার মাথা শূকরের মাথার মত হইয়া যায়। ছেলে কান্নাকাটি করিয়া অস্থির হইয়া আল্লার দরবারে দোয়া করিতে থাকে। হঠাৎ তাহার নিদ্রা আনিয়া যায়, এবং সে স্বপ্নে দেখিতে পায় যে, কোন এক ব্যক্তি তাহাকে বলিতেছে তোমার পিতা সুদ খাইত তাই সে বদ ছুরত হইয়া গিয়াছে কিন্তু হজুর (ছঃ) তাহার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন কেননা সে হজুরের নাম শুনা মাত্রই তাঁহার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিত, ইহাতে আল্লাহ পাক তাহার ছুরত ভাল করিয়া দিয়াছেন।

রওজুল ফায়েক গ্রন্থে অন্য একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, হজরত ছুফিয়ান ছুরী (রঃ) বলেন যে, আমি তওযাফ করিতেছিলাম। তখন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে সে প্রতি কদমে কদমে কোন প্রকার দোয়া না পড়িয়া শুধু দরুদ শরীফ পড়িতেছে, আমি তাহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল আপনি কে? আমি বলিলাম আমি ছুফিয়ান ছুরী। সে বলিল আপনি যদি এই জামানার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি না হইতেন তবে আমার রহস্যের কথা বর্ণনা করিতাম না। তারপর লোকটি বলিতে লাগিল আমি এবং

আমার পিতা হজ্জে রওয়ানা হইয়াছিলাম, পশ্চিমধ্যে পিতার এক্ষেতাল হইয়া গেল। তাহার চেহারা কালো হইয়া গেল আর আমি পেরেশান হইয়া তাহার চেহারা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলাম। এই সময়ে আমার নিজা আসিয়া যায়।

আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে একজন অপূর্ব সুন্দর লোক যাহার মত এত সুন্দর পুরুষ আমি জীবনে কখনও দেখি নাই এবং তাহার মত পরিষ্কার পোশাকও আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই এবং তাহার চেয়ে অধিক খুশু ওয়ালা আমি আর কখনও দেখি নাই, তিনি খুব দ্রুত কদমে আসিয়া আমার পিতার চেহারা হইতে কাপড় হটাইয়া উহাতে আপন হাত ফিরাইয়া দেন, যাহাতে পিতার চেহারা সাদা হইয়া যায়, তিনি ফিরিয়া যাইবার সময় আমি তাহার আঁচল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খোদা আপনার উপর রহম করুক আপনি কে? আপনার উছিলায় এই পর দেশে আল্লাহ পাক আমার পিতার উপর রহম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন তুমি আমাকে চিন না? আমি মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ যাহার উপর কোরান অবতীর্ণ হইয়াছে। তোমার পিতা বহুত বড় পানী ছিল কিন্তু আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরুদ পাঠ করিত। বিপদের সময় আমি আজ তাহার সাহায্য করিলাম। এইভাবে যেই ব্যক্তিই আমার উপর দরুদ পাঠ করে আমি তাহার সাহায্য করিয়া থাকি।

يا من يجيب دما المضطرب في الظلم
يا كاشف الضر والبائس مع السقم
شفع نبيك في ذلي ومسكنتي
واستر فانك ذو فضل وذو كرم
واغفر ذنوبي وما مكنتي بها كرم
تفضل منك يا ذا الفضل والكرم
ان لم تغفرتني بعفو منك يا املئ
واخجلتني واحيايتي منك واندسي
يا رب صل على الهادي البشور ومن
له الشفاعة في العاصي اخي الندم
يا رب صل على امختار من مضر

ازكى الخلائق من مرب ومن محم
يا رب صل على خورا لانام ومن
ساد القباثل في الانساب والندم
على عليه الذي امطاه منزلة
عليه ان كان حقاً افضل الاسم
صل على الذي املا مربة
ثم امطاه حبها بارئى الندم
صل على صلوة لا انتطاع لها
مولاه ثم على صعب ولى رحم

অর্থ :- () হে পাক জাত যিনি নিবীড় অন্ধকারের মধ্যে পেরেশান হালের ডাকে সাড়া দিয়া থাকেন, হে পাক জাত যিনি অসুস্থ ও রুগীর রোগ আরোগ্যকারী।

(২) আপনি আমার দুর্বলতার মধ্যে হুজুরের সুপারিশ কবুল করিয়া লউন এবং আমার পাপসমূহ মাক করিয়া দিন। নিশ্চয় আপনি অতিশয় দয়াবান।

(৩) হে এহ-ছান ও নেয়ামত ওয়ালা, স্বীয় দয়া ও মেহেরবানীর দ্বারা আপনি আমার গুনাহ মাক করিয়া দিন।

(৪) হে আমার আশা ভরসার স্থল আপনি যদি নিজ কমা গুণে আমার সাহায্য না করেন তবে আমি কতই না লজ্জিত হইব।

(৫) হে আমার প্রতিপালক! যিনি বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদ বহনকারী এবং হাদী এবং লজ্জিত ও পানীদের জন্য যিনি সুপারিশ করিবেন তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

(৬) হে রব! রহমত বর্ষণ করুন এই ব্যক্তির উপর যিনি মোজার গোত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যিনি আরব ও আজম অর্থাৎ সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

(৭) হে পরওয়ারদেগার! যিনি সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বংশ ও আখলাখ হিসাবে সারা বিশ্বের সেরা। তানার উপর দরুদ পাঠান।

(৮) যেই জাতে পাক হুজুরকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় পৌছাইয়াছেন তিনিই হুজুরের উপর দরুদ পাঠাইতেছেন, কেননা তিনি উহার উপযুক্ত ও সমস্ত সৃষ্টির সেরা।

(৯) এই খোদা তাহার উপর দরুদ পাঠাইতেছেন যিনি তাহার উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন আবার তাহাকে আপন বন্ধু রূপে বরণ করার জন্য

নির্বাচন করিয়াছেন।

(১০) তাঁহার মনিব তাঁহার উপর এবং তাঁহার ছায়াবা ও আশ্রয় স্বজনদের উপর দরুদ পাঠাইতেছেন।

ইয়া রাব্বের ছায়ে অ-ছায়েম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুলেহিম।

(১৪) নোজহাতুল মাজালেজ এশ্বে লিখিত আছে জনৈক ব্যক্তি একজন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ ব্যক্তির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মৃত্যুর যাতনা আপনি কিরূপ ভোগ করিতেছেন। তিনি বলিলেন কিছুই অনুভব করিতেছি না কেননা আমি ওলামাদের নিকট গুনিয়াছি, যে বেশী বেশী করিয়া দরুদ পড়িলে সে মৃত্যুর যাতনা হইতে হেফাজতে থাকিবে।

ইয়া রাব্বের ছায়ে অ-ছায়েম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুলেহিম।

(৪১) নোজহাতুল মাজালেজ এশ্বে লিখিত আছে জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তির পেশাব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তিনি স্বপ্নযোগে আরেকবিলাহ হজরত শায়েখ শেহাবুদ্দিন এবনে রাছলানকে দেখিতে পান, লোকটি তাঁহার নিকট স্বীয় রোগ এবং কষ্টের বিষয় অভিযোগ করিলেন, তিনি বলিলেন তুমি পরীক্ষিত সুধা হইতে কেন গাফেল থাকিতেছ? এই দরুদ পড়িতে থাক—

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فِي الْأَرْوَاحِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ -

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার পর সেই বুজুর্গ এই দরুদ অধিক পরিমাণ পড়িলেন। ফলে তাহার রোগ দূর হইয়া গেল।

ইয়া রাব্বের ছায়ে অ-ছায়েম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুলেহিম।

(১৬) হাফেজ আবু নাদিম হজরত ছুফিয়ান ছুরী হইতে বর্ণনা করেন যে আমি এক সময় কোথাও বাহিরে যাইতেছিলাম, তখন দেখিলাম যে একজন যুবক যখনই কোন কদম উঠাইতেছে অথবা রাখিতেছে তখনই পড়িতেছে—

“অল্লাহুমা ছায়ে আলা মোহাম্মাদিন অ আলা আ-লে মোহাম্মাদিন।” আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি এই আমল কোন কিতাবী প্রমাণের দ্বারা করিতেছ, না নিজের ইচ্ছামত করিতেছ। যুবক বলিল আপনি কে? আমি বলিলাম ছুফিয়ান ছুরী, সে বলিল ইরাকওয়ালা ছুফিয়ান? আমি বলিলাম হাঁ। যুবক বলিল আপনার আল্লার মারফত হাছেল আছে কি? বলিলাম হাঁ আছে। সে বলিল কিভাবে আছে, আমি বলিলাম রাত্র হইতে দিন বাহির করে, দিন হইতে রাত্র, মায়ের পেটে বাচ্চার ছুরত দান করে। সে বলিল আপনি কিছুই চিনেন নাই। আমি বলিলাম তা হইলে তুমি কিভাবে আল্লার মারফত হাছিল করিলে, যুবক বলিল কোন কাজের জন্ত দৃঢ় আশা পোষণ করি কিন্তু তবুও উহা ত্যাগ করিতে হয়। আর কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করি কিন্তু উহা করিতে পারি না ইহা দ্বারা আমি বুঝিয়া লইলাম যে নিশ্চয় একজন আছেন। যিনি আমার কাজ সম্পাদন করেন। আমি বলিলাম তোমার এই দরুদ পড়ার ভেদ কি? সে বলিল আমার মায়ের সহিত হচ্ছে যিয়াহিলাম। পশ্চিমদে আমার মা মারা যান। তাহার মুখ কালে হইয়া যায় এবং পেট ফুলিয়া যায়। মনে হইল তিনি বহুত বড় পাপ করিয়াছেন। তাই আমি আল্লার দরবারে হাত উঠাইলাম। তখন দেখিলাম যে হেফাজের দিক হইতে একটা মেস খণ্ড আসিল আর সেখান হইতে একজন লোক জের হইল। তিনি আমার মায়ের মুখে হাত ফিরাইলেন যদ্বারা তাহার মুখ রক্তশন হইয়া গেল এবং পেটে হাত ফিরাইলেন যদ্বারা ফুলা একেবারেই চলিয়া গেল। আমি আরজ করিলাম আপনি কে যাহার উছিলয় আমার মায়ের মছিবত কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন আমি তোমার নবী মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম। আমি আরজ করিলাম হজুর আমাকে কিছু অছিয়ত ককন, হজুর বলিলেন যখন কদম উঠাইবে এবং রাখিবে তখনই পড়িবে “আল্লাহুমা ছায়ে আলা মোহাম্মদি ও আ-লা আলে মোহাম্মাদিন।

(নোজহাত)

ইয়া রাব্বের ছায়ে অ-ছায়েম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুলেহিম।

(৪৭) এহুইয়াউল উলুম এশ্বে লিখিত আছে হজুরে পাক (হঃ) যখন এন্তেকাল করেন তখন হজরত ওমর (রাঃ) ক্রন্দন করিতে করিতে এই কথা বলিতেছিলেন ইয়া রাছলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হউক একটি খেজুরের খুঁটি আপনার জন্ত ক্রন্দন করিয়াছিল, মিস্বার তৈরীর পূর্বে যাহার উপর টেক্ লাগাইয়া আপনি খোতবা পাঠ

করিতেন। মিস্তার তৈরীর পর উহাকে ত্যাগ করিয়া মিস্তারে দাঁড়াইয়া যখন আপনি খোত্বা পাঠ করেন তখন সে আপনার বিচ্ছেদে ক্রন্দন করিতে থাকে। অতঃপর আপন হাত মোবারকের স্পর্শে উহার ক্রন্দন থামিয়া যায়। ইয়া রাছুল্লাহ! সেই খুঁটির চেয়ে আপনার উন্নত ক্রন্দনের অধিক বেশী উপযোগী। কেননা তাহার আপনার দয়ার বেশী বেশী মুখাপেক্ষী।

ইয়া রাছুল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনার উচ্চ মর্যাদা আল্লাহ দরবারে এত বেশী যে আপনার তাবেদারীকে আল্লাহ পাক কোরানে মজীদে নিজের তাবেদারী বসিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কোরানে মজীদে এরশাদ হইতেছে—

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“যে রাছুলের তাবেদারী করিল সে খোদার তাবেদার করিল।”

ইয়া রাছুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনার ফজীলত আল্লাহ দরবারে এত উচ্চে যে আপনার নিকট হইতে হিসাব নেওয়ার পূর্বেই কন্মার ঘোষণা রহিয়াছে—

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ لَكَ لِمَا آذَنْتَ لَهُمْ

“আল্লাহ পাক আপনাকে কন্মা করিয়া দিয়াছেন, আপনি সেই মোনাকেদিগকে যাইবার আনুমতি কেন দিলেন।”

ইয়া রাছুল্লাহ! আপনার শান আল্লাহ দরবারে এত উঁচু যে আপনি যদিও শেষ নবী হিসাবে আগমন করিয়াছেন কিন্তু নবীদের নিকট হইতে এখন অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছিল তখন আপনার নামই প্রথম উল্লেখ করা হয়।

إِذَا خَدْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ

وَأَبْرَاهِيمَ

ইয়া রাছুল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, আল্লাহ দরবারে আপনার ফজীলতের এই শান যে কাকেরগণ জাহান্নামের মধ্যে পড়িয়াও আপনার তাবেদারীর আকাংখায় আফছোছ করিতে থাকিবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

“আফছোছ! আমরা যদি আল্লাহ ও রাছুলের তাবেদারী করিতাম।” ইয়া রাছুল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, যদি মুছা (আঃ) কে এই মোজ্জেজা দান করিয়া থাকেন যে পাথর হইতে নহর জারী করিয়াছেন তবে ইহা উহার চেয়ে আশ্চর্য্য নয় যে, আল্লাহ পাক আপনার আঙ্গুল হইতে পানি জারি করিয়াছেন।

ইয়া রাছুল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক যদি হযরত ছোলায়মান (আঃ) কে হাওয়া সকাল বেলায় একমাসের এবং বিকাল বেলায় একমাসের পথ অতিক্রম করাইয়া থাকেন তবে উহা ইহার চেয়ে আশ্চর্য্যের নয় যে আপনার বোরাক রাত্রি বেলায় সপ্ত আকাশ ছুঁর করাইয়া ভোর বেলায় আপনাকে মক্কাশরীফ পৌছাইয়া দিয়াছেন “ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাছুল্লাহ”।

ইয়া রাছুল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক যদি হযরত ঈছা (আঃ) কে আল্লাহ পাক এই মোজ্জেজা দান করিয়া থাকেন যে তিনি মূদাকে জিন্দা করিতে পারিতেন তবে ইহা উহার চেয়ে অধিক আশ্চর্য্য নয় যে, একটি বকরী যখন টুকরা টুকরা হইয়া ভুনা হইয়া গিয়াছিল তখন উহা আপনাকে অনুরোধ জানাইল যে হুজুর আমাকে খাইবেন না যেহেতু আমার মধ্যে বিষ মিলান আছে।

ইয়া রাছুল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, হযরত নূহ (আঃ) আপন জাতির জন্ত এই বলিয়া বদ দোয়া করেন যে “হে খোদা! জমীনের উপর একজন কাকেরকেও জিন্দা রাখিবেন না” আর আপনি যদি আমাদের জন্ত বদ দোয়া করিতেন তবে আমরা একজনও জীবিত থাকিতাম না অথচ কাকেরগণ আপনার পিঠ মোবারককে পদ দলিত করিয়াছে যখন আপনি সেজদা অবস্থায় ছিলেন আপনার পিঠের উপর উটের আঁতুড়ি উঠাইয়া দিয়াছিল এবং অহুদের যুদ্ধে আপনার চেহারা মোবারককে রক্তে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিল আপনার দান্দান মোবারক শহীদ করিয়া দিয়াছিল অথচ তখন আপনি বদ দোয়ার পরিবর্তে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে,

আল্লাহুমাগফির লেকাওমী ফাইরাহুম লা-ইয়ালামুনা ‘হে খোদা আপনি আমার জাতিকে কন্মা করিয়া দিন যেহেতু তাহারা আমাকে চিনেনা।” ইয়া রাছুল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক,

শুধুমাত্র তেইশ বৎসরের নবুত্তার জামানায় আপনার উপর কত লক্ষ লোক ঈমান আনয়ন করিয়াছে এমন কি শুধু বিদায় হজ্জের তারিখেই আরাফাতের মরদানে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার লোক ছিল যাহারা হাজির ছিলেন। তাহাদের সংখ্যা আল্লাহপাকই জানেন। আর হযরত নূহ (আঃ) দীর্ঘ এক হাজার বৎসর পরিশ্রম করার পরও মাত্র স্বল্প সংখ্যক অর্থাৎ বিনাশী কি তিরানী জন লোক তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছিল।

ইয়া রাছুল্লাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, আপনি যদি আপনার সম পর্ষাদার লোকের সহিত উঠাবসা করিতেন তবে আমাদের সহিত কখনও উঠাবসা করিতেন না আর আপনি যদি আপনার সম পর্ষাদের মেয়েদিগকেই বিবাহ করিতেন তবে আমাদের কাহারও সহিত আপনার বিবাহ হইত না আর আপনি যদি আপন পর্ষাদাসম্পন্ন লোকদের সহিত খানা খাইতেন তবে আমাদের কাহারও সহিত আপনার খানা খাওয়া হইত না নিশ্চয় আপনি আমাদের সহিত বসিয়াছেন, আমাদের মেয়েদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, আমাদের সহিত খানা খাওয়াইয়াছেন, পশমের কাপড় পরিয়াছেন গাধার উপর ছওয়ার হইয়াছেন এবং নিজের পিছনে অহকে বসাইয়াছেন এবং খাওয়ার পর আপন আগলীসমূহকে চাটিয়া খাইয়াছেন, এই সব আপনি একমাত্র বিনয় এবং নব্রতার খাতিরে করিয়াছেন। (ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাছুল্লাল্লাহ)

ইয়া রাব্বের ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৮) নোজহাতুল বাছাতীন গ্রন্থে হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, এক সময় ছফরের হালতে আমার খুব পিপাসা হইয়াছিল। এমন কি পিপাসায় কাতর হইয়া আমি বেহুশ হইয়া পড়িয়া পাই। কোন এক ব্যক্তি আমার মুখে পানি ছড়াইয়া দিল, আমি চোখ খুলিয়া দেখিলাম। সে আমাকে পানি পান করাইয়া বলিল আমার সহিত চল। আমি তাহার সহিত সামান্য পথ চলিলাম পরই যুবক বলিল তুমি কি দেখিতেছ? আমি বলিলাম ইহাত মদীনায়ে মোনাওয়ারা। তিনি বলিলেন যাও হজরত রাছুলে খোদা (ছঃ) এর খেদমতে আমার ছালাম পৌছাইয়া বলিও যে আপনার ভাই খিজির আপনার খেদমতে ছালাম বলিতেছে।

শায়েখ আবুল খায়ের আকতা (রঃ) বলেন আমি মদীনায়ে মোনাওয়ারা পৌছিয়া পাঁচদিন সেখানে অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ পাঁচদিন পর্য্যন্ত

আমি তেমন কোন মনের খোঁরাক পাইতেছিলাম না, অতঃপাছে পাঁচদিন যাবত আমি কিছুই খাইতে পাই নাই। তাই আমি কবর শরীকের নিকট গিয়া হজুরে পাক (ছঃ) এবং হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে ছালাম আরজ করিয়া বলিলাম ইয়া রাছুল্লাল্লাহ আজ আমি আপনার মেহমান। তারপর সেখান হইতে একটু সরিয়া মিশরের পিছনে আমি গুইয়া পড়িলাম স্বপ্নে আমি হজুরকে দেখিতে পাইলাম যে হজুরের ডানদিকে হজরত ছিদীবে আকবর বামদিকে ওমরে ফারুক ও সামনে হজরত আলী (রাঃ)। হজরত আলী (রাঃ) আমাকে নাড়া দিয়া বলিলেন উঠ হজুরে পাক তাশরীক আনিয়াছেন। আমি উঠিলাম ও প্রিয় নবীর দুই চোখের মাঝখানে চূষন করিলাম। হজুর আমাকে একটা রুটি দান করিলেন আমি উহার অর্ধেক খাইলাম। জাগ্রত হইয়া দেখি বাকী অর্ধেক আমার হাতে রহিয়াছে।

কাজায়েলে হুজ্ব কিতাবেও এইরূপ অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। শায়খুল মাশায়েখ হজরত শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলবী (রঃ) “হেরজে ছামানী কী মোবাশ্ শেরা-তিন নবীয়েল আমীন” নামক পুস্তিকায় খাব অথবা মোকাশাকা নিজের অথবা নিজের পিতার হজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত সম্পর্কে লিখিয়াছেন। সেখানে তিনি এই ঘটনাও উল্লেখ করিয়াছেন যে একদিন আমার খুব বেশী ক্ষুধা পাইয়াছিল। জানা নাই যে কয়দিনের ভুখা ছিলাম, আমি আল্লার দরবারে দোয়া করিলাম তখন দেখিলাম যে, নবীয়ে করীম (ছঃ) এর রুহ মোবারক আছমান হইতে অবতরণ করিলেন। হজুরের সহিত একটা রুটি ছিল। মনে হইল যেন সেই রুটি হজুরকে আমাকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ হইয়াছে। অতঃপাছে এক স্থানে বর্ণনা করিতেছেন যে একদিন রাত্রি বেলায় আমার কিছুই খাবার জুটে নাই। আমার বন্ধুবর্গ হইতে জনৈক বন্ধু এক পেয়ালা দুধ পেশ করিলেন। আমি উহা পান করিয়া গুইয়া পড়িলাম স্বপ্নে হজুরের জিয়ারত নবীয়ে হইল হজুর এরশাদ করিলেন দুধ তোমার জন্য আমিই পাঠাইয়াছিলাম। অর্থাৎ সেই লোকটার অন্তরে দুধ দেওয়ার খেয়াল আমার তরফ হইতে হইয়াছিল।

হজরত শাহ ছাহেব আরও বলেন যে, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নাকি একবার অসুস্থ হইয়া পড়েন, স্বপ্নে হজুরের জিয়ারত লাভ হয়। হজুর এরশাদ করেন বেটা শরীর কেমন আছে, তাহাকে হজুর (ছঃ) আরোগ্য লাভের সুসংবাদ দান করেন এবং আপন